একাশদ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানা ভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা নিমগ্নং ॥ ১৪৩ ॥

'গৌরচন্দ্রঃ' 'নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ' নানাভাব সমূহৈঃ অলঙ্কৃতানি ভূষিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ 'শ্রীজগন্নাথগেহে' শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে 'ভক্তৈঃ' সহ 'অত্যুদ্দণ্ডং' মহোদ্ধতং 'তাণ্ডবং' নৃত্যং 'কুর্ব্বন্' সন্ 'স্বধাম্না' নিজমহিম্না 'বিশ্বং' জগৎ 'প্রেমবন্যা নিমগ্নং' 'চক্রে' ॥ ১৪৩ ॥

নানাভাবালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গৌরচন্দ্র, ভক্তগণ সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে অত্যুদ্দণ্ড নৃত্য করতঃ নিজ মহিমায় সমস্ত বিশ্ব প্রেম বন্যা নিমগ্ন করিলেন ॥ ১৪৩ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে।
'অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে।'

সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ;
প্রভু কৃপা করি সবায় রাখেন নিজ স্থানে।
এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব মিলন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানা ভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বাধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা নিমগ্নং ॥ ১৪৩ ॥

'গৌরচন্দ্রঃ' 'নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ' নানাভাব সমূহৈঃ অলঙ্কৃতানি ভূষিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ 'শ্রীজগন্নাথগেহে' শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে 'ভক্তৈঃ' সহ 'অত্যুদ্দণ্ডং' মহোদ্ধতং 'তাণ্ডবং' নৃত্যং 'কুর্ব্বন্' সন্ 'স্বধাম্না' নিজমহিম্না 'বিশ্বং' জগৎ 'প্রেমবন্যা নিমগ্নং' 'চক্রে' ॥ ১৪৩ ॥

নানাভাবালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গৌরচন্দ্র, ভক্তগণ সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে অত্যুদ্দণ্ড নৃত্য করতঃ নিজ মহিমায় সমস্ত বিশ্ব প্রেম বন্যা নিমগ্ন করিলেন ॥ ১৪৩।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে ;
'অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে।'

প্রভু কহে 'কহ তুমি নাহি কিছু ভয়;
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য, হৈলে নয়'।
সার্ব্বভৌম! কহে 'এই প্রতাপরুদ্ররায়;
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়'।
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ;
'সার্ব্বভৌম! কহ কেন অযোগ্য বচন?
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন;
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ।'

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে চতুর্বিংশতি শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্য দেববাক্যং

'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হাহন্ত! হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু'। ১৪৪।

'নিষ্কিঞ্চনস্য' সর্ব্বপরিত্যাগিনঃ তথা 'পরং' কেবলং 'ভবসাগরস্য' 'পারং' 'জিগমিষোঃ' গন্তুমিচ্ছোঃ 'ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য' ভগবদ্ভজনে প্রবর্ত্তমানস্য জনস্য সম্বন্ধে 'বিষয়িণাং' বিষয় ভোগিনাং 'অথ' অথবা 'যোষিতাঞ্চ' রমণীনাঞ্চ 'সন্দর্শনং' দর্শনস্পর্শনালিঙ্গনাদিকং 'হা হন্ত হন্ত' খেদে নিন্দায়াঞ্চ 'বিষভক্ষণতঃ' হলাহল ভোজনাৎ 'অপি' 'অসাধু' গর্হিতং মন্যতে ইতিশেষঃ।১৪৪।

যাঁহারা সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভবসাগরের পারে যাইবার জন্য ভগবদ্ভক্তজনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ী দর্শন অথবা স্ত্রী দর্শন বিষপান অপেক্ষাও অতীব গর্হিত ও নিন্দনীয়॥ ১৪৪॥

সার্ব্বভৌম কহে 'সত্য তোমার বচন;
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম'।
প্রভু কহে 'তথাপি রাজা কাল সর্পাকার;
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে পঞ্চবিংশতি-
শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং
'আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহে র্মনসঃ ক্ষোভ স্তথা তস্যাকৃতেরপি' ॥১৪৫॥

'স্ত্রীণাং' 'অপি' তথা 'বিষয়িণাং' 'আকারাদপি' আলেখ্যাৎ চিত্রপটাদপি 'ভেতব্যং' ভয়নীয়ং ভবেৎ দৃষ্টান্তমাহ 'যথা' 'অহেঃ' সর্পাৎ 'তথা' 'তস্য' সর্পস্য 'আকৃতেঃ' কৃত্রিম মূর্ত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ 'মনসঃ' 'ক্ষোভঃ' ভয়ং সংজায়ত ইতিশেষঃ ॥ ১৪৫ ॥

যেমন সর্প দর্শনে মনে ভয় হয়, সেইরূপ সর্পের কৃত্রিম মূর্ত্তি দর্শনেও ভয় হইয়া থাকে; সেইরূপ স্ত্রী ও বিষয়ীদিগের আলেখ্য দর্শনেও ভয় হওয়া উচিত ॥ ১৪৫ ॥

'ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে;
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে'।
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা;
হেন কালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তম আইলা।
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে; (১)
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহু রঙ্গে।
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন;
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
রায় সঙ্গে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার;
সর্ব্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার।
রায় কহে 'তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল;
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল।
আমি কহি "আমা হৈতে না হয় বিষয়;
চৈতন্য চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়"।
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল;
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল।

---

১ গজপতি— গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের একটী উপাধি গজপতি।

'তোমার নাম শুনি তাঁর হৈল প্রেমাবেশ ;
মোর হাতে ধরি কহে প্রীতি বিশেষ :—
"তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন ;
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ।
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে ;
তাঁরে যেই ভজে তার সফল জীবনে।
পরম কৃপালু তিঁহ ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন"।
যে তাঁহার প্রেম আর্ত্তি দেখিনু তোমাতে ;
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে'।
প্রভু কহে 'তুমি কৃষ্ণ ভক্ত প্রধান ;
তোমাতে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান।
তোমাকে যে এত প্রীতি হইল রাজার ;
এইগুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবেন অঙ্গীকার।'

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃতং
আদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ' ॥১৪৬॥

হে 'পার্থ' 'যে' জনা 'মে' মম 'ভক্তজনাঃ' কেবলং মাং নতু মদ্ভক্তান্ ভজন্তি 'তে' 'জনাঃ' 'মে' মম 'ভক্তাশ্চ' 'ন' তে জনাঃ সর্ব্বপ্রকারেণ মাং ন ভজন্তীত্যর্থঃ 'যে' জনাঃ 'মদ্ভক্তানাং চ' 'ভক্তাঃ' 'তে' জনাঃ 'মে' মম 'ভক্ততমাঃ' সর্ব্বোত্তমভক্তাঃ 'মতাঃ' কথিতাঃ ॥ ১৪৬ ॥

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা কেবল আমাকে ভক্তি করিয়া আমার ভক্তদিগকে ভক্তি করেন না ; তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আমার ভক্ত নহেন ; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তদিগকেও ভক্তি করিয়া থাকেন ; তাঁহারাই আমার সর্ব্বোত্তম ভক্ত ॥ ১৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে এক-
বিংশতি শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু সম্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গ চেষ্টা চ বচসাসদ্গুণৈ রলং
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনং' ॥১৪৭॥

হে 'অঙ্গ' বৎস উদ্ধব 'পরিচর্য্যায়াং' মম সেবায়াং 'আদরঃ' আস্থা 'সর্ব্বাঙ্গৈঃ' করণৈঃ 'অভিবন্দনং' নমনং তথা 'মদর্থেষু' মদ্বিষয়েষু 'মনসঃ' 'চেষ্টা' 'বচসা' বাক্যেন 'চ' তথা 'সদ্গুণৈঃ' করণৈঃ 'ময়ি' 'অর্পণং' কর্ম্মার্পণং 'চ' তথা 'সর্ব্বকাম বিবর্জ্জনং' সর্ব্ববাসনা ত্যাগঃ 'অলং' ব্যর্থং 'সর্ব্বভূতেষু' মধ্যেষু 'মদ্ভক্তপূজা' মম ভক্তসম্মানঃ 'অপ্যধিকা' সর্ব্বতোভাবে উত্তমা স্যাৎ ইতি মম 'সম্মতিঃ' ভক্ত সেবাং সন্ত্যক্ত্বা ময়ি মনোযোগ ব্যর্থ ইত্যর্থঃ। ১৪৭।

হে উদ্ধব! আমার পরিচর্য্যায় আদর; সাষ্টাঙ্গ অভিবন্দন; আমার বিষয়ে বাক্য মনের চেষ্টা; আমাতে কর্ম্মার্পণ; এবং সকল প্রকার বাসনা বর্জ্জন; এ সকলই বৃথা। আমার ভক্তসম্মানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং তাহাই আমার অনুমোদিত। ১৪৭।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃতং
পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিব বাক্যং

'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং' ॥১৪৮॥

হে 'দেবি' পার্ব্বতি 'সর্ব্বেষাং' সেবানাং 'আরাধনানাং' পূজনস্মরণাদীনাং মধ্যে 'বিষ্ণোঃ' সত্যতনোঃ 'আরাধনং' পূজনং 'পরং' শ্রেষ্ঠং 'তস্মাৎ' ভগবতঃ সেবনাৎ 'তদীয়ানাং' ভক্তভক্তানাং 'সমর্চ্চনং' সেবনং 'পরতরং' শ্রেষ্ঠতরং জানীত্যর্থঃ। ১৪৮।

হে দেবি! সকল দেবতাদিগের আরাধনা অপেক্ষা সত্য-স্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তদপেক্ষা আবার তাঁহার ভক্তদিগের অর্চ্চনা শ্রেষ্ঠতর। ১৪৮।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিংশতি-শ্লোকে মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুর বচনং

'দুরাপাহ্যল্প তপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ' ॥১৪৯॥

'বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু' বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোস্তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু বর্ত্মভূতেষু মহৎসু ভগবদ্ভক্তেষু ইত্যর্থঃ 'সেবা' পরিচর্য্যা 'অল্প তপসঃ' জনস্য 'হি' নিশ্চিতং 'দুরাপা' দুর্ল্লভা। 'যত্র' মার্গভূতেষু ভক্তেষু 'দেবদেবঃ' 'জনার্দ্দন' 'নিত্যং' সর্ব্বদা 'উপগীয়তে' উপমীয়মানঃ ভবেদিত্যর্থঃ। ১৪৯।

ভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির বর্ত্ম স্বরূপ; তাঁহারা সর্ব্বদা দেব দেব জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের সেবা অল্পতপাঃ ব্যক্তির অতি দুর্ল্লভ। ১৪৯।

পুরী, ভারতী গোঁসাই, স্বরূপ, নিত্যানন্দ;
চারি গোঁসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দ।
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ;
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন।
প্রভু কহে 'রায় দেখিলে কমল নয়ন';
রায় কহে 'এবে যাই পাব দরশন'।
প্রভু বলে 'রায় তুমি কি কার্য্য করিলে?
ঈশ্বর না দেখি কেন আগে এথা আইলে'?
রায় কহে 'চরণ রথ, হৃদয় সারথি;
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী।
আমি কি করিব? মন ইহা লঞা আইলা;
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈলা'।

প্রভু কহে 'শীঘ্র গিয়া কর দরশন ;
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন'। (১)
প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে ;
রায়ের প্রেমভক্তি রীতি বুঝে কোন্ জনে ?
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা ;
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা :—
'মোর লাগি প্রভু পদে কৈলে নিবেদন' ?
সার্ব্বভৌম কহে 'কৈনু অনেক যতন ;
তথাপি না করে তিঁহ রাজ দরশন ;
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন'।
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা ;
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা :—
'পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ;
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার।
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ নিস্তার !
এই প্রতিজ্ঞা করি করিয়াছেন অবতার ?'

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে সপ্ততি-শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্র বাক্যং

'অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাং।
মদেক বর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ' ॥ ১৫০ ॥

'সঃ' গৌরাঙ্গঃ 'অদর্শনীয়ানপি' দ্রষ্টুম যোগ্যানপি 'নীচজাতীন্' নীচ-জাতীয়ান্ লোকান্ 'বীক্ষতে' পশ্যতি 'তথাপি' 'হন্ত' খেদে 'মাং' প্রতাপরুদ্রং 'নো' পশ্যতীতিশেষঃ। 'সঃ' 'দেবঃ' 'মদেকবর্জ্জ্যং' কেবলং মাং ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ অনান্ 'কৃপয়িষ্যতি' কৃপাং করিষ্যতি 'ইতি' 'নির্ণীয়' নির্ণয়ং কৃত্বা 'কিং' 'অবততার' অবতীর্ণোঽভূৎ ? ॥ ১৫০ ॥

১ ঐছে ঘর যাই—ঐথান অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দির হইতে নিজ গৃহে গিয়া।

দর্শনের অযোগ্য নীচজাতীয় লোকদিগকেও তিনি দর্শন দিতেছেন ; তথাপি হায় ! আমাকে দেখা দিলেন না। সেই দেব কি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর সকলকে কৃপা করিবেন বলিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ? ॥ ১৫০ ॥

'তাঁর প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবেন্ দর্শন ;
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা ধন ;
কিবা রাজ্য ? কিবা দেহ ? সব অকারণ'।
এত শুনি সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত ;
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত।
ভট্টাচার্য্য কহে দেব ! না কর বিষাদ ;
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ।
তিঁহ প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর ;
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর।
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায় ;
সেই উপায় করিয়া মিলহ প্রভুর পায়। (১)
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা ;
রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ ;
সেই কালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ
কৃষ্ণ রাস পঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন ;
একলে যাই মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ।
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণ নাম শুনি ;
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি।
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম গুণ ;
প্রভু আগে কহিলেন, তাতে ফিরিয়াছে মন'।

১। সেই উপায় করিয়া ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'এই উপায় করি প্রভু দেখিবারে জায়'।

শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল ;
প্রভুরে মিলিতে মনে এই দৃঢ় কৈল।
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে ;
ভট্ট কহে 'তিন দিন আছয়ে যাত্রারে'।
রাজা প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ;
স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয়।
স্নান যাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় সুখ ;
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল বড় দুঃখ।
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া
আলালনাথ গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া।
পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ;
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদন।
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ;
প্রভু আইলেন রাজা ঠাঁই কহিলেন গিয়া।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ;
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে 'শুন ভট্টাচার্য্য !
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছে দুই শত ;
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত।
নগরে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ;
তাঁ' সবারে চাহি বাঁসা প্রসাদ সমাধান'।
রাজা কহে 'পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ;
বাঁসা আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব।
মহাপ্রভুরগণ যত আইলা গৌড় হৈতে ;
ভট্টাচার্য্য ! একে একে দেখাও আমাতে'।
ভট্ট কহে 'অট্টালিকা কর আরোহণ ;
গোপীনাথ চিনেন্ সবাকে করাবেন দর্শন'।
আমি কাহ নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ;
গোপীনাথ সবারে করাবেন্ পরিচয়'।
এত বলি তিন জন অট্টালি চড়িলা ;
হেন কালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইলা।

দামোদর স্বরূপ, গোবিন্দ,—দুই জন;
মালা প্রসাদ লঞা যায় যাঁহা বৈষ্ণবগণ।
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে;
রাজা কহে 'এই কোন্? চিনাহ আমারে'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'এই স্বরূপ দামোদর;
মহাপ্রভুর হয় ইহ দ্বিতীয় কলেবর।
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য; ইহা দোঁহা দিয়া
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া।
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল;
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি তাঁরে দিল।
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে;
তাঁরে নাহি চিনেন্ আচার্য্য পুছিল দামোদরে।
দামোদর কহেন 'ইহার গোবিন্দ নাম;
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্।
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল;
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল'।
রাজা কহে 'যাঁরে মালা দিল দুই জন;
কহত আচার্য্য এই বড় মহাত্ম কোন্ জন'?
আচার্য্য কহে 'ইহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য;
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্ব শিরোধার্য্য।
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহ পণ্ডিত বক্রেশ্বর;
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহ পণ্ডিত গদাধর।
আচার্য্য রত্ন ইহ আচার্য্য পুরন্দর;
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহ পণ্ডিত শঙ্কর।
এই মুরারি গুপ্ত, ইহ পণ্ডিত নারায়ণ;
হরিদাস ঠাকুর ইহ ভুবন পাবন।
এই হরি ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ;
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ।
গোবিন্দ, মাধব আর এই বসু ঘোষ;
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ।

রাঘব পণ্ডিত ইহ আচার্য্যনন্দন ;
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ।
শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয় ;
বল্লভ সেন এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান ;
রামানন্দ আদি সব দেখ বিদ্যমান।
মুকুন্দ দাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ;
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন। (১)
কতেক কহিব ? এই দেখ যত জন ;
চৈতন্যের গণ সব চৈতন্য জীবন'।
রাজা কহে 'দেখি মোর হৈল চমৎকার ;
বৈষ্ণবের ঐছে তেজঃ দেখি নাহি আর।
কোটি সূর্য্য সম সব উজ্জ্বল বরণ ;
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন।
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি ;
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'তোমার সত্য বচন ;
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সংকীর্ত্তন।
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ ;
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে তাঁরে করে আরাধন ;
সেইত সুমেধা ; আর কলিহত জন'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ' ॥ ১৫১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬৬ শ্লোকে ৮০ পৃঃ দেখ ॥ ১৫১ ॥

---

১ চিরঞ্জীব সুলোচন ইত্যাদি—এই সব ভক্তগণের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে ; আদিঃ ১০ম পরিচ্ছেদ ২৬৯ নাং ২৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

রাজা কহে 'শাস্ত্র প্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ ;
তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ?'
ভট্ট কহে 'তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে ;
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লইতে পারে।
তাঁর কৃপা নাহি যাঁরে, পণ্ডিত নহে কেনে ;
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর নাহি মানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্' ॥ ১৫২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩২ শ্লোকে ১০৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৫২ ॥

রাজা কহে 'সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ;
চৈতন্যের বাঁসায় কেন চলিলা ধাইয়া' ?
ভট্ট কহে 'এই স্বাভাবিক প্রেম রীত ;
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত।
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লৈয়া ;
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া'।
রাজা কহে 'ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ
মহা প্রসাদ লঞা সঙ্গে লোক পাঁচ সাত
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ;
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ' ?
ভট্ট কহে 'ভক্তগণ আইল জানিয়া ;
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তারা লঞা'।
রাজা কহে 'উপবাস করা তীর্থের বিধান ;
তাহা না করিয়া কেন খান্ অন্নপান ?'

ভট্ট কহে 'তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম;
এই রাগ মার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম মর্ম্ম।
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপাসন;
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভোজন।
তাঁহা উপবাস, যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ;
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে হয় অপরাধ।
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন;
এত লাভ ছাড়ি কেন করিবে উপাসন?
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল;
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল।
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ;
কৃষ্ণাশ্রয়ে সেই ছাড়ে বেদ লোক ধর্ম্ম'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে প্রাচীন বর্হিষং প্রতি নারদবাক্যং

'যদা যস্যানু গৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং' ॥১৫৩॥

'আত্ম ভাবিতঃ' আত্মনি মনসি ভাবিতঃ অর্থাদ্ভক্তৈরেব হে ভগবন্নিমং নং সংসারাদুদ্ধরন্নঙ্গীকুরু ইতি স্বভক্তৈর্মনসি নিবেদিতঃ সন্ 'ভগবান্' যদা' 'যস্য' যং 'অনুগৃহ্ণাতি' তদৈব 'সঃ' ভক্তঃ 'লোকে' লৌকিকব্যবহারে বেদে চ' কর্ম্মকাণ্ডেচ 'পরিনিষ্ঠিতাং' নিষ্ঠাযুক্তাং 'মতিং' 'জহাতি' ত্যজতি ॥ ১৫৩ ॥

যখন ভক্ত স্বীয় আত্মায় ভগবান্‌কে ভাবনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন্; তখন তাঁহার লোকব্যবহারে ও কর্ম্মকাণ্ডে নিষ্ঠাবুদ্ধি চলিয়া যায় ॥ ১৫৩ ॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা;
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র দোঁহে আনাইলা।
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে;
'প্রভু স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে;

'সবারে স্বচ্ছন্দ বাঁসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ ;
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইও নহে যেন বাদ।
প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হঞা ;
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিতে বুঝিয়া'।
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম আইলা তবে ঈশ্বর মিলনে।
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ;
দূর হৈতে দেখে প্রভুর বৈষ্ণব মিলন।
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ
কাশীমিশ্র গৃহ পথে করিলা গমন।
হেনকালে মহাপ্রভু নিজ গণ সঙ্গে ;
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে বহু রঙ্গে।
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন ;
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির ;
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর।
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ;
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন।
একে একে সর্ব্ব ভক্তের কৈল সম্ভাষণ ;
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন।
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান ;
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ।
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল ;
আপনি স্বহস্তে সবার মালা চন্দন দিল।
ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য আইল প্রভু স্থানে ;
যথা যোগ্য আলাপে মিলিলা সবার সনে।
অদ্বৈতেরে কহে প্রভু মধুর বচনে ;
'আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে।'
অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় ;
যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ;

'তথাপিও ভক্ত সঙ্গে হয় সুখোল্লাস ;
ভক্ত সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস'।
বাসুদেবে (১) দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা ;
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া :—
'যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হৈতে ;
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে'।
বাসু কহে 'মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ ;
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম।
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ ;
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ'।
পুনঃ প্রভু কহে 'আমি তোমার নিমিত্তে ;
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে।
স্বরূপের কাছে আছে লহ তা লিখিয়া'।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া।
প্রত্যেকে বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল ;
ক্রমে ক্রমে দুই পুঁথি সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত ;
'তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত'।
শ্রীবাস কহেন 'কেন কহ বিপরীত ?
কৃপা মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত'।
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে ;
'সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে।
শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে ; (২)
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে'।
দামোদর কহে 'শঙ্কর ছোট আমা হৈতে ;
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে'।

---

১ বাসুদেবে—ইনি মুকুন্দদত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

২ সগৌরব প্রীতি…শঙ্কর উপরে—শঙ্কর দামোদরের কনিষ্ঠ। মহাপ্রভু বলিতেছেন যে দামোদরের প্রতি তাঁহার প্রেম সম্মান মিশ্রিত ; কিন্তু শঙ্করের উপর নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রেম। ইহাতে শঙ্করের প্রতি প্রীতি বাহুল্য বলা হইল।

শিবানন্দে কহে প্রভু 'তোমার আমাতে (১)
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে'।
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা;
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক রচিয়া। (২)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে অশীতি শ্লোকে
শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবং প্রতি শিবানন্দ সেন বাক্যং

'নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ' ॥ ১৫৪ ॥

হে 'অনন্ত' 'ভবার্ণবান্তঃ' ভবসমুদ্র মধ্যে 'চিরায়' বহুকালং ব্যাপ্য 'নিমজ্জতঃ' পতিতস্য 'মে' মম সম্বন্ধে 'লব্ধঃ' প্রাপ্তঃ ত্বমেব 'কূলমিব' তটমিব 'অসি'; হে 'ভগবন্' 'ইদানীং' অধুনা 'দয়ায়াঃ' তব কৃপায়াঃ 'ইদং' 'অনুত্তমং' অশ্রেষ্টং নীচমিত্যর্থঃ 'পাত্রং' কুপাত্রং 'ত্বয়াপি' 'লব্ধং' প্রাপ্তং তব দয়ায়াঃ অনুপযুক্তোঽপি অহং ত্বয়ানুগৃহীতঃ অতএব ত্বমেব করুণা সাগর প্রভুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫৪।

হে অনন্ত! বহুকাল যাবৎ আমি ভব সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জমান ছিলাম; আপনিই তাহার তটস্বরূপ; আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। আর আপনিও এক্ষণে আপনার দয়ার এই কুপাত্র লাভ করিলেন ॥ ১৫৪ ॥

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভু না দেখিয়া;
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হঞা।

---

১ শিবানন্দ সেন—কুমারহট্ট নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলোদ্ভব। ইঁহার মহাপ্রভুর সহিত এই প্রথম পরিচয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপুর সংস্কৃত চৈতন্য চরিতামৃত-কাব্য ও গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ শ্লোক রচিয়া—'শ্লোক পড়িয়া' পাঠও আছে।

মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ ;
মুরারি লইতে ধাঞা আইল বহু জন।
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা।
মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে ;
পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিল কহিতে :—
'মোরে না ছুঁইও প্রভু! মুঁইত পামর ;
তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে এই কলেবর'।
প্রভু কহে 'মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ ;
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন'।
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর ;
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ;
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণ গান ;
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান।
সবারে সম্মানি প্রভু হইলা উল্লাস ;
হরিদাস না দেখিয়া কহে 'কাঁহা হরিদাস'?
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঁই দেখিয়া
রাজপথ প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা।
মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা ;
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা।
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে ;
'প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে'।
হরিদাস কহে 'আমি নীচ জাতি ছার ;
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।
নিভৃতে টোটা মধ্যে স্থান যদি পাই ; (১)
তাঁহা পড়ি রহোঁ, একালা কাল গোঁয়াই
জগন্নাথ সেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয় ;
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়'।

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল ;
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল।
হেন কালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুইজন
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখি সুখ বড় পাইলা ;
যথাযোগ্য সবা সনে আনন্দে মিলিলা।
প্রভু পদে দুই জনে কৈল নিবেদনে :—
'আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধানে।
সবাকার করিয়াছি বাস গৃহ স্থান ;
মহা প্রসাদ সবাকারে করি সমাধান'।
প্রভু কহে 'গোপীনাথ ! যাহ বৈষ্ণব লঞা ;
যাঁহা যাঁহা কহে বাঁসা দেহ তাঁহা যাঞা।
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে ;
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইহো করিবে সমাধানে।
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে ;
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে।
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন ;
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ'।
মিশ্র কহে 'সব তোমার চাহ কি কারণে ?
আপন ইচ্ছায় লহ যেই তোমার মনে।
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ;
যেই চাহি সেই আজ্ঞা দেহ কৃপা করি'।
এত কহি দুই জন বিদায় হইল ;
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে নিল।
গোপীনাথে দেখাইল সব বাঁসাঘর ;
বাণীনাথ ঠাঁই দিল প্রসাদ বিস্তর।
বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা লঞা ;
গোপীনাথ আইলা বাঁসা সংস্কার করিয়া।
মহাপ্রভু কহে 'শুন সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ !
নিজ নিজ বাঁসায় সবে করহ গমন।

'সমুদ্র স্নান করি কর চূড়া দরশন ;
তবে আজি ইহা আসি করিবে ভোজন'।
প্রভু নমস্করি সবে বাঁসায় চলিলা ;
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাঁসা স্থান দিলা।
তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস মিলনে ;
হরিদাস করে প্রেমে নাম সংকীর্ত্তনে।
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা ;
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ;
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য গুণে।
হরিদাস কহে 'প্রভু না ছুঁইও মোরে ;
মুঁই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে'।
প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ;
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থ স্নান ;
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন ;
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি বচনং

'অহোবত ! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপু স্তপ স্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচু র্নাম গৃণন্তি যে তে' ॥ ১৫৫ ॥

'অহোবত' ইত্যাশ্চর্য্যে 'যজ্জিহ্বাগ্রে' যস্য জিহ্বাগ্রে 'তুভ্যং' প্রীণয়িতুং তব 'নাম' 'বর্ত্ততে' স চ 'শ্বপচঃ' চণ্ডালোঽপি 'অতঃ' অস্মাদেব হেতোঃ 'গরীয়ান্' অতিশয়েন গুরুঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ভবতি। 'যে' জনাঃ 'তে' তব 'নাম' 'গৃণন্তি' গৃহ্ণন্তি 'তে' জনাঃ 'তপঃ' তপস্যাদিকং 'তেপুঃ' কৃতবন্তঃ

'জহুবুঃ' হোমং কৃতবন্তঃ 'সস্নুঃ' তীর্থেষু স্নাতাঃ তএব 'আর্য্যাঃ' সদাচারাঃ 'ব্রহ্ম' বেদং 'অনূচুঃ' অধীতবন্তঃ। তন্নামকীর্ত্তনে তপ আদ্যন্ত ভূতং অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান্; সে চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাঁহারাই তপস্যা করেন, হোম করেন, তীর্থ স্নান করেন, বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই আর্য্য ॥১৫৫॥

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে;
অতি নিভৃতে তাঁরে দিল বাসা স্থানে।
'এই স্থানে রহ! কর নাম সংকীর্ত্তন!
প্রতি দিন আসি আমি করিব মিলন।
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম;
এই ঠাঁই আসিবে তোমার প্রসাদান্ন'।
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ,
হরিদাস মিলি সবে পাইল আনন্দ।
সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইলা নিজ স্থানে;
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে।
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন;
প্রভুর আবাস আইলা করিতে ভোজন।
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি;
আপনি পরিবেশন কৈল গৌরহরি।
অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে;
দুই তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন;
ঊর্দ্ধ হস্তে বসি রহে সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন:—
'তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন।
তোমার সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীরগণ;
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ।

'আচার্য্য আসিয়াছেন প্রসাদান্ন লঞা ;
পুরী ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া।
নিত্যানন্দ লয়ে ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ;
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি'।
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিলা ;
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইলা।
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া ;
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা।
স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে হইয়া আনন্দ।
নানা পিঠা পানা খায় আনন্দ করিয়া ;
মধ্যে মধ্যে হরি কহে আনন্দিত হঞা।
ভোজন সমাপ্তি হৈল, কৈল আচমন ;
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন।
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা ;
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুকে মিলিলা।
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে ;
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণব সনে।
সবা লঞা গেল প্রভু জগন্নাথালয় ;
কীর্ত্তন আরম্ভ তথা কৈল মহাশয়।
সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিল সংকীর্ত্তন ;
পড়িছা আনিয়া দিল মাল্য চন্দন।
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্ত্তন ;
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল ;
হরিধ্বনি করে সবে বলে ভাল ভাল।
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ;
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম উথলি চলিল ;
নীলাচল বাসী লোক ধাইয়া আইল।

কীর্ত্তন দেখি সবার মনে হৈল চমৎকার!
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার!
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া;
প্রদক্ষিণ করি বুলেন নৃত্য করিয়া।
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়;
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রু, পুলক, স্বেদ, গম্ভীর হুঙ্কার;
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার!
পিচকাই ধারা যেন অশ্রু নয়নে;
চারি দিকের লোক সব করয়ে সিনানে।
বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ;
মন্দিরের পাছে রহি করয়ে কীর্ত্তন।
চারি দিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়;
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়।
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা;
চারি মহান্তরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা।
এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়;
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়।
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর;
শ্রীনিবাস নাচে আর সম্প্রদা ভিতর।
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন;
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন।
চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন;
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন।
চারি জনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ;
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে;
কেমনে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে।
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থলে;
চৌদিকের সখা কহে 'আমারে নেহালে'।

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে ;
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে।
মহা নৃত্য, মহাপ্রেম, মহা সংকীর্ত্তন ;
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল জন।
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্ব ;
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ সহিত।
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার!
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার।
কীর্ত্তন সমাপ্তি করি দেখি পুষ্পাঞ্জলি ;
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ;
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে ;
প্রতি দিন এইমত করে কীর্ত্তন রঙ্গে।
এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস ;
যে বা ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়াকীর্ত্তন বিলাস-
বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ
স্বচিত্তবচ্ছীতল মুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকারঃ ॥ ১৫৬ ॥

'সঃ' 'গৌরঃ' 'আত্মবৃন্দৈঃ' নিজভক্তগণৈঃ সহ 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং' জগন্নাথ বিহার মন্দিরং 'সম্মার্জ্জয়ন্' মার্জ্জয়িত্বা 'ক্ষালনতঃ' প্রক্ষালনাৎ ধৌতকরণাদ্ধেতো রিত্যর্থঃ 'স্বচিত্তবৎ' নিজমনোবৎ 'শীতলং' 'উজ্জ্বলঞ্চ' নির্ম্মলঞ্চ তথা 'কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং' শ্রীজগন্নাথস্য উপবেশনযোগ্যং 'চকার' ॥ ১৫৬ ॥

গৌরচন্দ্র নিজভক্তগণ সহ গুণ্ডিচা নামক জগন্নাথদেবের বিহার মন্দির মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিয়া নিজ চিত্ত মন্দিরের ন্যায় শীতল ও নির্ম্মল করতঃ উক্ত দেবের উপবেশন যোগ্য করিলেন ॥ ১৫৬ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা;
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঁই:—
'প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই'।
ভট্টাচার্য্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল;
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল:—
'প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ;
মোর লাগি তাঁ'সবারে করিহ নিবেদন।
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়;
মোর লাগি প্রভু পদে করেন বিনয়।
তাঁ' সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়;
প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়।
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি;
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী'।
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া
ভক্তগণ পাশ গেলা সেই পত্রী লইয়া।
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ বিবরণ;
পত্রে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন।

পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়ঃ
'প্রভু পদে গজপতির এত ভক্তি হয়'!
সবে কহে 'প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে;
আমি সব কহি যদি দুঃখ মানিবে'।
সার্ব্বভৌম কহে 'সবে চল একবার;
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজব্যবহার'।
এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে;
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে।
প্রভু কহে 'কি কহিতে সবার আগমন?
দেখিয়ে কহিতে চাহ; না কহ কি কারণ'?
নিত্যানন্দ কহে 'তোমায় চাহি নিবেদিতে;
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে।
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে;
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে।
"কাণে মুদ্রা লই মুঞি হইব ভিখারী;
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনে গৌরহরি।
দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া;
করিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া"। (১)
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন;
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচনঃ—
'তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটকেতে গিয়া।
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন;
লোকে রহ দামোদর করিবে ভৎর্সন।
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে;
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে'।
দামোদর কহে 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর;
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর।

---

১ কাণে মুদ্রা...হৃদয়ে তুলিয়া— কোন কোন পুস্তকে এই দুই শ্লোক নাই।

'আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব ?
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব।
রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ ;
তাঁর স্নেহে করাবে তোমায় তাঁহার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র ;
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র'।
নিত্যানন্দ কহে 'ঐছে হয় কোন্ জন ?
যে তোমারে কহে "কর রাজ দরশন"'।
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয় ;
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ ;
কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িলেক প্রাণ। (১)
এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান ;
তুমিহ না মিল তাঁরে রহে তাঁর প্রাণ।
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি ;
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি'।

---

১ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী···ছাড়িলেক প্রাণ—যমুনার উপবনে গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারী গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একদিন রাম কৃষ্ণের নিকট আহারীয় দ্রব্য চাহিলেন। অদূরে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা সস্ত্রীক স্বর্গকামনায় আঙ্গিরস নামে যজ্ঞ করিতেছিলেন জানিয়া ভগবান্ রাখালগণকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্ন যাচ্ঞা করিয়া আনিতে বলিলেন। রাখালগণ বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করায় দেবতার জন্য প্রস্তুতীকৃত অন্ন যজ্ঞাগ্রে গোপবালকগণ পাইতে পারে না বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সেই বালকদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রাখালেরা শ্রীকৃষ্ণকে তদ্ভাবৎ বিজ্ঞাপিত করিলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে পুনরায় ব্রাহ্মণ পত্নীদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞার জন্য পাঠাইলেন। ঐ সকল সরলমতি বিপ্রপত্নী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় অনুরাগিণী ছিলেন ; তাঁহারা রামকৃষ্ণের প্রার্থনা শুনিবামাত্র তাঁহাদের স্বামী শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের অশেষ রূপ ভর্ৎসনা ও বাধা অতিক্রম করিয়া নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া কৃষ্ণ সমীপে উপনীতা হইলেন ও তাহা অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্না হইলেন। ঐ সকল বিপ্রপত্নীদিগের মধ্যে একটী অবলা স্বামী কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হওয়ায় অন্যান্য বিপ্রপত্নীদিগের সঙ্গে কৃষ্ণ দর্শনে যাইতে পারিলেন না ; তাঁহার অনুরাগ এত অধিক ছিল যে আসিতে না পাইয়া ধ্যান যোগে ভগবান্‌কে ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাগবত ১০মঃ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় দেখ।

প্রভু কহে 'তুমি সব পরম বিদ্বান্;
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান্'।
তবে নিত্যানন্দ গোসাঁই গোবিন্দের পাশ
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস।
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম পাশ দিল;
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল।
বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন;
প্রভু রূপ করি করে বস্ত্রের পূজন।
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা;
প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা।
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন মিলন লাগি কহিতে লাগিলা:—
'মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন্ তোমারে;
মোরে মিলাবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে'
এক সঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা;
রামানন্দ রায় যবে প্রভুরে মিলিলা;
প্রভু পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার;
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বার বার।
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ;
রাজপ্রীতি কহি দ্রবাইল প্রভুর মন।
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে;
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে।
রামানন্দ প্রভু পায় কৈল নিবেদন:—
'একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ'।
প্রভু কহে 'রামানন্দ কহ বিচারিয়া;
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া?
রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ;
পরলোকে বহুলোকে করে উপহাস'।
রামানন্দ কহে 'তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র;
কারে তোমার ভয়? তুমি নহ পরতন্ত্র'।

প্রভু কহে 'আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী ;
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।
শুক্লবস্ত্রে মসি বিন্দু যৈছে না লুকায় ;
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়'।
রায় কহে 'কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি ;
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি'।
প্রভু কহে 'পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস
সুরা বিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ।
যদ্যপি প্রতাপ রুদ্র সর্ব্ব গুণবান্ ;
তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজ নাম।
তথাপি তোমার যদি আগ্রহ হয় ;
তবে আনি মিলাহ তুমি তাঁহার তনয়।
"আত্মা বৈজায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী ;
পুত্রের মিলনে যেন মিলিল আপনি'।
তবে রায় যাই সব রাজারে কহিলা ;
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা।
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ ;
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমল নয়ন।
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ ;
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে তিঁহ হৈল উদ্দীপন।
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা ;
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা :—
'এই মহাভাগবত ! যাঁহার দর্শনে ;
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে।
কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইহার দর্শনে'।
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
প্রভু স্পর্শে রাজ পুত্রের হৈল প্রেমাবেশ ;
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ।
"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ" কহে, নাচে, করয়ে রোদন ;
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল;
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল।
বিদায় হইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞা;
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া।
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা;
সাক্ষাৎ স্পর্শন যেন মহাপ্রভুর পাইলা।
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন;
প্রভুভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন।
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে;
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভু নিমন্ত্রণ;
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ।
এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল;
জগন্নাথের রথ যাত্রা নিকট হইল।
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া;
পড়িছা পাত্র, সার্ব্বভৌমে আনিল ডাকিয়া।
তিনজন পাশে প্রভু হাঁসিয়া কহিল:—
'গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল'।
পড়িছা কহে 'আমি সব সেবক তোমার;
যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার।
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে;
প্রভুর যেই ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে।
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন;
এও এক লীলা, কর যে তোমার মন।
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে;
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে।
তবে এক শত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী
নূতন—প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি।
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ;
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন।

শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জ্জনী;
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি।
গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন;
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন।
ভিতর মন্দির, উপর, সকল মার্জ্জিল;
সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল।
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন;
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন। (১)
চারি দিগে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে;
আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে।
প্রেমোল্লাসে শোধেন লয়েন কৃষ্ণ নাম;
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে, করে নিজ কাম।
ধূলায় ধূসর তনু দেখিতে শোভন;
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন।
ভোগ মন্দির শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ;
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন।
তৃণ ধূলি ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া;
বহির্বাসে বান্ধি ফেলায় বাহির করিয়া।
এই মত ভক্তগণ করি নিজ বাসে;
তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে।
প্রভু কহে 'কে কত করিয়াছ সম্মার্জ্জন;
তৃণ ধূলি দেখিলে জানিব পরিশ্রম।
সবার ঝাঁটি আনি বোঝা একত্র করিল;
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল।
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন;
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন।
'সূক্ষ্ম ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর;
ভালমতে শোধ সবে প্রভুর অন্তঃপুর'।

---

১ শ্রীজগমোহন—মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট মন্দির।

সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল ;
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি।
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু বৈল ;
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল।
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ;
ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি গৃহ মধ্যে সিংহাসন।
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল ;
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল।
আপনি করেন সিংহাসন প্রক্ষালন ;
আপনি করেন সিংহাসনের মার্জ্জন। (১)
ভক্তগণ করে গৃহ মধ্য প্রক্ষালন ; (২)
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন।
কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে ;
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে।
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান ;
কেহ মাগি লয়, কেহ করে অন্যে দান।
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল ;
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল।
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন ;
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন।
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন ;
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন।
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ;
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে।

---

১ আপনি করেন ইত্যাদি—কোন কোন পুথিতে এই শ্লোকের পাঠ এইরূপ আছে :—
'শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ;
প্রভু আগে জল আনি দেয় ভক্তগণ।

২ ভক্তগণ করে ইত্যাদি—কোন কোন পুথিতে এই পয়ারটী নাই।

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ;
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে।
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ ;
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন।
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী ;
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি।
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল ;
শত শত ঘট তাঁহা লোক লঞা আইল।
জল ভরে, ঘট ভাঙ্গে, করে হরি ধ্বনি ;
কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন।
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণ নামে ;
কৃষ্ণ নাম হইল সঙ্কেত সব কামে।
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ;
একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম।
শত হাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন ;
প্রতি জন পাশে যাই করান্ শিক্ষণ।
ভাল কর্ম্ম দেখি তাঁরে করে প্রশংসন ;
মনে না মানিলে করে পণ্ডিত ভর্ৎসন :—(১)
'তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে ;
এই মত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে'।
এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা ;
ভাল মতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া।
তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন ;
ভোগ মন্দির তবে কৈল প্রক্ষালন।
নাটশালা ধুই, ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ ;
পাকশালা আদি সব কৈল প্রক্ষালন।

---

১ পণ্ডিত ভর্ৎসন—'পবিত্র ভর্ৎসন' পাঠও আছে।

মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল ;
সব অন্তপুর ভাল মতেতে ধুইল।
হেন কালে গৌড়িয়া এক সুবুদ্ধি সরল ;
প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল।
সেই জল লইয়া আপনি পান কৈল ;
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল।
যদ্যপি গোঁসাঞি তারে হইয়াছে সন্তোষ ;
শিক্ষা লাগি তথাপিও করিলেন রোষ। (১)
স্বরূপ গোঁসাঞি ডাকি কহিলেন তাঁরে :—
'এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে।
ঈশ্বর মন্দিরে মোর পদ ধুয়াইল ;
সেই জল আপনি লইয়া পান কৈল।
এই অপরাধে মোর কাঁহা হৈবে গতি ?
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক দুর্গতি'।
তবে স্বরূপ গোঁসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া
ঢেকা মারি পুরী বাহির রাখিলেন লৈয়া।
পুনঃ আসি প্রভু পায় করিল বিনয় :—
'অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায়।'
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ;
সারি করি দুই পাশে সবারে বসাইল।
আপনি বসিয়া মাঝে আপনার হাতে ;
তৃণ কাঁটা কুটা সব লাগিলা কুড়াইতে।
'কে কত কুড়াও সব একত্র করিব ;
যার অল্প তার ঠাঁই পিঠা পানা লব'।
এই মত সব পুরী করিল শোধন ;
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন।
প্রণালিকা ছাড়ি যদি পানী বহাইল ;
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল।

১ শিক্ষা লাগি ইত্যাদি—'ধর্ম্ম সংস্থাপন লাগি বাহিরে মহারোষ' এই পাঠও দেখা যায়।

নৃসিংহ মন্দির ভিতর বাহির শোধিল ;
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল।
এই মত পুর দ্বার আগে পথ যত ;
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ?
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ;
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহসম।
স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, পুলক, হুঙ্কার ;
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার।
চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন ;
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ।
মহা উচ্চ সংকীর্ত্তন আকাশ ভরিল ;
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমি কম্প হৈল।
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায় ;
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌর রায়।
এই মত কতক্ষণ নৃত্য করিয়া ;
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় বুঝিয়া।
আচার্য্য গোঁসাইর পুত্র শ্রীগোপাল নাম ;
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল গৌরধাম।
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূর্চ্ছিতে ;
অচেতন হৈয়া তিঁহ পড়িলা ভূমিতে।
আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য গোঁসাই তারে কৈল কোলে ;
শ্বাস রহিত দেখি হইলা বিকলে।
নৃসিংহের যন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি ;
সহুঙ্কার সেই শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি।
অনেক করিল তবু না হয় চেতন ;
আচার্য্য কাঁন্দেন, কাঁন্দে সব ভক্তগণ।
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হস্ত দিল ;
'উঠহ গোপাল' বলি উচ্চৈঃস্বর কৈল।
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন ;
হরি বলি নৃত্য করে সর্ব্ব ভক্তগণ।

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ; (১)
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন।
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া ;
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা। (২)
তীরে উঠি পরেন প্রভু শুষ্ক বসন ;
নৃসিংহ দেখি নমস্করি গেলা উপবন।
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা ;
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা।
কাশীমিশ্র, তুলসী পড়িছা—দুই জন ;
পঞ্চশত লোকে যত করয়ে ভোজন ;
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
পুরী গোঁসাই, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ ;
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ;
আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, শ্রীবাস, গদাধর ;
শঙ্কর ন্যায়াচার্য্য আর রাঘব, বক্রেশ্বর ;
প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম ;
পিঁড়ার উপরে বৈসে প্রভু লঞা এত জন।
তার তলে, তার তলে, করি অনুক্রম ;
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন।
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ;
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন :—
'ভক্ত সঙ্গে করুন্ প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার ;
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার।
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে'।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে।
স্বরূপ গোঁসাই, জগদানন্দ, দামোদর ;
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ;

---

১ এই লীলা বর্ণিয়াছেন—চৈতন্য ভাগবতে এই লীলা বর্ণিত নাই।

২ সরোবরে জলক্রীড়া ইত্যাদি—'স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা' পাঠও আছে।

পরিবেশন করে তাঁহা এই সাত জন ;
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
পুলিন ভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল ;
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর ;
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা স্থির।
প্রভু কহে 'মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ;
পিঠা পানা অমৃত গুটিকা দেহ ভক্তগণে'।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভায় ; (১)
তারে তারে সেই দেয়ায় স্বরূপ দ্বারায়।
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ;
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে।
যদ্যপি দিলেন, প্রভু তাঁরে করেন রোষ ;
বলে ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ।
পুনঃ আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ;
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ;
তার আগে কিছু খান, মনে এই ত্রাস।
স্বরূপ গোঁসাই ভাল মিষ্ট প্রসাদ লইঞা ;
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া :—
'এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন ;
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন' ?
এত বলি আগে কিছু করে সমর্পণ ;
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন।
এইমত দুই জন করে বার বার ;
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার।
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসায়েছেন পাশে ;
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাঁসে।

---

১ যার যেই ভায়—যিনি যাহা ভাল বাসেন।

সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম ;
স্নেহ করি বার বার করান্ ভোজন।
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম প্রসাদ আনি
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী :—
'কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব যত ব্যবহার ?
কাঁহা এই পরানন্দ ? করহ বিচার'।
সার্ব্বভৌম কহে 'আমি তার্কিক কুবুদ্ধি ;
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি।
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় ;
কাকেরে গরুড় করে ; ঐছে কোন্ হয় ?
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি ;
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি।
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে ?
কাঁহা এই সাধু সঙ্গ সমুদ্র তরঙ্গে' ?
প্রভু কহে 'পূর্ব্ব সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি ;
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি'।
ভক্ত মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে ;
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে।
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তের নাম লঞা
পিঠা পানা দেয়াইল প্রসাদ করিয়া।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বসিয়াছেন এক ঠাঁই ;
দুই জনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই।
অদ্বৈত কহে 'অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি ;
ভোজন করিলা, জানি হবে কোন্ গতি ?
প্রভু ত সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয় ;
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়।
'নান্ন দোষে নমস্করি' এই শাস্ত্র প্রমাণ ;
আমি ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমার দোষ স্থান।
জন্ম, কুল, শীলাচার না জানি যাহার ;
তার সঙ্গে এক পংক্তি বড় অনাচার'।

নিত্যানন্দ কহে 'তুমি অদ্বৈত আচার্য্য ;
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বাদে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য।
তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে ;
এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় নাহি মানে।
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন ;
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন' ?
এইমত দুইজন করে বোলাবোলি ;
ব্যাজ স্তুতি করে দুঁহে যেন গালাগালি।
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা ;
প্রসাদ দেয়ান্ কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া।
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি ;
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ।
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে ;
সবারে শ্রীহস্তে দিল মাল্য চন্দনে।
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন ;
গৃহ ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন।
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ;
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা।
ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ কিছু মাগি নিল ;
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা ;
ধোয়া পাখলা নাম হইল এক লীলা।
আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম ; (১)
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান।

---

১ জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম—প্রতি বর্ষে স্নান যাত্রার পর জগন্নাথ বিগ্রহের অঙ্গরাগ করা হয় ; এবং মন্দিরের সম্মুখে টাটি দিয়া আবরণ করিয়া অন্তরালে চিত্রকার্য্য হইতে থাকে। স্নান যাত্রা হইতে প্রায় এক পক্ষ কাল দর্শন বন্ধ থাকে। যে দিন শ্রীবিগ্রহের চক্ষুদান দিয়া টাটি খুলিয়া দেওয়া হয়, সে দিন যে উৎসব হয় তাহার নাম নেত্রোৎসব। ইহাকে টাটি ভাঙ্গা দর্শন বা নব যৌবন দর্শনও বলে।

পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু অদর্শনে ;
আনন্দিত হৈল জগন্নাথ দরশনে।
মহাপ্রভু সুখে সব লঞা ভক্তগণ
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন।
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া ;
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লইয়া।
প্রভুর আগে পুরী, ভারতী,—দুঁহার গমন ;
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন।
পাছে পাছে চলি যায় আর ভক্তগণ ;
উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন।
দর্শন লোভেতে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন ;
ভোগ মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন।
তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল ;
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল।
প্রফুল্ল কমল যিনি নয়ন যুগল ;
নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল।
বান্ধুলীর ফুল যিনি অধর সুরঙ্গ ;
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ।
শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;
কোটি ভক্ত নেত্র ভৃঙ্গ করে মধু পানে।
যত পিয়ে যত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর ;
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না যায় অন্তর।
এই মত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ;
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু জল, বহে অনুক্ষণ ;
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ।
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন ;
ভোগের সময় প্রভু করয়ে কীর্ত্তন।
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা ;
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভু লঞা আইলা।

প্রাতঃকালে রথ যাত্রা হইবে জানিয়া;
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া।
গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা সংক্ষেপে কহিল;
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণ ভক্তি হৈল।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচাগৃহ মার্জ্জনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥১৫৭॥

'সঃ' 'কৃষ্ণচৈতন্যঃ' 'জীয়াৎ' জয়যুক্তো ভূয়াৎ 'যঃ' চৈতন্যঃ 'শ্রীরথাগ্রে' জগন্নাথ দেবস্য রথ সম্মুখে 'ননর্ত্ত'। 'যেন' নর্ত্তনেন 'জগতাং' জগদ্বাসিনাং 'চিত্রং' বিস্ময়ঃ 'আসীৎ' জগন্নাথোঽপি' 'বিস্মিতঃ' অভূদিতি শেষঃ। ১৫৭।

যিনি জগন্নাথের রথাগ্রে নৃত্য করিয়া জগদ্বাসী লোক-দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্যে জগন্নাথ দেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন; সেই কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর জয় হউক! ॥ ১৫৭ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য! নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
জয় শ্রোতাগণ শুন করি এক মন;
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন।
আর দিনে মহাপ্রভু হঞা সাবধান;
রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান।

পাণ্ডু বিজয় (১) দেখিবারে করিল গমন ;
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন।
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ;
মহাপ্রভুরগণে করায় বিজয় দর্শন।
অদ্বৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ;
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন।
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী ; (২)
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি।
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন ;
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ।
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্ট ডোরী ;
দুই দিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি।
উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতে স্থানে স্থানে ;
এক তুলি হৈতে ত্বরায় আর তুলি আনে।
প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড ;
তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড।
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে ?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে।
'মহাপ্রভু ! মণিমা ! মণিমা !' করে ধ্বনি ;
নানা বাদ্য কোলাহলে কিছুই না শুনি।
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন ;
সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন।
চন্দনের জলে করে পথ নিসিঞ্চনে ;
তুচ্ছ সেবা করে ; বৈসে রাজসিংহাসনে !
উত্তম হইয়া করে তুচ্ছ সেবন ;
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন।
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে ;
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সেই সেবা হৈতে।

১ পাণ্ডু বিজয়—অর্থাৎ রথারোহণ জন্য শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে নির্গমণ।
২ দয়িতাগণ—পাণ্ডাগণ।

রথের সাজন দেখি লোকে চমৎকার!
নব হেমময় রথ সুমেরু আকার।
শত শত সুচামর দর্পণ উজ্জ্বল;
উপরে পতাকা শোভে! চাঁদোয়া নির্ম্মল!
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার রণিত;
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত।
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর;
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর।
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা; (১)
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া।
তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে;
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে।
সূক্ষ্ম শ্বেত বালু পথে পুলিনের সম;
দুই দিগে টোটা সব যেন বৃন্দাবন।
রথে চড়ি জগন্নাথ করিলা গমন;
দুই পার্শ্ব দেখি চলে আনন্দিত মন।
গৌড় (২) সব রথ টানে করিয়া আনন্দ;
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ।
ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে;
আপন ইচ্ছায় চলে না চলে কার বলে। (৩)
তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ;
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য চন্দন।
পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ;
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ;
শ্রীহস্ত স্পর্শে দুহার হইল আনন্দ।

---

১ পঞ্চদশ দিন—অর্থাৎ যে ১৫ দিন জগন্নাথ পরদার অন্তরালে ছিলেন।
২ গৌড়—গৌড় দেশীয় মল্ল।
৩ আপন ইচ্ছায়—অন্য পাঠ 'ঈশ্বর ইচ্ছায়'।

কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য চন্দন ;
স্বরূপ শ্রীবাস যাঁহা মুখ্য দুই জন।
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন ;
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন।
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া ;
চারি সম্প্রদায়ে দিল গায়ন বাঁটিয়া।
নিত্যানন্দাদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে ;
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান ;
আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালি গান :—
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ ;
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ। (১)
অদ্বৈতেরে তাঁহা নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল।
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ,
শ্রীরাম পণ্ডিত ; তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ।
বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায় ;
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ;
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন, আর দুই জন ;
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন।
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ;
হরিদাস, বিষ্ণু দাস, রাঘব, যাঁহা গায় ;
মাধব, বাসুদেব ঘোষ,—দুই সহোদর ;
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
কুলীন গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ ;
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।
শান্তিপুরের আচার্য্যের আর সম্প্রদায় ;
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সবে গায়।

---

১ শ্রীগোবিন্দানন্দ—'শ্রীলগোবিন্দ' ; 'শ্রীগোবিন্দ' এইরূপ পাঠও আছে।

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন ;
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।
জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায় ;
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়।
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল ;
যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল।
বৈষ্ণবের ঘটা মেঘে হইল বাদল ;
কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র জল।
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি ;
অন্যবাদ্যাদিক ধ্বনি কিছুই না শুনি।
সাত ঠাঁঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি ;
'জয় জগন্নাথ'! বলে হস্তযুগ তুলি।
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ ;
এককালে সাত ঠাঁঞি করিল বিলাস।
সবে কহে 'প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায় ;
অন্য ঠাঞি নাহি যান আমার দয়ায়'।
কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি ;
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যাঁর শুদ্ধ ভক্তি।
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত ;
সংকীর্ত্তন দেখি রথ করিল স্থগিত।
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময় ;
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়।
কাশী মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা ;
কাশীমিশ্র কহে 'তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা'।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি ;
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি।
যাঁরে কৃপা তাঁর, সে তাঁরে চিনিতে পারে ;
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে।
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন ;
সেইত প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন।

সাক্ষাৎ না দেয় দেখা, পরোক্ষেতে দয়া ;
কে বুঝিতে পারে চৈতন্য চন্দ্রের এই মায়া ?
সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র, দুই মহাশয় ;
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময়।
এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ ;
আপনে গায়েন, নাচান নিজ ভক্তগণ।
কভু এক মূর্ত্তি, কভু হয় বহু মূর্ত্তি ;
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি।
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান ;
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান।
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে ;
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে।
ভক্তগণ অনুভাবে নাহি জানে আন ;
শ্রীভাবগত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ। (১)
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য রঙ্গে ;
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে।
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ ;
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ।
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন ;
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ;
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ।
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ;
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল।
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ ;
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন ;
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন।

১। শ্রীভাগবতশাস্ত্র—যেমন রাসলীলার সময় গোপীগণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে 'কৃষ্ণ আমার নিকটেই আছেন'; ভক্তগণও সেইরূপ 'প্রভু আমার নিকটে' এইরূপ অনুভব করিলেন।

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়;
আর সব সম্প্রদায় চারিদিগে গায়।
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত;
ঊর্দ্ধ মুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টচত্বারিংশশ্লোক স্তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্য তৃতীয় বিলাসে একষষ্ঠ্যঙ্কধৃত মহাভারতঞ্চ

'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ' ॥ ১৫৮ ॥

'ব্রহ্মণ্যদেবায়' ব্রহ্মণ্যঃ বিষ্ণুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি তস্মৈ 'নমঃ' নমস্কারং করোমীত্যর্থঃ 'গোব্রাহ্মণ হিতায়' গবাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ হিতকারিণে; তথা 'জগদ্ধিতায়' জগৎবাসিনাং হিতকারিণে 'কৃষ্ণায়' 'গোবিন্দায়' 'নমো-নমঃ ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার! তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব ও গোব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের মঙ্গলদায়ক এবং গোবিন্দ; তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১৫৮ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাধিকশতাঙ্কধৃত মুকুন্দদেব বাক্যং—

'জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ' ॥ ১৫৯ ॥

'বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ' যদুবংশোজ্জ্বলকারী 'মেঘ শ্যামলঃ' মেঘবৎ শ্যামঃ কৃষ্ণবর্ণোঽস্যাস্তীতি। 'মুকুন্দঃ' মুক্তিং দদাতীতি। 'জয়তি জয়তি' মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ১৫৯ ॥

বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ ভগবান্ দেবকীনন্দন জয়যুক্ত হউন্! তাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যাম ও অঙ্গ সকল অতি কোমল; তাঁহার জয় হউক! তিনি ভূভার হরণকারী ও মুক্তিদাতা; তাঁহার জয় হউক! ॥ ১৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যধ্যায়ে চতুর্বিংশতি-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্ন ধর্ম্মং;
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং' ॥ ১৬০ ॥

'জননিবাসঃ' জনানাং নিবাসঃ আশ্রয়ঃ তেষু বা নিবসতি অন্তর্যামিতয়া যঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'জয়তি' সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কথম্ভূতঃ 'দেবকী জন্মবাদঃ' দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদঃ বাদমাত্রং অপবাদো যস্য সঃ; 'যদুবরপরিষৎ' যদুবরা যদুবংশীয়ানামিত্যর্থঃ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য সঃ; লীলার্থং 'স্বৈঃ' স্বকীয়ৈঃ 'দোর্ভিঃ' বাহুভিঃ 'অধর্ম্মং' 'অস্যন্' ক্ষিপন্ দূরীকুর্ব্বন্ সন্ ইত্যর্থঃ 'স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ' স্থিরচরাণাং বৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমাদীনং বৃজিনং দুঃখং হন্তি যঃ সঃ যদ্বা স্থির চরাণাং জীবানাং বৃজিনং পাপং হন্তি যঃ সঃ; 'সুস্মিত শ্রীমুখেন' সুস্মিতেন মন্দহাস্যযুক্তেন শ্রীমতা মুখেন 'ব্রজপুর বনিতানাং' ব্রজ বনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ 'কামদেবং' কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজীগষতে সংসারমিতি দেবশ্চ তং ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ 'বর্দ্ধয়ন্' সন্ ॥ ১৬০ ॥

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্যামীরূপে বাস করিতেছেন; 'দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন' এই কথা যাঁহার অপবাদ; যদুবংশীয়দিগের পরিষৎ যাঁহার সেবকরূপা; যিনি স্বকীয় বাহুবলে অধর্ম্ম বিনাশ করিয়াছেন; যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখাপহারী; এবং যিনি শ্রীমুখের মন্দ হাস্য দ্বারা

ব্রজবধূ ও পুরবধূদিগের অনঙ্গোৎসব বর্দ্ধন করেন; সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৬০ ॥

তথাহি পদ্যাবল্ল্যাং ত্রিষষ্ঠিতমাঙ্কধৃতঃ শ্রীসার্ব্বভৌমোক্ত শ্লোকঃ—

'নাহং বিপ্রো নচ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো র্দাসদাসানুদাসঃ' ॥ ১৬১ ॥

'অহং' 'বিপ্রঃ' বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ 'ন' 'নরপতিঃ' 'ন' 'বৈশ্যঃ' 'ন' 'শূদ্রঃ' 'ন' 'বর্ণী' ক্ষত্রিয়ঃ 'ন' 'গৃহপতিঃ' গৃহস্থঃ 'ন' 'বনস্থঃ' বানপ্রস্থঃ 'বা' অথবা 'যতিঃ' ভিক্ষুঃ 'নো' ন স্যামিত্যর্থঃ। 'কিন্তু' 'গোপীভর্ত্তুঃ' গোপাঙ্গনানাং স্বামিনো নন্দনন্দনস্য 'পদকমলয়োঃ' 'দাসদাসানুদাসঃ' দাসানাং দাসাস্তেষামনু দাসোঽহমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতস্য গোপীভর্ত্তুঃ 'প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধেঃ' প্রোদ্যৎ উন্মীলৎ নিখিল পরমানন্দানাং যৎ পূর্ণামৃতং তস্য অব্ধেঃ সমুদ্রস্য ॥ ১৬১ ॥

আমি বিপ্র নই, রাজাও নই; বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, অথবা গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা যতী, এ সকলের কিছুই নই; কিন্তু নিখিল পরমানন্দের যিনি পূর্ণ প্রকাশ ও পরিপূর্ণ অমৃতসাগর; সেই গোপীবল্লভের দাসদিগের দাসানুদাস হই ॥ ১৬১ ॥

এত পড়ি প্রভু পুনঃ করিল প্রণাম;
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্।
উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত (১) আকার।

---

১ অলাত আকার—কোন পুথিতে 'অনাথ আকার' এই পাঠ আছে। অলাত—দগ্ধ অঙ্গার।

নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল ;
সসাগর শৈল মহী করে টলমল।
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ ;
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য।
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায় ;
সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ধরণী লোটায়।
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হাত পসারিয়া ;
প্রভুরে ধরিতে বুলে আশপাশ ধাঞা।
প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার ;
'হরিবোল হরিবোল' বলে বার বার।
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল ;
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল।
কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ;
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয় আবরণ।
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ;
মণ্ডল হইয়া করে লোক নিবারণ।
হরিচন্দনের (১) স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া ;
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া।
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন ;
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন।
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস
হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে 'হও এক পাশ'।
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে ;
বার বার ঠেলে ; তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে।
চাপড় মারিয়া তাঁরে কৈল নিবারণ ;
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈল সে হরিচন্দন।
ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে ;
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তাঁরে।

---

১ হরিচন্দন—উৎকল রাজের প্রধান অমাত্য।

'ভাগ্যবান্ তুমি, ইহার হস্ত স্পর্শ পাইলা ;
আমার ভাগ্যে নাহি ; তুমি কৃতার্থ হইলা'।
প্রভু নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার ;
অন্য আছুক, জগন্নাথের আনন্দ অপার।
রথ স্থির কৈল ; আগে না করে গমন ;
অনিমিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন।
সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস ;
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখেতে হাঁস।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ;
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল।
মাংস ব্রণ সহ রোম বৃন্দ পুলকিত ;
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ;
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়।
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম ;
জ জ, গ গ, জ জ, গ গ, গদ্গদ বচন।
জল যন্ত্র ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল ;
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল।
দেহ কান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ ;
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম।
কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লোটায় ;
শুষ্ক কাষ্ঠ সম পদ হস্ত না চলয়।
কভু ভূমি পড়ি প্রভু শ্বাস হয় হীন ;
যাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ।
কভু নেত্র নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন ;
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্ব বহে যেন।
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান ;
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত তিহোঁ মহা ভাগ্যবান্।
এই মত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ ;
ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন।

তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিলা ;
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিলা।

তথাহি পদং

'সেই ত পরাণনাথ পাইনু ;
যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু' ॥ ধ্রু ॥১৬২ ॥

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর ;
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর।
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ;
আগে নৃত্য করি চলেন শচীর নন্দন।
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে গায় ;
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায়।
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয় ;
শ্রীহস্ত যুগলে করে গীত অভিনয়।
গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে ;
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে।
এইমত গৌর শ্যাম দোঁহে ঠেলাঠেলি ;
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী।
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর ;
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্ল্যাং অশীত্যধিক ত্রিশতাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকা বচনং

'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত মালিতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎ কণ্ঠ্যতে'॥১৬৩॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৬ শ্লোকে ৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৬৩ ॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার ;
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার।
এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ;
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপ আখ্যান।
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন।
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল ;
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল।
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন ;
'সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ;
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ।
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতি, ঘোড়া, রথধ্বনি ;
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিকনাদ শুনি।
ইহাঁ রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রগণ ;
তাহাঁ গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বদন।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন ;
সেই সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।
আমা লয়ে পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে ;
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে'॥
ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা বচন ;
পূর্ব্বে তাহা সূত্র মধ্যে করিয়াছি বর্ণন।
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক ;
সে সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক।
স্বরূপ গোঁসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার ;
শ্রীরূপ গোঁসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার।
স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন ;
নৃত্য মধ্যে সেই শ্লোক করেন্ পঠন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি গোপীবাক্যং

'আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্য মগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ' ॥ ১৬৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৮ শ্লোকে ১০পৃঃ দেখ ॥ ১৬৪ ॥

অস্যার্থঃ যথা রাগঃ।

'অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি;
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাও যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন!
ব্রজ আমার সদন, তাহে তোমার সঙ্গম
না পাইলে, না রবে জীবন ॥ ধ্রু ॥
পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, (১)
যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায়;
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জ্ঞান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়।
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি নারি কাড়িবারে;
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, (২) লোক হাঁসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে।

১ এবে সাক্ষাৎ আমারে—কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিতা হইয়া বলিতেছেন। মহাপ্রভু রাধিকাবাক্যে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতেছেন। এই ত্রিপদী গুলিতে পূর্ব্বোক্ত ১৬৪ শ্লোকের মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২ তারে ধ্যান শিক্ষা কর—আমার যে মনকে যত্ন করিয়াও বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি না; তাহাকে তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কেবল হাস্যাস্পদ মাত্র। অর্থাৎ

নহে গোপী যোগেশ্বর! তোমার পদকমল,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ;
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি গোপীর আর বাড়ে রোষ।
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসার কূপ কাঁহা তার?
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার;
বিরহ সমুদ্র জলে, কাম তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে লহ তার পার।
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা;
সে ব্রজের ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ—
বড় চিত্র! কেমনে পাসরিলা?
বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ—
তুমি, তোমায় নাহি দোষাভাস;
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজ জন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস।
না গণি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ
ব্রজ জনের হৃদয় বিদরে;
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেন জীয়াও দুঃখ সহিবারে? (১)
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়;
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়?

আমরা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের উপযুক্তা নহি; আমরা কেবল তোমার নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রেম চাই।

১ কেন জীয়াও ইত্যাদি—হয় ব্রজবাসীদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলাও; না হয় ব্রজে গমন করিয়া তাহাদিগের জীবনদান কর; দর্শন না দিয়া দুঃখ দিবার জন্য এরূপে কেন জীবিত রাখিয়াছ জানিনা।

তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ ;
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজপদ'।

পুনর্যথারাগেণ।

'শুনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন ;
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করেন্ কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন।
প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্য বচন ;
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ জানে কোন জন ?॥ ধ্রু ॥
ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণ সম ;
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন।
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ;
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূর দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দৈব প্রবল।
প্রিয়া প্রিয় সঙ্গ হীনা, প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এসত্য প্রমাণ ;
"মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,"
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ।
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয় হিতে ;
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে।

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি;
তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ যাই যদু পুরী,
তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি।
মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল;
লুকাইয়া আমা আনে, ক্রীড়া করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ (১) আনিবে সত্বর।
যাদবের বিপক্ষ, দুষ্ট যত কংস পক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়;
আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাম জানিহ নিশ্চয়।
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা;
যেবা স্ত্রী পুত্র ধন, করি রাজ্য আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া।
তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে;
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজ বধূ তোমা সনে,
বিলাসিব রজনী দিবসে'
এত তাঁরে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল;
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রতীতি হইল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে গোপীঃপ্রতি কৃষ্ণ বাক্যং

'ময়ি ভক্তি হি ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ' ॥ ১৬৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৮০ শ্লোকে ১০০ পৃঃ দেখ।

১ প্রকটেহ আনিবে সত্বর—আমার দেহান্তর্ধানেও তোমার সহিত মিলিত হইব।

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ;
রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে।
নৃত্য কালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ মুখ চাঞা।
স্বরূপ গোঁসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন ;
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায় বাক্য মন।
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ ;
আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন।
ভাবা বেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া ;
তর্জ্জনীতে ভূমি লিখে অধোমুখ হঞা।
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর ;
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর।
প্রভু ভাব অনুরূপ স্বরূপের গান ;
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান।
শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ কমল ;
তাহার উপর সুন্দর নয়ন যুগল।
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝল মল ;
মাল্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিমল।
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ সিন্ধু উথলিল ;
উন্মাদ ঝঞ্ঝনাবাত তৎক্ষণে উঠিল।
আনন্দ উন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ ;
নানা ভাব সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ।
ভাবোদয়, ভাব শান্তি, সন্ধি সাবল্য ;
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী স্বভাব প্রাবল্য।
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল ;
ভাব পুষ্প দ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল।
দেখিতে লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন ;
প্রেমামৃত বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চে সবার মন।
জগন্নাথ সেবক, যত রাজ পাত্রগণ,
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ;

প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার!
কৃষ্ণ প্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার।
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল;
নৃত্যে নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল।
অন্যের কি কায, জগন্নাথ হলধর
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলিলা মন্থর।
কভু সুখে নৃত্য রঙ্গ দেখে রথ রাখি;
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী।
এই মত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে;
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে।
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল;
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল।
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার;
'ছিছি! বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার!
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান;
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি ছিলা অন্য স্থান'।
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবনে;(১)
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে, মিলিবার মনে।
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান;
বাহ্যে কিছু রোষাভাষ কৈলা ভগবান্।
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে 'তুমি না কর সংশয়।

---

১ হাড়ির সেবনে—রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের রথাগ্রে অতি দীন বেশে হাড়ির ন্যায় সেবা করিতেছিলেন অর্থাৎ ঝাঁট দিতে দিতে যাইতেছিলেন; তাহা দেখিয়া চৈতন্য প্রভু যদিও তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু পাছে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার মন না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া বিষয়ীর সহিত মিলিত হইয়া ভোগাভিলাষী হইয়া যায় এই ভয়ে বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিলেন। অভিপ্রায় এই যেন কেহ কখন বিষয়ীর সংস্পর্শ না করে।

'তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন ;
তোমা লক্ষ্য করি শিক্ষায়েন নিজগণ।
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন ;
সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন।'
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হঞা ;
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া।
ঠেলিতে চলিল রথ হুড় হুড় করি ;
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে হরি হরি।
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে ;
বলদেব সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে।
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথাগ্রে আইলা ;
জগন্নাথ আগে নৃত্য করিয়া চলিলা।
চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডি স্থানে ; (১)
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে।
বামে বিপ্র শাসন নারিকেল বন ;
ডাহিনেতে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন।
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ ;
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন।
সেই স্থলে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম ;
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন।
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ ;
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ।
রাজা, রাজমহিষী বৃন্দ, পাত্র মিত্রগণ ;
নীলাচল বাসী যত ছোট বড় জন ;
নানা দেশের যাত্রিক, দেশী যত জন;
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ।

১ বল গণ্ডি স্থানে—জগন্নাথ মন্দির ও গুণ্ডিচামন্দিরের প্রায় মধ্যপথে এই স্থান ; ইহার এক দিকে জগন্নাথ বল্লভ নামক পুষ্পোদ্যান ও অপর দিকে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সজ্জনের নিবাস ভূমি। এখানে জগন্নাথের মাসীর বাটী আছে ; মাসীর নিকট খুদের পিঠা না খাইয়া জগন্নাথদেব গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করেন না।

আগে, পাছে, দুই পার্শ্বে, উদ্যানের বনে,
যেই যাঁহা পায়, লাগায় নাহিক নিয়মে।
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈল ;
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা ;
পুষ্পোদ্যান গৃহ পিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া।
নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম ;
সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন।
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম ;
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম।
এইত কহিল প্রভুর মহা সংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন।
এই লীলা মহাপ্রভুর গোঁসাঞি শ্রীরূপ
বর্ণিয়াছেন উত্তম করি অতি অপরূপ। (১)

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে সপ্তম শ্লোকে
শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

'রথারূঢ়স্যারাদধিপদবী নীলাচলপতে
রদভ্র প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ
সহর্ষং গায়ন্তিঃ পরিবৃত তনু র্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মেপুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং'। ১৬৬।

'সঃ' 'চৈতন্যঃ' 'মে' মম 'দৃশোঃ' নেত্রয়োঃ 'পদং' গোচরং 'পুনরপি' 'যাস্যতি' 'কিং'? কীদৃশঃ 'রথারূঢ়স্য' 'নীলাচল পতেঃ' জগন্নাথস্য 'আরাৎ' নিকটে 'অধিপদবী' অধিপদং অধিষ্ঠান মস্যাস্তীতি অবস্থান কারী পুনঃ 'অদভ্র প্রেমোর্ম্মি স্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ' অদভ্রং অনল্পং প্রভূত মিত্যর্থঃ প্রেম তস্য উর্ম্মিণা তরঙ্গেন স্ফুরিতং প্রকটীকৃতং যৎ নটনং নর্ত্তনং

১ এই লীলা ইত্যাদি—অন্য গ্রন্থে এই পয়ারের বিভিন্ন পাঠ আছে, যথাঃ—
'রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ;
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপ গোঁসাঞি করিয়াছেন বর্ণন'।

তস্য উল্লাসেন আনন্দেন বিবশঃ অবশাঙ্গ ইত্যর্থঃ পুনঃ 'সহর্ষং' যথ্যাস্যাৎ তথা গায়ন্তিঃ কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তিঃ 'বৈষ্ণব জনৈঃ' স্বগণৈঃ 'পরিবৃততনুঃ' পরিবৃতা তনু র্যস্য সঃ ॥ ১৬৬ ॥

যিনি প্রভূত প্রেম তরঙ্গে ভাসমান হইয়া নীলাচলপতির রথাগ্রে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িতেন; এবং যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে সংকীর্ত্তন করিতেন; সেই চৈতন্য দেব আর কি আমার নয়ন গোচর হইবেন? ॥ ১৬৬ ॥

ইহা যেই শুনে সেই শ্রীচৈতন্য পায়;
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয়।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মী বিজয়োৎসবং।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃপ্রেম্না ননর্ত্ত সঃ।১৬৭

'সঃ' 'গৌরঃ' 'আত্মবৃন্দৈঃ' নিজগণৈঃ সহ 'শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং' লক্ষ্মীদেব্যাঃ বিজয়োৎসবং নাম পর্ব্বং 'পশ্যন্' সন্ 'গোপীরসোল্লাসং' গোপিকানাং কেলিকৌতুকং 'শ্রুত্বা' 'হৃষ্টঃ' সন্ 'প্রেম্না' প্রেমানন্দেন 'ননর্ত্ত'। ১৬৭।

গৌরচন্দ্র নিজভক্ত গণের সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করিয়া এবং গোপীদিগের রসকৌতুক শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ও প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥১৬৭॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য!
জয় জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য!
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ!
জয় শ্রোতাগণ! যার গৌর প্রাণধন।
এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে;
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে।
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ;
একলা বৈষ্ণব বেশে করিল প্রবেশ।
সব ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড় হাত হঞা;
প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া।
আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন;
নৃপতি বৈকুল্যে করে পাদ সম্বাহন। (১)
রাস লীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন;
'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় করেন পঠন; (২)
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার;
বোল বোল বলি প্রভু বলে বার বার।
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল;
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল।
'তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন;
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন'।
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার;
দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জল ধার।

---

১ বৈকুল্যে—'নৈপুণ্যে' পাঠও আছে।

২ জয়তি তেঽধিকং পঠন—ইহার পর নৃত্যলাল শীলের পুস্তকে 'জয়তি তে' শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু অন্য অন্য পুঁথিতে তাহা দেখা গেল না। শ্লোকটী এইঃ—

'জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্ত্বয়িধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।

ভাগবত ১০ স্কঃ ৩১ অঃ ১ শ্লোঃ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভি রীড়িতং কল্মষাপহং
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ' ॥১৬৮॥

'যে' 'জনাঃ' 'তব' 'কথামৃতং' কথৈব অমৃতং 'ভুবি' পৃথিব্যাং 'আততং' বিস্তারিতং যথা ভবতি তথা 'গৃণন্তি' নিরূপয়ন্তি কর্ণাভ্যাং পায়য়ন্তীত্যর্থঃ তে 'ভূরিদাঃ' বহু দাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ যদ্বা 'ভূরিদাঃ' পূর্ব্ব জন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিন ইত্যর্থঃ কথ ম্ভূতং কথামৃতং 'তপ্ত জীবনং' তপ্তানাং সন্তাপিতানাং জীবনস্বরূপং পুনঃ 'কবিভিঃ' ব্রহ্মবিদ্ভিঃ অপি 'ঈড়িতং' স্তুতং দেব ভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তচ্ছীকৃতং পুনঃ 'কল্মষাপহং' পাপনাশকং কাম কর্ম্ম নিরসন মিত্যর্থঃ পুনঃ 'শ্রবণ মঙ্গলং' শ্রবণ মাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং কিঞ্চ 'শ্রীমৎ' সুশান্তং তত্তু মাদকং। এতদুক্তং ভবতি যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে ঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুন র্যে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি। ১৬৮।

হে প্রিয়! তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের সংপূজিত, এবং পাপনাশক; উহা শ্রবণে মঙ্গল হয় এবং উহা শান্তিপ্রদ; পৃথিবীতলে বিস্তারিতরূপে যাঁহারা তাহা পান করান্ তাঁহারাই ভূরিদ অর্থাৎ (বহুদান করিয়া থাকেন) এবং ধন্য ॥ ১৬৮ ॥

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন;
ইহা নাহি জানে ইহো হয় কোন্ জন?
পূর্ব্ব সেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল;
অনুসন্ধান বিনা কৃপাপ্রসাদ করিল।
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল;
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল।

প্রভু বলে 'কে তুমি? করিলা মোর হিত;
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ লীলামৃত'।
রাজা কহে 'আমি তোমার দাসের দাস;
ভৃত্যের ভৃত্য কর এই মোর আশ'।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল;
'কারে না কহিবে' এই নিষেধ করিল।
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ;
অন্তরে সকল জানেন বাহিরে উদাস'।
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে;
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে।
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা;
যোড় হস্ত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা।
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু লঞা ভক্তগণ;
বাণী নাথ প্রসাদ লঞা কৈলা আগমন।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া;
প্রসাদ পাঠাইলা রাজা বহুত করিয়া।
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত;
নিসকড়ি (১) প্রসাদ আইল যার নাই অন্ত।
ছেনা পানা পাকা (২) আম্র নারিকেল কাঁঠাল;
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল।
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপুর;
বাদাম, ছোয়ারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর;
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার;
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার।
অমৃত মণ্ডা ছানা বড়া আর কর্পূর কুপী;
রসামৃত, সর ভাজা আর সরপুপী।
হরি বল্লভ, সেবতী, কর্পূর মালতী;
ডালিম, মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতী।

১ নিসকড়ি—সকড়ি বা পক্ক দ্রব্য ব্যতীত।
২ পাকা আম্র—অন্য পাঠ 'পৈড় আম্র'।

পদ্মচিনি, চন্দ্র কান্তি, খাজা খণ্ডসার;
বিয়ড়ি কদমা তিলখাজার প্রকার।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার;
ফুল ফল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার। (১)
দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী;
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।
লেম্বু কুলি আদি নানা প্রকার আচার;
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন;
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন।
'এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন';
এই সুখে মহাপ্রভুর যুড়ায় নয়ন।
কেয়াপাত্র দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ সাত;
একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত।
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায়;
তা সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়।
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইলা;
পরিবেশন করিবারে আপনি লাগিলা।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন;
স্বরূপ গোঁসাই তবে কৈল নিবেদন।
'আপনি বৈসুন প্রভু ভোজন করিতে;
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে'।
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা;
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পুরিয়া।
ভোজন করি বসিলা সবে করি আচমন;
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন।

---

১ খণ্ডের বিকার—একখানি প্রাচীন পুঁথিতে ইহার পর এই পয়ারটী আছেঃ—
'নানা বিধ পক্ক অন্ন অতি সুমধুর; চিনি পাক করি তাহে প্রচুর কর্পূর।' কিন্তু পূর্ব্বে যখন নিসকড়ি প্রসাদ বলা হইয়াছে, তখন পক্কান্ন না থাকার সম্ভব।

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে ;
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করায় ভোজনে।
কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি ;
'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি।
'হরিবোল' বলি কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায় ;
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়।
ইহা জগন্নাথের রথ চলন সময় ;
গৌড় সব রথ টানে আগে নাহি যায়।
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিল ;
পাত্র মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইল।
মহামল্লগণ দিল রথ চালাইতে ;
আপনি লাগিল ; রথ না পারে টানিতে।
ব্যগ্র হৈয়া আনি রাজা মত্ত হস্তীগণ ;
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন।
মত্ত হস্তীগণ টানে যত তার বল ;
একপদ না চলে রথ হইল অচল।
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লৈয়া ;
মত্ত হস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া।
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার ;
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার।
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ;
নিজগণে রথের কাছি টানিবারে দিল।
আপনি রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ;
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া।
ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায় ;
আপনি চলিল রথ টানিতে না হয়।
আনন্দে করয়ে লোক 'জয় জয়' ধ্বনি ;
'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি।
নিমিষেতে গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার ;
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার।

'জয় গৌরচন্দ্র'! 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'!
এইমত কোলাহল করে লোক ধন্য।
দেখিয়া প্রতাপ রুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে;
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে।
পাণ্ডু (১) বিজয় তবে করে সেবক গণে;
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসনে।
সুভদ্রা বলরাম নিজ সিংহাসনে আইলা;
জগন্নাথের স্নানভোজন হইতে লাগিলা।
আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ;
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন।
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল;
দেখি সব লোক প্রেম সাগরে ভাসিল।
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল;
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল।
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল;
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল।
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিনে;
এক এক দিন করি করিল বণ্টনে।
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল;
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল।
এক দিনে নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি;
এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি।
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখে জগন্নাথ;
সংকীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাত।
কভু অদ্বৈত নাচায় কভু নিত্যানন্দ;
কভু হরিদাস নাচায় কভু অচ্যুতানন্দ।
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে;
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে।

---

১ পাণ্ডুবিজয়—রথ হইতে অবতরণ করিয়া গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথ দেবের যাত্রা করার নাম পাণ্ডুবিজয়।

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান ;
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান।
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা এই হৈল জ্ঞানে ;
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে।
নানোদ্যানে ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবন লীলা ;
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে করে জল খেলা। (১)
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া ;
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া।
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল ;
জল মণ্ডুক বাদ্যসনে বাজায় করতল।
দুই দুই জনে মেলি করে জলরণ ;
কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন।
অদ্বৈত নিত্যানন্দে জল ফেলাফেলি ;
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি।
বিদ্যানিধির জল কেলি স্বরূপের সনে ;
গুপ্ত দত্ত জলকেলি করে দুই জনে।
শ্রীবাস সহিত জল খেলে গদাধর ;
রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায় ;
গাম্ভীর্য্য গেল দুঁহার হৈল শিশু প্রায়।
মহাপ্রভু দুঁহাকার চাঞ্চল্য দেখিয়া ;
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাঁসিয়া :—
'পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন ;
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন'।
গোপীনাথ কহে 'তোমার কৃপা মহা সিন্ধু ;
উছলিত হয় যবে তার এক বিন্দু ;
মেরু মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই খণ্ড শৈল, ইহার কি কথা ?

১ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে—গুণ্ডিচা মন্দিরের অনতিদূরে এই সরোবর প্রতিষ্ঠিত ; জগন্নাথ বিগ্রহ প্রকাশক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের খোদিত বলিয়া ইহা তাঁহারই নামে পরিচিত।

'শুষ্কতর্ক ধূলি খাইতে জন্ম গেল যার ;
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার' !
হাঁসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল ;
জলের উপরে তাঁরে শেষ শয্যা কৈল।
আপনি তাঁহার উপর করিল শয়ন ;
শেষশায়ী লীলা প্রভু কৈল প্রকটন।
অদ্বৈত নিজ শক্তি প্রকট করিয়া ;
মহা প্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া।
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ ;
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পুরী ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ;
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন।
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল ;
মহাপ্রভুর গণ সেই প্রসাদ খাইল।
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন ;
নিশিতে উদ্যানে আসি করিলা শয়ন।
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন ;
প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া ;
বৃন্দাবন বিহার করেন ভক্তগণ লঞা।
বৃক্ষ বল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে ;
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে।
প্রতি বৃক্ষ তলে প্রভু করেন নর্ত্তন ;
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন।
এক এক বৃক্ষ তলে এক এক গায় ;
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়।
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে ;
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে।
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায় ;
দিগ্বিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়।

MAHARAJAH'S LIBRARY
20 AUG 1891
COOCH BEHAR.

এইমত কতক্ষণ করি বন লীলা ;
নরেন্দ্র সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা।
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইল উদ্যানে ;
ভোজন লীলা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে।
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ;
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাথ।
জগন্নাথ বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম ;
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম।
হোরা পঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া ; (১)
কাশীমিশ্রে কহে রাজা যত্ন করিয়া :—
'কল্য হোরা পঞ্চমী হবে লক্ষ্মীর বিজয় ;
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়।
মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ;
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার।
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ;
চিত্র বস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র চামরে।
ধ্বজ বৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডন ;
নানা বাদ্য নৃত্যে দোলা করহ সাজন।
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ;
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার।
সেইত করিহ প্রভু লঞা ভক্তগণ
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যেন করেন দর্শন'।
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ;
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা (২)।

---

১ হোরাপঞ্চমী—রথ যাত্রার পর পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব হয়। জগন্নাথ মন্দিরে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ আছে ; জগন্নাথ মন্দির হইতে গুণ্ডিচাতে ব্রজবিহার করিতে গেলে লক্ষ্মী ক্রোধাবেশে সাজসজ্জা করিয়া দাসী সঙ্গে মন্দির হইতে বাহির হন ও জগন্নাথের সেবকগণকে তিরস্কার ও প্রহার করিয়া বন্ধন করেন। সেবকগণ ২।৪ দিন পরে জগন্নাথকে আনিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দেন।

২ সুন্দরাচল—যেখানে গুণ্ডিচা মন্দির অবস্থিত তাহার নাম সুন্দরাচল ; এবং যেখানে

নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে ;
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে।
কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া
স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা।
রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ;
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল :—
'যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারিকা বিহার ;
সহজ প্রকট করে পরম উদার ;
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার।
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ ;
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন।
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল ;
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল।
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রিদিনে ;
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে"?
স্বরূপ কহে 'শুন প্রভু কারণ ইহার ;
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার।
বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ;
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন'।
প্রভু কহে 'যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন ;
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন।
গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে ;
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ ;
তবে কেন লক্ষ্মী দেবী করে এত রোষ'?
স্বরূপ কহে 'প্রেমবতীর এইত স্বভাব ;
কান্তের ঔদাস্য ভাবে হয় ক্রোধভাব'।

জগন্নাথের নিত্য মন্দির স্থিত তাহার নাম নীলাচল। গুণ্ডিচার বেদি যজ্ঞ বেদি ও নীলাচলের বেদি রত্নবেদি নামে অভিহিত।

হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন
সুবর্ণের চৌদলা করিয়া আরোহণ ;
ছত্র চামর ধ্বজা পতাকারগণ ;
নানাবাদ্য—আগে নাচে দেব দাসী গণ।
তাম্বুল সম্পুট ঝারি ব্যজন চামর ;
সাতে দাসী শত যার দিব্য ভূষাম্বর ;
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার ;
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার।
জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণ ;
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধন।
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ;
চোরে দণ্ড করে যেন—লয় নানা ধনে।
অচেতনবৎ তার করেন ভাড়নে ;
নানা মত গালি দেন ভণ্ড বচনে।
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া
হাঁসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া।
দামোদর কহে 'ঐছে মানের প্রকার ;
ত্রিজগতে কভু দেখি শুনি নাই আর।
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ ;
ভূমে বসি নখে লেখে মলিন বদন।
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এই বিধ মান ;
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান।
ইহো সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া ;
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজিয়া'।
প্রভু কহে 'কহ ব্রজের মানের প্রকার'।
স্বরূপ কহে 'গোপীমান নদী শত ধার।
নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্তি, বহু ভেদ ;
সেই ভেদে নানা প্রকার মানের উদ্ভেদ ;
সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন ;
এক দুই ভেদে করাই দিগ্‌দরশন।

'মানে কেহ হয় ধীরা, কেহ ত অধীরা ;
এই তিন ভেদে কেহ হয় ধীরাধীরা।
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান ;
নিকটে আসিতে করে আসন প্রদান।
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন ;
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন।
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ ;
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয় নিরসন। (১)
অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন ;
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন।
ধীরাধীরা বক্র বাক্যে করে উপহাস ;
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস।
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধী বিভেদ।
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন ;
কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন।
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ ;
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ।
কেহ প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহ হয় সমা ;
স্ব স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম সীমা।
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ ;
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ'।
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ;
'কহ কহ দামোদর' বলে বার বার।
দামোদর কহে 'কৃষ্ণ রসিক শেখর' ;
রস আস্বাদক, রসময় কলেবর।
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন ;
শুদ্ধ প্রেম রসগুণে গোপিকা প্রবীণ।

---

১ সোল্লুণ্ঠ বাক্যে...নিরসন—পরিহাস বাক্যে প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান করে।

'গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ;
অতএব করে কৃষ্ণের পরম সন্তোষ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষড়্-বিংশতি শ্লোকে পরিক্ষীতং প্রতি শুকদেব বাক্যং

'এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্য কামোঽনুরতা বলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথা রসাশ্রয়াঃ' ॥ ১৬৯ ॥

'সঃ' 'সত্যকামঃ' সত্যসংকল্পঃ 'অনুরতাবলাগণঃ' অনুরতঃ অনুরক্তঃ অবলাগণঃ স্ত্রীগণঃ যস্মিন্ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'আত্মনি' অন্তর্মনসি 'অবরুদ্ধসৌরতঃ' অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ কন্দর্পঃ যেন তাদৃশঃ সন্ 'এবং' প্রকারেণ 'সর্ব্বাঃ' নিশাঃ' 'সিষেব' সেবিতবান্ কথম্ভূতাঃ নিশাঃ 'শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ' শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসা স্তেষামাশ্রয়ভূতাঃ পুনঃ 'শশঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ' চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলাঃ ॥ ১৬৯ ॥

সেই সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে কন্দর্প রোধ করিয়া সেই সকল জ্যোৎস্নাময়ী এবং কবি বর্ণিত রসভাব-পূর্ণা শারদীয় নিশায় অনুরক্তা স্ত্রীদিগের সহিত এই প্রকারে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৬৯ ॥

'বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা এক গণ;
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন।
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী;
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন খনি।
বয়সে মধ্যমা তিঁহ স্বভাবেতে সমা;
গাঢ় প্রেমভাব তিঁহ নিরন্তর বামা।
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর;
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর'।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতো রহেতোশ্চ যূনো র্ম্মান উদঞ্চতি' ॥ ১৭০ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৮৬ শ্লোকে ১৬৩-১৬৪ পৃঃ দেখ ॥ ১৭০ ॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ সাগর;
'কহ কহ' কহে প্রভু; বলে দামোদর।
'অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম;
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যৈছে দগ্ধবান্ হেম।
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে;
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে।
অষ্ট সাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারি আর;
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার।
কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত;
বির্ব্বোক মোট্টাইত আর মৌগ্ধ্য চকিত।
এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ;
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণ সুখাদি তরঙ্গ।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ;
যে ভাব ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ মন।
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন
দান ঘাটী পথে; যবে বর্জ্জেন গমন;
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে;
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে;
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম;
প্রথমে হর্ষ সঞ্চারি মূল কারণ।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে এক সপ্ততিশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয় ক্রুধাং
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং' ॥ ১৭১ ॥

'গর্ব্বাভিলাষরুদিত স্মিতাসূয়া ভয় ক্রুধাং' গর্ব্বঃ অহঙ্কারঃ অভিলাষঃ বাসনা রুদিতং রোদনং স্মিতং মন্দহাস্যং অসূয়া গুণেষু দোষারোপঃ ভয়ং ক্রুধ্ ক্রোধঃএষাং সপ্তানাং 'হর্ষাৎ' দর্শনানন্দাৎ হেতোঃ 'সঙ্করীকরণং' সমীকরণং 'কিলকিঞ্চিতং' সংজ্ঞকং কথ্যতে ইতিশেষঃ ॥ ১৭১ ॥

প্রিয়ের দর্শনানন্দ হেতু নায়িকার মনে গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের সামঞ্জস্য হইয়া যে ভাবোদ্গম হইয়া থাকে তাহার নাম কিলকিঞ্চিত ॥১৭১ ॥

'আর সাত ভাব আসি সুহৃজে মিলয় ;
অষ্ট ভাব সংমিলনে মহাভাব হয়।
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক রুদিত ;
ক্রোধ, অসূয়া, সহ আর মন্দ স্মিত।
নানা স্বাদু অষ্ট ভাব একত্র মিলন ;
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন।
দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরিচ, কর্পূর,
এলাচি মিলনে যৈছে রসালা মধুর।
এইভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন ;
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ'।

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃকুঞ্চতী
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ'॥১৭২॥

'রাধায়াঃ' 'কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী' কিলকিঞ্চিতভাবেন স্তবকিনী পুষ্পস্তবক সদৃশা 'দৃষ্টিঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'শ্রিয়ং' মঙ্গলং 'ক্রিয়াৎ' কুর্য্যাৎ; কথম্ভূতায়াঃ রাধায়াঃ 'মাধবেন' কৃষ্ণেন 'পথি' মার্গে 'রুদ্ধায়াঃ' বাহুভ্যাং গমন রোধিতায়াঃ। কথম্ভূতা দৃষ্টিঃ 'অন্তঃ' মনসি 'স্মেরতয়া' মন্দহাস্যতয়া করণয়া

'উজ্জ্বলা' প্রফুল্লিতা; পুনঃ 'জলকণ ব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাঙ্কুরা' নেত্রজলকণৈঃ ব্যাকীর্ণঃ আর্দ্রীভূতঃ পক্ষ্মাঙ্কুরঃ নবোদ্গত চক্ষুর্লোম যস্যাঃ; 'কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা' কিঞ্চিৎ অল্পঃ পাটলিতঃ লোহিত বর্ণঃ অঞ্চলঃ চক্ষুঃ প্রান্তভাগো যস্যাঃ; পুনঃ 'রসিকতোৎসিক্তা' রসিকতয়া রসেন উৎসিক্তা উৎসাহযুক্তা; পুনঃ 'পুরঃ' অগ্রে 'কুঞ্চতী' মুদিতা ভবতী; পুনঃ 'মধুর ব্যাভুগ্নতারোত্তরা' মধুরং সুন্দরং তথা ব্যাভুগ্নং বক্রং যথা স্যাৎ তথা তারা নেত্রতারকঃ উত্তরঃ ঊর্দ্ধ গমন শীলং যস্যাঃ ॥ ১৭২ ॥

শ্রীরাধিকার কিলকিঞ্চিত ভাব জনিত কুসুমস্তবক সদৃশা দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক। পথি মধ্যে মাধব কর্ত্তৃক গমন রোধ হইলে তিনি মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল; নবোদ্গত পক্ষ্মগুলি নেত্রজলে আকীর্ণ হইল; অপাঙ্গ দুইটী ঈষৎ লোহিতবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল; রসোচ্ছ্বাস হেতু চক্ষুঃ উৎসাহময় হইল; নয়নাগ্র কুঞ্চিত হইয়া আসিল; এবং কি সুন্দর ও বক্রভাবে তারা দুইটী ঊর্দ্ধগতি লাভ করিল! ॥ ১৭২ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবম সর্গে অষ্টাদশ শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'বাস্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল চলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিত ভ্রুযুগ্মমুদ্যৎ স্মিতং
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা
দানন্দং তমবাপ কোটি গুণিতং যোঽভূন্নগীর্গোচরঃ' ॥১৭৩॥

'অসৌ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'রাধায়াঃ' 'আননং' মুখং 'বীক্ষ্য' দৃষ্ট্বা 'সঙ্গমাৎ' 'কোটিগুণিতং' 'তং' 'আনন্দং' 'অবাপ' প্রাপ 'যঃ' আনন্দঃ 'গীর্গোচরঃ' বাক্যগোচরঃ 'ন' 'অভূৎ'; কীদৃশং আননং 'বাস্পব্যাকুলিতাঞ্চল চলন্নেত্রং' বাস্পেন ব্যাকুলিতঃ অরুণাঞ্চলঃ ঈষৎ লোহিতবর্ণ চক্ষুঃপ্রান্তভাগঃ তেন

চলৎ নেত্রং যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'রসোল্লালিতং' পুনঃ 'হেলোল্লাস চলাধরং' হেলায়াঃ শৃঙ্গার সূচক ক্রিয়ায়াঃ উল্লাসেন উৎসাহেন চলঃ চঞ্চলঃ অধরঃ যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'কুটিলিতভ্রূযুগং' কুটিলিতং বক্রিমং ভ্রূযুগং যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'উদ্যৎ স্মিতং' উদ্যৎ প্রকটিতং স্মিতং যস্মিন্ তৎ; পুনঃ 'কিল-কিঞ্চিতাঞ্চিতং' কিলকিঞ্চিতেন অঞ্চতং অভিব্যক্তং পরিলক্ষিতমিতিযাবৎ সুখমিতিশেষঃ যস্মিন্ তৎ ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীরাধার বাষ্পব্যাকুলিত অরুণাঞ্চল চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছে; রসোল্লাসে এবং কন্দর্পভাবে অধর কম্পিত হই-তেছে; ভ্রূযুগল বক্রিম হইয়াছে; মুখারবিন্দে ঈষৎ হাস্য প্রকটিত হইয়াছে; এবং কিলকিঞ্চিতহেতু সুখ অভিব্যক্ত হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভাবপূরিত তাঁহার আনন সন্দর্শনে সঙ্গম হইতেও যে কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হইলেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ॥ ১৭৩ ॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন;
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন।
'বিলাসাদি ভাব ভূষার কহত লক্ষণ;
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন'।
তবেত স্বরূপ গোঁসাঞি কহিতে লাগিলা;
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা।
'রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যাই;
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পাই।
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ;
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস ভূষণ'।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে সপ্তষষ্টি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'গতি স্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্ম্মণাং।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্টং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং' ॥ ১৭৪ ॥

'গতিস্থানাসনাদীনাং' গতিঃ প্রিয়সঙ্গমস্থানে গমনং স্থানং বিলাস-যোগ্যং আসনং উপবেশনযোগ্যমিত্যর্থ তেষাং সম্বন্ধে 'মুখনেত্রাদি-কর্ম্মণাং' মুখাদীনাং কর্ম্মাণি তেষাং 'তাৎকালিকং' তৎসাময়িকং 'বৈশিষ্টং' বিশিষ্টত্বং শোভনত্বমিতিযাবৎ 'বিলাসঃ' কথ্যতে ইতিশেষঃ। কথম্ভূতং বৈশিষ্টং 'প্রিয়সঙ্গজং' প্রিয়সঙ্গমেনোৎপন্নং ॥ ১৭৪ ॥

প্রিয়সঙ্গম স্থানে গমন, আসন ও উপবেশনাদি বিষয়ে মুখনেত্রাদির যে তাৎকালিক কর্ম্ম বৈশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম বিলাস; ইহা প্রিয় সঙ্গম নিমিত্ত উৎপন্ন হয় ॥ ১৭৪ ॥

'লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয়;
এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয়।

তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে নবমসর্গে একাদশশ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিত কুটিলাস্যা গতি রভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগ মাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য স্বালঙ্করণ বলিতাসীৎ প্রিয়মুদে' ॥ ১৭৫।

'পুরঃ' অগ্রে 'কৃষ্ণালোকাৎ' কৃষ্ণদর্শনাদ্ধেতোঃ 'অস্যাঃ' রাধায়াঃ 'গতিঃ' গমনং 'তিরশ্চীনং' ত্রিপ্রকারং যথা স্যাৎ তথা 'স্থগিত কুটিলা' স্থগিতা স্থিরা কুটিলা বক্রা চ 'অভূৎ'। যস্যাঃ গত্যাং 'কৃষ্ণাম্বর দরবৃতং' কৃষ্ণাম্বরেণ নীলবস্ত্রেন দরং অল্পং বৃতং আচ্ছাদিতং 'শ্রীমুখমপি' বভূব; 'নয়নযুগং' স্ফারং বিস্ফারিতং তথা 'চলত্তারং' চলতী চঞ্চলা তারা যস্মিন্ তৎ তথা 'আভুগ্নং' বক্রিমং অভূদিতিশেষঃ 'ইতি' ইত্থং প্রকারেণ 'সা' গতিঃ 'বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণ বলিতা' বিলাসনাম ভাবস্য স্বকীয় ভূষণেন যুক্তা সতী 'প্রিয়মুদে' কৃষ্ণসন্তোষায় 'আসীৎ' বভূব ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার গতি

স্থির ও কুটিলভাব ধারণ করিল; তাঁহার মুখারবিন্দ নীল বসনে ঈষৎ অবগুণ্ঠিত হইলেও নয়নযুগল বিস্ফারিত, চঞ্চল এবং বক্রিম হইল; এবং বিলাসালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তিনি প্রিয়তমের আনন্দোৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥১৭৫॥

'কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া;
তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া।
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার;
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে পঞ্চসপ্ততি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'বিন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস মনোহরা
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতং' ॥ ১৭৬।

ললিতং নাম ভাবলক্ষণ মাহ। 'যত্র' ভাবে 'অঙ্গানাং' 'বিন্যাসভঙ্গিঃ' অঙ্গ বিস্তার পারিপাট্য মিত্যর্থঃ 'সুকুমারা' পরমসুন্দরী তথা 'ভ্রূবিলাস মনোহরা' ভ্রূবোর্বিলাসেন শোভয়া মনোহরা ভবেৎ 'তৎ' ললিতং নাম 'উদাহৃতং কথিতং ॥ ১৭৬ ॥

অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার ও ভ্রূবিলাস মনোহর হইলে, ললিত ভাব কহা গিয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

'ললিত ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ;
দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ।

তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে নবম সর্গে চতুর্দ্দশ শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'হ্রিয়া তীর্য্যগ্‌ গ্রীবা চরণ কটি ভঙ্গী সুমধুরা
চলচ্চিল্লী বল্লী দলিত রতিনাথোর্জ্জিত ধনুঃ

প্রিয় প্রেমোল্লাসোল্লসিত ললিতা লালিত তনুঃ
প্রিয় প্রীত্যৈ সাসীদুদিত ললিতালঙ্কৃতি যুতা' ॥১৭৭॥

'সা' শ্রীরাধা 'উদিত ললিতালঙ্কৃতিযুতা' উদিতং সমঙ্কুতং ললিতঃনামভাবঃ তদেব অলঙ্কৃতিঃ ভূষা তয়া যুতা সতী 'প্রিয়প্রীত্যৈ' প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনন্দায় নিমিত্তায় 'আসীৎ' অভবৎ। কথম্ভূতা সা 'হ্রিয়া' লজ্জয়া 'তীর্য্যগ্-গ্রীবা' তীর্য্যক্ বক্রা গ্রীবা যস্যাঃ পুনঃ 'চরণ কটি ভঙ্গী সুমধুরা' চরণস্য কট্যা চ ভঙ্গ্যা বিন্যাসেন মাধুর্য্যময়ী; পুনঃ 'চলচ্চিল্লী বল্লী দলিত রতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ' চলন্তী চঞ্চলা চিল্লী ভ্রূরেব বল্লী লতা তয়া দলিতঃ নির্জ্জিতঃ রতিনাথস্য কন্দর্পস্য উর্জ্জিতঃ প্রভাবান্বিতঃ ধনুর্যয়া সা। পুনঃ 'প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত ললিতালালিততনুঃ' প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেম্নঃ উল্লসিতা বর্দ্ধিতা ললিতা নাম ভাবঃ তয়া লালিতা পালিতা তনুর্যস্যাঃ সা ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীরাধা ললিতভাব ভূষায় ভূষিতা হইয়া প্রিয়ের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিতেন; তখন লজ্জায় তাঁহার গ্রীবাদেশ বক্রভাব ধারণ করিত; চরণ ও কটির ভঙ্গী সুমধুর হইত; ভ্রূলতার চঞ্চলতায় কন্দর্পের তেজস্বী ধনুঃও পরাজিত হইত এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাস বর্দ্ধিত হইয়া ললিতভাবে সমস্ত অঙ্গ ভাবময় হইত ॥ ১৭৭ ॥

'লোভে আসি কৃষ্ণ করে কণ্ঠ কাকর্ষণ;
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ।
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন;
কুট্টমিত নাম এই ভাব বিভূষণ।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে ত্রিসপ্ততি শ্লোকে তল্লক্ষণে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

'স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ' ॥১৭৮॥

'স্তনাধরাদিগ্রহণে' অর্থাৎ প্রিয়স্য আলিঙ্গনাদি বিষয়ে 'হৃৎপ্রীতৌ'

হৃদয়স্য প্রীতৌ সন্তোষে সত্যাং 'অপি' 'সম্ভ্রমাৎ' সখ্যগ্রে লজ্জা হেতুত্বাৎ 'ব্যথিতবৎ' 'বহিঃ' বাহ্যে 'ক্রোধঃ' ভবেদিতিশেষঃ এবম্ভূতং ভাব লক্ষণং 'কুট্ট, মিতং' 'বুধৈঃ' রসিকৈঃ 'প্রোক্তং' কথিতং॥ ১৭৮॥

প্রিয় কর্ত্তৃক অঙ্গাদি সংস্পৃষ্ট হেতু নায়িকা অন্তরে প্রসন্না হইলেও লজ্জা প্রযুক্ত (ব্যথিতের ন্যায়) বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এরূপ স্থলে পণ্ডিতেরা কুট্টমিত আখ্যা দেন॥ ১৭৮॥

কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ;
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ।
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন;
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন।

তথাহি গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ—

'পাণিরোধ মবিরোধিত বাঞ্ছং
ভর্ৎসনাশ্চ মধুর স্মিতগর্ভাঃ
মাধবস্য কুরুতে করভোরু
র্হারি শুষ্ক রুদিতঞ্চ মুখেঽপি' ॥ ১৭৯॥

'করভোরুঃ' করভস্য হস্তিশাবকস্য করইব উরুর্যস্যা সা শ্রীরাধা 'মাধবস্য' কৃষ্ণস্য' পাণিরোধং' নিজাঙ্গে হস্তার্পণ বারণং 'কুরুতে'; কীদৃশং পাণিরোধং 'অবিরোধিত বাঞ্ছং' অবিরোধিতা অনভীপ্সিতা বাঞ্ছা ইচ্ছা যস্মিন্ তং। পুনরাহ সা মাধবায় 'মধুরস্মিতগর্ভাঃ' মধুরং স্মিতং গর্ভে অন্তরে যস্যাঃ তাঃ 'ভর্ৎসনাশ্চ' নিন্দাশ্চ কুরুতে ইত্যর্থঃ। পুনরাহ সা 'মুখেঽপি' বাহ্যেঽপি নতু অন্তরে 'হারি শুষ্ক রুদিতঞ্চ' কৃষ্ণমানসহরণ শীলং তথা শুষ্কং প্রতারণা মূলকং রুদিতং রোদনং কুরুতে ইত্যর্থঃ॥ ১৭৯॥

শ্রীরাধার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ হস্তার্পণ করিলে করভোরু রাধিকা অনিচ্ছা সত্বেও তাহা নিষেধ করিলেন; অন্তরে মধুর হাস্য

করিয়া মাধবের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং মৌখিক শুষ্ক রোদন করিয়া প্রিয়তমের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন ॥ ১৭৯ ॥

'এই মত আর সব ভাব বিভূষণ ;
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন।
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন ;
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন'।
শ্রীবাস হাসিয়া কহে 'শুন দামোদর !
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর।
বৃন্দাবনের সম্পদ দেখ পুষ্প কিসলয় ;
গিরি ধাতু শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাফল ময়।
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ;
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল অসোয়াথ।
"এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন"
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন।
"তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি ;
পত্র ফল ফুল লোভে গেলা পুষ্প বাড়ী।
এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি।"
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ
কটি বস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন।
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি ;
ধন দণ্ড লয় আর করায় মিনতি।
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ;
চোর প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ।
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড় হাত :—
"কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ"।
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজ ঘর ;
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর।

'দুগ্ধ আউটি দধি মথে তোমার গোপীগণ ;
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসন"।
নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ;
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস।
প্রভু কহে 'শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব ;
ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব।
দামোদর স্বরূপ ইহো শুদ্ধ ব্রজবাসী ;
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহো শুদ্ধ প্রেমে ভাসি'।
স্বরূপ কহে 'শ্রীবাস ! শুন সাবধানে ;
বৃন্দাবন সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে।
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্ সিন্ধু ;
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ তার নহে এক বিন্দু।
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ ;
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম।
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ;
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ ভূষণ।
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন ;
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন।
অনন্ত কামধেনু যাঁহা ফিরে বনে বনে ;
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্যধনে।
সহজে লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত ;
সহজগমন করে নৃত্য প্রতীত।
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান ;
চিদানন্দ জ্যোতিষ্মান্ যাঁহা মূর্ত্তিমান।
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ ;
কৃষ্ণ বংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী কায'। (১)

---

১ চিন্তামণিময় ভূমি...প্রিয় সখীকায—মাধুর্য্যপূর্ণ চিন্ময় বৃন্দাবন ধামের সকলই অলৌকিক। এখানকার রাজা একমাত্র পরমপুরুষ ভগবান্ ; ইঁহার ভূমি চিন্তামণি অর্থাৎ ভাগবতী চিন্তা পরিব্যাপ্ত ; গৃহাদি দাস দাসীগণও চিন্তামণিময় ; সেখানকার

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিষষ্টিতম শ্লোকঃ

'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমি শ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপিচ' ॥ ১৮০।

যত্র বৃন্দাবনে 'কান্তাঃ' নায়িকাঃ 'শ্রিয়ঃ' লক্ষ্মী সমূহাঃ সন্তীতিশেষঃ 'কান্তঃ' নায়কঃ 'পরমপুরুষঃ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'দ্রুমাঃ' বৃক্ষাঃ 'কল্পতরবঃ' সন্তি 'ভূমিঃ' স্থানং 'চিন্তামণি গণময়ী' ভগবচ্চিন্তা পরিব্যাপ্তা 'তোয়ং' জলং 'অমৃতং' 'কথা' ভাষণং 'গানং' 'গমনমপি' পাদক্ষেপঃ 'নাট্যং' নৃত্যতুল্যং; যত্র 'বংশী' ভগবদ্বাণী 'প্রিয়সখী' ইব উপদিশতীত্যর্থঃ 'চিদানন্দ জ্যোতিঃ' ব্রহ্মানন্দ এব 'পরমং' শ্রেষ্ঠমপি 'তৎ' 'আস্বাদ্যং' সর্ব্বদা আস্বাদনীয়ং ভবেদিতি শেষঃ ॥ ১৮০ ॥

বৃন্দাবনের কান্তাই লক্ষ্মীগণ, পরমপুরুষ ভগবান ইহার নায়ক; বৃক্ষ সকল কল্পতরু; ভূমি চিন্তামণি পরিব্যাপ্ত; সেখানকার জলই অমৃত; কথাই সঙ্গীত এবং গমনই নৃত্য; সেখানে ভগবদ্বংশী সখীর ন্যায় উপদেশ দেয় এবং পরম চিদানন্দজ্যোতি সর্ব্বদা অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ১৮০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরসসামান্য নিরূপণে বিভাবলহর্য্যাং ধৃত বিল্বমঙ্গল শ্লোকঃ।

'চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গার পুষ্পতরব স্তরবঃ সুরাণাং

বনাদি কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বর সেবা বাসনাদিই কামধেনু। সেখানকার অধিবাসীরা ভগবদিচ্ছা প্রতিপালন ও ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য ধনের প্রার্থী নহেন। এখানকার লক্ষ্মীর সমাজ অর্থাৎ শোভাদি লক্ষ্মী অপেক্ষাও অনুপম গুণশালিনী এবং কৃষ্ণবংশীই (ঈশ্বরবাণী) সখীর ন্যায় উপদেশাদি দেয়। এক চিদানন্দজ্যোতিঃ এখানে চিরবিরাজিত; প্রেমামৃতই এখানকার জল, লোকের কণ্ঠধ্বনিই মধুর সঙ্গীত ও সহজগমনই অনুপম নৃত্য। আদিঃ ১৬৭ পৃষ্ঠার ২ টীকা দেখ।

বৃন্দাবনং ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানিচেতি সুখসিন্ধু রহো বিভূতিঃ' ॥ ১৮১ ॥

বৃন্দাবনে 'অঙ্গনানাং' ব্রজগোপীনাং 'চরণভূষণং' চিন্তামণিঃ স্যাৎ। 'শৃঙ্গার পুষ্পতরবঃ' কেলিবিষয়ে অনুকূলা কুঞ্জবৃক্ষাঃ 'সুরাণাং' দেবানাং 'তরবঃ' কল্পবৃক্ষা ইত্যর্থঃ ভবন্তি। 'ননু' পুনঃ 'বৃন্দাবনং' 'ব্রজধনং' মহারত্নং গোসমূহা ইত্যর্থঃ 'কামধেনুবৃন্দানি' ভবতীতিশেষঃ 'ইতি' এতৈরুপাদানৈঃ 'অহো' আশ্চর্য্যং বৃন্দাবনস্য 'সুখ সিন্ধু' 'বিভূতিশ্চ অনুভূয়তে ইতিশেষঃ॥ ১৮১ ॥

বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাদিগের চরণভূষা চিন্তামণি; ক্রীড়ানুকূল পুষ্পতরু কল্পবৃক্ষ; এবং ব্রজধন কামধেনুবৃন্দ। এতদ্বারা বৃন্দাবনের সুখসিন্ধু ও ঐশ্বর্য্যাদি কেমন আশ্চর্য্যরূপে অনুভূত হইতেছে! ॥ ১৮১ ॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস;
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস।
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল;
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল।
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান;
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ।
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল;
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল।
লক্ষ্মী দেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর;
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর।
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল;
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল।
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈল সেই মূর্ত্তি;
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি।
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশে;

নিকট না আইসে কিছু রহে দূর দেশে।
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন ?
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন।
ভঙ্গি করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ;
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে ;
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্ন স্নানে।
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার ;
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার।
সবা লঞা নানা রঙ্গে করিলা ভোজন ;
সন্ধ্যা স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখি করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন ;
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ। (১)
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্য ভোজন ;
এই মত ক্রীড়া প্রভু করে অষ্ট দিন।
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয় ;
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়।
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ;
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু বিজয় হইল ;
এক গুটি পট্ট ডুরী তাঁহা টুটি গেল।
পাণ্ডু বিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায় ;
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়।
কুলীন গ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান ;
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মানঃ—
'এই পট্ট ডুরীর তুমি হও যজমান ;
প্রতি বৎসর আনিবে ডুরী করিয়া নির্ম্মাণ'।
এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পট্ট ডুরী ;
'ইহা দেখি করিবে ডুরী অতি দৃঢ় করি।

১ নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র নামে পুরীর প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা।

'এই পট্ট ডুরীতে হয় শেষ অধিষ্ঠান ;
দশ মূর্ত্তি হঞা যিঁহ সেবে ভগবান্'।
ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ রামানন্দ ;
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ।
প্রতিবৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে ;
পট্ট ডুরী লয়ে আইসে অতি বড় রঙ্গে।
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে ;
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে।
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল ;
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন কেলি কৈল।
চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত অপার ;
সহস্র বদন যার নাহি পায় পার।
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

সার্ব্বভৌম গৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দক মমোঘকং
অঙ্গী কুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥১৮২॥

'গৌরঃ' 'সার্ব্বভৌম গৃহে' 'ভুঞ্জন্' ভোজনং কুর্ব্বন্ সন্ 'স্বনিন্দকং' 'অমোঘকং' অমোঘং নামানং ব্রাহ্মণং সার্ব্বভৌম জামাতরমিত্যর্থঃ 'অঙ্গীকুর্ব্বন্' স্বীকৃত্য প্রসাদং কৃত্বেত্যর্থঃ 'স্বাং' স্বকীয়াং 'ভক্তবশ্যতাং' ভক্তবৎসলতাং 'স্ফুটং' যথাস্যাৎতথা 'চক্রে' কৃতবান্ অত্র নিজভক্ত সার্ব্ব ভৌমস্য সম্বন্ধে প্রভুরমোঘং তারিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম গৃহে ভোজন করিয়া তাঁহার নিন্দুক

অমোঘ নাম ব্রাহ্মণকে সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করতঃ নিজ ভক্তবৎসলতার পরিচয় দিলেন ॥ ১৮২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
জয় চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতাগণ!
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণ ধন।
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে;
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে।
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন;
নৃত্যগীত করে দণ্ড প্রণাম স্তবন।
উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয়;
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয়।
ঘরে আসি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন;
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন।
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন;
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
গলে মালা দেন, মাথায় তুলসী মুঞ্জরী;
যোড় হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি।
পূজা পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল;
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল।
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে;
মুখ বাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে।
এই মত অন্যোন্যে করে নমস্কার;
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ (১) আচার্য্যের কথন (২);
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।

---

১ আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড সপ্তম অধ্যায় দেখ। নীলাচলে অবস্থিতি কালে একদিন অদ্বৈত প্রভু চৈতন্য প্রভুকে তাঁহার বাসায় ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়াছিলেন। কোনখানে

পুনরুক্তি হয় তাহা না কৈল বর্ণন ;
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ।
একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব ;
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব।
চারি মাস রহিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে ;
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে।
কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা দিনে নন্দ মহোৎসব ;
গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্ত সব।

মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ গমন করিতেন। চৈতন্য প্রভু ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে অনেক সময় তাঁহার আহার হইত না। তাহাতে নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি মনে মনে বড় অসুখী হইতেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে করিতে লাগিলেন 'যে আজ যদি কোন গতিকে সন্ন্যাসী ও অপর ভক্তগণের আসা না হয় ; তাহা হইলে মনের সাধে প্রভুকে ভোজন করাই।' এদিকে মধ্যাহ্নান্তে গৌরচন্দ্র একাকী অদ্বৈতের বাঁসায় আসিয়া উপনীত হইলেন ; আর আর ভক্তগণ তৎকালে স্নানাদি করিতে সমুদ্রে গিয়াছিলেন ; হঠাৎ দারুণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাঁহারা আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। তখন অদ্বৈত আপনার অভীষ্টসিদ্ধি দেখিয়া মহা আনন্দ সহকারে ইন্দ্রের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ও অশেষ প্রকারে গৌরকে ভোজন করাইলেন। কথিত আছে যে গৌরচন্দ্র সেদিন অদ্বৈতের পাককরা সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়াছিলেন।

২ আচার্য্যের কথন—এক দিন অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর বাঁসায় আসিলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচার্য্য! কোথা হইতে আসিতেছ?' অদ্বৈত উত্তর করিলেন, জগন্নাথ দর্শন করিয়া। চৈতন্য প্রভু বলিলেন 'কহত কিরূপে জগন্নাথ দর্শন করিলে?' অদ্বৈত—কেন দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ করিলাম। গৌরচন্দ্র—'তোমার হার।' অদ্বৈত—'কেন?' তাহাতে গৌরসুন্দর বলিলেন 'আমি ঐরূপে জগন্নাথ দর্শন করিনা ; কারণ প্রদক্ষিণ করিতে যখন প্রতিমার পানে পৃষ্ঠ দিতে হয় ততক্ষণ তো দর্শন হয়না ; সেজন্য আমি যখন দর্শন করি তখন অনিমেষ লোচনে জগন্নাথের মুখ পানে তাকাইয়া থাকি।' তখন অদ্বৈত বলিলেন 'এরূপ কথার অধিকারী তোমাব্যতীত ত্রিভুবন মধ্যে আর কেহ নাই। আমি কেন সকলেই এবিষয়ে তোমার নিকট হার স্বীকার করে।' গৌরচন্দ্র কৌতুক করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন ; সুতরাং উত্তর শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চৈঃ চাঃ অন্ত্যঃ ৮ অধ্যায়।

দধি দুগ্ধ ভার প্রভু নিজ স্কন্ধে করি ;
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি হরি হরি।
কানাঞি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি ;
জগন্নাথ মাহাতি হয়েছেন ব্রজেশ্বরী।
আপনি প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী ;
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী ;
ইহা সব লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ ;
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ।
অদ্বৈত কহে 'সত্য কহি না করিহ কোপ ;
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ'।
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ;
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা।
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে ;
পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে।
আলাত চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ;
দেখি সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার হয় !
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ;
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপ ভাব গূঢ় ?
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী
জগন্নাথ প্রসাদ এক বস্ত্র লয়ে আসি
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল ;
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল।
কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ দুইজন
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন।
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল ;
পিতা মাতা জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল।
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর ;
এই মত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে ;
বানর সৈন্য হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে।

হনুমান আবেশে প্রভু বৃক্ষ শাখা লঞা ;
লঙ্কা গড়ে চড়ি যেন ফেলায় ভাঙ্গিয়া।
'কাঁহা রে রাবণা ?' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ;
'জগন্মাতা হরে পাপী ! মারিমু সবংশে'।
গোঁসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার ;
সর্ব্ব লোক 'জয় জয়' করে বার বার।
এই মত রাস যাত্রা আর দীপাবলী ;
উত্থান দ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি।
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা ;
দুই ভাই যুক্তি হৈল নিভৃতে বসিয়া।
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে ;
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল ;
'গৌড়দেশে যাহ সবে' বিদায় করিল।
সবারে কহিল, 'প্রতি বৎসর আসিয়া ;
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া'।
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান ;
'আচণ্ডাল আদি দিও কৃষ্ণ ভক্তি দান'।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল 'যাহ গৌড়দেশে ;
অনর্গল প্রেম ভক্তি করিও প্রকাশে।
রামদাস গদাধর আদি কত জনে ;
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব ;
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব'।
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন :—
'তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব ;
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব।
এই বস্ত্র মাতাকে দিও এ সব প্রসাদ ;
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইও অপরাধ।

'তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্ম নাশ।
তাঁর প্রেম বশ আমি ; তাঁর সেবা ধর্ম্ম ;
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম।
"বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ" ;
এত জানি মাতা মোরে না করেন রোষ।
কি কায সন্ন্যাসে মোর ? প্রেম মোর ধন ;
যে কালে সন্ন্যাস কৈল দুঃখ হৈল মন।
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ;
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে।
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে ;
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে।
এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত ;
শাক, মোচাঘণ্ট, ভ্রষ্ট পটোল, নিম্ব পাত ;
লেম্বু, আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ড সার ;
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার।
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন ;
"নিমাইর প্রিয় সব এ অন্ন ব্যঞ্জন।
নিমাই নাহিক এথা কে করে ভোজন ?"
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন।
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন ;
শূন্যপাত দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন
"কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেন পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ?
কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হয়ে গেল ?
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ?
কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাড়িল ?"
এত চিন্তি পাক পাত্র যাইয়া দেখিল।
অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজনে ;
সংশয় হইল কিছু চমৎকার মনে।

'ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ;
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল।
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ;
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠায় রোদন।
তাঁর প্রেমে আসি আমায় করায় ভোজনে ;
অন্তরে সুখ মানে তিঁহো যাহে নাহি মানে।
এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি ;
তাঁহাকে কহিয়া তাঁর করাইও প্রতী'।
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ;
ভক্তগণে বিদায় করিতে ধৈর্য্য করিলা।
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস :—
তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ।
'ইহার কৃষ্ণ সেবার কথা শুন সর্ব্বজন ;
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম।
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা ;
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় তথা।
বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল ;
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ;
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি পণ ;
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন।
প্রতি দিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া ;
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া।
ভোগের সময়ে পুনঃ ছুলি শঙ্খ করি ;
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি।
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি ;
কভু শূন্য ফল রাখেন কভু জল ভরি।
জল শূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত ;
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল শত পাত্র পূরিত।
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান ;
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন।

'কভু শস্ত থাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে ;
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেম সিন্ধুতে ভাসে।
এক দিন দশ ফল সংস্কার করিয়া
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া।
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল ;
ফল পাত্র হাতে সেবক দ্বারে রহিল।
দ্বারের উপর ভিতে তিঁহ হাত দিল ;
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল।
পণ্ডিত কহে "দ্বারে লোক করে গতায়াতে ;
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে।
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা ;
কৃষ্ণ যোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা"।
এত বলি ফলফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ;
ঐছে পবিত্র প্রেম সেবা জগৎ জিনিয়া।
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল ;
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল।
এইমত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল ;
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনি আছেন ভাল ;
বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন।
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল ;
এইমত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেস সকল।
এইমত পিঠাপানা ক্ষীর ওদন ;
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম।
কাশন্দি আচার আদি অনেক প্রকার ;
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সর্ব্ব দ্রব্য সার।
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম ;
যাহা দেখি সর্ব্ব লোকের জুড়ায় নয়ন'।
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন ;
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণ।

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান্;
'বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান।
পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে;
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে।
গৃহস্থ হয়েন ইঁহ চাহিয়ে সঞ্চয়;
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়।
ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে;
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে।
প্রতি বর্ষে আসিবে সব ভক্তগণ লঞা;
গুণ্ডিচায় আসিবে—সবায় পালন করিয়া'।
কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া;
'প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডুরী লঞা।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়;
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়:—
"নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ";
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।
তোমার কি কথা? তোমার গ্রামের কুক্কুর;
সেহ মোর প্রিয়—অন্য জন বহুদূর'।
তবে সত্য রাজ খান আর রামানন্দ;
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন।
'গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে?
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে'।
প্রভু কহেন 'কৃষ্ণ সেবা, বৈষ্ণব সেবন;
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন'।
সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব? কহ তার সামান্য লক্ষণে'।
প্রভু কহে 'যার মুখে শুনি একবার;
কৃষ্ণ নাম; সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়;
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।

'দীক্ষা পুরশ্চর্য্য বিধি অপেক্ষা না করে;
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে।
আনুসঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয়;
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়।

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাদশাঙ্কধৃত শ্রীধরস্বামিধৃত-শ্লোকঃ

'আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসা মুচ্চাটনং চাংহসা
মাচাণ্ডাল মমুকলোক সুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ
নো দীক্ষাং নচ সৎক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ'॥১৮৩॥

'অয়ং' 'শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ' কৃষ্ণনামযুক্তঃ 'মন্ত্রঃ' 'রসনাস্পৃক্' 'এব' রসনাং জিহ্বাং স্পৃশতি যঃ সঃ রসনা স্পর্শমাত্রেণৈব ইত্যর্থঃ 'ফলতি' ফলং দদাতি অয়ং মন্ত্রঃ 'দীক্ষাং' গুরূপদেশং তথা 'সৎক্রিয়াং' সাধু সেবাং পুনঃ 'পুরশ্চর্য্যাং' পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠানং 'নো' ন 'ঈক্ষতে' অপেক্ষতে। মন্ত্রঃ কীদৃশঃ 'কৃত চেতসাং' বশীকৃতচিত্তানাং 'সুমনসাং' সাধুনাং 'আকৃষ্টিঃ' আকর্ষণং চিত্তাকর্ষণশীল ইত্যর্থঃ 'চ' পুনঃ 'অংহসাং' পাপানাং 'উচ্চাটনং' নিরাকরণং নিরাকরণশীল ইত্যর্থঃ পুনঃ 'আচাণ্ডালং' চণ্ডাল পর্য্যন্তং যথাতথা 'অমুক-লোক সুলভঃ' সকল লোকানাং সুলভঃ পুনঃ 'মুক্তিশ্রিয়ঃ' মুক্তিরূপ কল্যাণস্য 'বশ্যঃ' বশীভূতঃ ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র গুরূপদেশ, সাধু সেবা বা পুরশ্চরণাদি শুভানুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া রসনা স্পর্শ মাত্রেই ফলদান করে। ইহাতে জিতেন্দ্রিয় পুন্যাত্মাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; পাপ দূরীকৃত হয়; ইহা আচণ্ডাল সকলেরই সুলভ; এবং ইহাতে মুক্তিরূপ সম্পদ বশীভূত হয় ॥১৮৩॥

'অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম;
সেই ত বৈষ্ণব তার করিহ সম্মান'।

খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন,
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিন জন।
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন;
'তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন?
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়'।
মুকুন্দ কহে 'রঘুনন্দন আমার পিতা হয়;
আমি তাঁর পুত্র এই আমার নিশ্চয়।
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে;
অতএব রঘুনন্দন পিতা আমার নিশ্চিতে'।
শুনি হর্ষে কহে প্রভু 'কহিলে নিশ্চয়;
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়'।
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ;
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ।
ভক্তগণে কহে 'শুন মুকুন্দের প্রেম!
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম।
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহো করে রাজ সেবা;
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা?
এক দিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে;
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে।
হেন কালে এক ময়ূর পুচ্ছের আড়ানি
রাজ শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি।
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা;
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা।
রাজার জ্ঞান রাজ বৈদ্যের হইল মরণ;
আপনি নামিয়া তবে করাইল চেতন।
রাজা বলে "ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি"?
মুকুন্দ কহে "অতি বড় ব্যথা পাই নাই"।
রাজা কহে "মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি"?
মুকুন্দ কহে "রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী"।

'মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে ;
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে'।
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ;
দ্বারে পুষ্করিণী—তার ঘাটের উপরে
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে ;
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে।
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন ;
'তোমার কার্য্য এই ধন উপার্জ্জন।
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেবন ;
কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন।
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে ;
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে'।
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই ;
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোঁসাঞি :—
'দারু জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সংপ্রতি ;
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি।
দারু ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ;
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জল ব্রহ্ম সম।
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন ;
বাচস্পতি কর জল ব্রহ্মের সেবন'।
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
তাঁর ভক্তি নিষ্ঠা কহে 'শুন ভক্তগণ!
পূর্ব্বে আমি ইহারে লোভাইল বারবার :—
"পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ;
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয় ;
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব রসময়।
সকল সদ্গুণ বৃন্দ রত্ন রত্নাকর ;
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক শেখর।
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস ;
চাতুর্য্য বৈদগ্ধ হয় যার লীলারস।

"সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয় ;
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়"।
এই মত বারবার শুনিয়া বচন ;
আমার গৌরবে কিছু ফিরে গেল মন।
আমারে কহেন "আমি তোমার কিঙ্কর ;
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর"।
এত বলি ঘরে গেলা ; চিন্তি রাত্রিকালে
রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তায় হইল বিহ্বলে।
"কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ;
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ"।
এইমত সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন ;
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিল চরণ ;
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন :—
"রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছি মাথা ;
কাড়িতে না পারি মাথা পাই বড় ব্যথা।
শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ন না যায় ;
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায় ?
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময় ;
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয়"।
এত শুনি আমি বড় মনে সুখ পাইল ;
ইহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈল।
"সাধু! সাধু! গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন ;
আমার বচনে তোমার না চলিল মন।
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায় ;
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়।
এইভাবে তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে ;
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে।
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম কিঙ্কর ;
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ কমল" ?

'সেই মুরারি গুপ্ত এই—মোর প্রাণ সম ;
ইহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন'।
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র বদন।
নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া :—
'জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ;
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময় !
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে ;
সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লঞা মুঁঞি করি নরক ভোগ ;
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব রোগ'।
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা ;
অশ্রু কম্প স্বর ভঙ্গে কহিতে লাগিলা :—
'তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ ;
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য ;
ভৃত্য বাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য।
ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার ;
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার।
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল ;
তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল ?
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব ;
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্টিতম শ্লোকঃ

'যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম
বন্ধানুরূপফল ভাজনমাতনোতি।

কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ১৮৪ ॥

'যঃ' 'তু' গোবিন্দঃ 'ইন্দ্রগোপং' গোপানাং ইন্দ্রস্তং নন্দগোপমিত্যর্থঃ 'অথবা' 'ইন্দ্রং' বাসবং 'অহো' আশ্চর্য্যে 'স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজনং' প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ ফলযোগ্যং 'আতনোতি' বিস্তারয়তি করোতীত্যর্থঃ 'কিন্তু' 'চ' পুনঃ 'ভক্তিভাজাং' ভক্তিকুর্ব্বতাং লোকানাং ভক্তানামিত্যর্থঃ 'কর্ম্মাণি' সর্ব্বাণি শুভাশুভকর্ম্মফলানি 'নির্দহতি' ভস্মীকরোতি দূরীকরোতীত্যর্থঃ 'তং' 'আদিপুরুষং' 'গোবিন্দং' 'অহং' 'ভজামি' ॥ ১৮৪ ॥

যিনি নন্দাদির ও ইন্দ্রাদি দেবতারও স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন; অথচ ভক্তদিগের সকল কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া দেন; সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৮৪ ॥

'তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন;
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম।
একই ডুম্বুর বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে;
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে।
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়;
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয়।
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়;
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম;
তার গড়খাই কারণব্ধি যার নাম।
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড;
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই পূর্ণ ভাণ্ড।
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি;
ঐছে এক অণ্ড নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি।

'সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়;
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়।
কোটি কামধেনু পতির ছাগী যৈছে মরে;
ষড়ৈশ্বর্য্য পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে?'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ

'জয় জয় জহ্যজা মজিত দোষ গৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্ত ভগঃ।
অগজগদোকসা মখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ' ॥ ১৮৫ ॥

হে 'অজিত' অপরাজিত! 'জয় জয়' ঔৎকর্ষমাবিষ্কুরু (আদরে বীপ্সা) কেন ব্যাপারেণ? 'অগজগ দোকসাং' অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানিচ ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবানাং তেষাং 'অজাং' অবিদ্যাং 'জহি' নাশয় কিমিতি গুণবতী সা হন্তব্যেত্যত আহঃ 'দোষ গৃভীতগুণাং' দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণা যয়া তাং (হগ্রহো ভ শ্ছন্দসীতি ভকারঃ) ইয়ং হি স্বৈরিণী পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহ্ণাতি অতো হন্তব্যেতিভাবঃ। 'যদ্' যস্মাৎ 'ত্বং' 'আত্মনা' অনুরূপেণৈব 'সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ' সংপ্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ 'অসি' বশীকৃতমায়ত্বাৎ। হে 'অখিল শক্ত্যববোধক' তেষাং জীবানাং ত্বমেব সর্ব্ব শক্ত্যুদ্বোধকঃ অন্তর্যামী অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতিভাবঃ; 'ক্বচিৎ' কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি সময়ে 'অজয়া' মায়ায়া 'আত্মনা চ' 'চরতঃ' ক্রীড়তঃ নিত্যঞ্চালুপ্ত ভগতয়া সত্য জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসেন বর্ত্তমানস্য ইত্যর্থঃ 'তে' তব 'নিগমঃ' বেদঃ 'অনুচরেৎ' প্রতিপাদয়েৎ (কর্ম্মণি ষষ্ঠী)। য আত্মনি তিষ্ঠন্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব বিদিত্যাদি নিগম কদম্ব স্বামেবং ভূতং প্রতি পাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৮৫ ॥

হে অজিত! আপনার জয় হউক! স্থাবর জঙ্গম জীবগণের আনন্দাদি আবরণ করিয়া অভিভূত রাখিবার জন্য অবিদ্যা তাহার প্রভাব প্রকাশ করিয়াছে; আপনি তাহাকে

নষ্ট করুন; কারণ আপনিই স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকলের অন্তর্যামীরূপে শক্তি সকল বিধান করিতেছেন; আপনা ভিন্ন মায়া নষ্ট করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। সৃষ্টি সময়ে যখন আপনি আপনার মহিমাতে বিরাজিত ছিলেন; তখনও মায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। শ্রুতিগণ আপনার সেই অবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে॥ ১৮৫॥

এই মত সর্ব্ব ভক্তের কহি সব গুণ;
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন।
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন;
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন।
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে;
জলেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইল আবাসে। (১)
পুরী গোঁসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর;
দামোদর পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর;
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসেন নীলাচলে;
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করেন প্রাতঃকালে।
এক দিন প্রভু পাশে আসি সার্ব্বভৌম
যোড় হাত করি কিছু কৈল নিবেদন:—
'এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল;
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল।
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি'।
প্রভু কহে 'ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি'।
সার্ব্বভৌম কহে 'ভিক্ষা কর বিশ দিন';
প্রভু কহে 'এও নহে যতি ধর্ম্ম চিহ্ন'।
সার্ব্বভৌম কহে 'কর দিন পঞ্চদশ';
প্রভু কহে 'তোমার ভিক্ষা একই দিবস'।

---

১ জলেশ্বরে—কোন পুথিতে 'যমেশ্বরে' পাঠ আছে। পুরীর স্থান বিশেষ।

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া
'দশ দিন কর' কহে মিনতি করিয়া।
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল;
পাঁচ দিন ভরি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল।
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন;
'তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশ জন।
পুরী গোঁসাঞির পাঁচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে;
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে।
দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার;
কভু তোমার সঙ্গে যাবেন কভু একেশ্বর।
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিবসে;
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হৈল মাসে।
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁঞি;
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই।
তুমিও নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে;
কভু সঙ্গে আসিবে স্বরূপ দামোদরে'।
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন;
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
ষাঠির মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী;
প্রভুর মহাভক্ত তিঁহো স্নেহেতে জননী।
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল;
আনন্দে ষাঠির মাতা পাক চড়াইল।
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি;
যেবা শাক ফলাদিক আনিল আহরি।
আপনি ভট্টাচার্য্য করেন পাকের সব কর্ম্ম;
ষাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম্ম।
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়;
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়।
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া।

বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে ;
পাকশালার আর দ্বার অন্ন পরিবেশিতে।
বত্রিশাকলার এক আঙ্গটিয়াপাতে ;
তিন মোন তণ্ডুলের উবারিল ভাতে।
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল ;
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল।
কেয়াপাতের ডোঙ্গা কলা খোলা সারি সারি ;
চারিদিকে রাখিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।
দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল ;
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল।
দুগ্ধ তুম্বী দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা ;
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা।
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার ;
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার।
নব নিম্ব পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী ;
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
ভ্রষ্ট মাস মুদ্গ সূপ অমৃত নিন্দয় ;
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
মুদ্গবড়া মাষ বড়া কলাবড়া মিষ্ট ;
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট।
কাঁজিবড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধ লকলকী ;
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি ;
চাঁপা কলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি।
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার ;
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল ;
শুভ্র পীঠোপরে সূক্ষ্ম বসন পাতিল।
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি ;
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী।

অমৃত গোটিকা পিঠা পানা আনাইলা ;
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিলা।
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া
একেলা আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া।
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ প্রক্ষালন ;
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন।
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া ;
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া।
'অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন ;
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ?
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ;
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি ;
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী।
ভাগ্যবান্ তুমি ! সকল তোমার উদ্যোগ ;
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ।
অন্নের সৌরভ বর্ণ অতি মনোরম ;
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন।
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ;
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব।
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া ;
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্র করিয়া'।
ভট্টাচার্য্য কহে 'প্রভু না কর বিস্ময় ;
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়।
না মোর উদ্যোগ না গৃহিণী রন্ধনে ;
যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই ইহা জানে।
এইত আসনে বসি করহ ভোজন'।
প্রভু কহে 'পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন'।
ভট্ট কহে 'অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ ;
অন্ন খাবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ' ?

প্রভু কহে 'ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা কয়;
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে এক-ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধব বাক্যং

'ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসা স্তবমায়াং জয়েমহি' ॥১৮৬॥

'তব' 'উচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ' 'দাসাঃ' বয়ং তব 'মায়াং' মোহজালং 'হি' নিশ্চিতং 'জয়েম' জেতুং শক্নুয়াম। কীদৃশা বয়ং 'ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ' ত্বয়া নিমিত্তেন তব পরোক্ষপূজাদৌ ইত্যর্থঃ উপযুক্তা যোগ্যা স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারা স্তৈ চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৮৬ ॥

আমরা আপনার দাস; আপনার উদ্দেশে নিবেদিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ও আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমরা মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥১৮৬॥

'তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়'।
ভট্ট কহে 'জানি খাও যতেক যুয়ায়।
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বারান্ন বার;
একেক ভোগের অন্ন শত শত তার।
দ্বারকাতে ষোল সহস্র মহিষী মন্দিরে;
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে।
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি, গোপগণ,
সখাবৃন্দ,—সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন।
গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি;
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী।
তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার;
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার'।
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে;
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে।

হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টাচার্য্যের জামাতা ;
কুলীন নিন্দক তিঁহো বাঠিকন্যার ভর্ত্তা।
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে ;
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে।
তিঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন ;
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন।
'এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন ;
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন' ?
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল ;
তাঁর অবধান দেখি অমোঘ পলাইল।
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ;
পলাইল অমোঘ তার লাগি না পাইল।
তবে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ;
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাঁসিতে লাগিলা।
শুনি বাঠির মাতা শিরে বুকে ঘাত মারে ;
'বাঠি রাণ্ডী হউক' ইহা বলে বারে বারে।
দুঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ;
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা।
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখ বাস ;
তুলসী মঞ্জরী লঙ্গ-এলাচি সুবাস।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ;
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন।
'নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ ঘরে ;
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে'।
প্রভু কহে 'নিন্দা নহে সহজ কহিল ;
ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল'
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ;
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে।
প্রভু পদে পড়ি বহু আত্ম নিন্দা কৈল ;
তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল।

ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য যাঠীর মাতা সনে;
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে।
'চৈতন্য গোঁসাঞির নিন্দা শুনি যাহা হৈতে;
তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে।
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন;
দুই যোগ্য নহে, দুই শরীর ব্রাহ্মণ।
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব;
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব।
যাঠীরে কহ তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত;
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত।

তথাহি স্মৃতিবচনং। 'পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ' ॥১৮৭॥

'সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল;
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল।
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য;
'সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য।
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ'।
এতবলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন।

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি একচত্বারিংশাধিক দ্বিশতাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবাক্যং

'মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভি র্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতং' ॥ ১৮৮ ॥

হে রাজন্! 'হি' যতঃ 'মহতা' 'প্রযত্নেন' মহতা উদ্যোগেন বলেন চ 'হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ' করণৈঃ 'অস্মাভিঃ' পাণ্ডবৈঃ 'যৎ' কর্ম্ম কৌরববধরূপং ইত্যভিপ্রায়ঃ 'অনুষ্ঠেয়ং' করণীয়ং ভবেৎ 'তৎ' কর্ম্ম কৌরববধসাধন মিত্যর্থঃ 'গন্ধর্ব্বৈঃ' 'অনুষ্ঠিতং' কৃতং অতঃ শোকং মা কার্ষীঃ ॥ ১৮৮ ॥

হে মহারাজ! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রভৃতির সাহায্যে মহা উদ্যোগ করিয়া আমাদিগকে যাহা করিতে

হইত; গন্ধর্ব্বগণ তাহা সম্পাদন করিয়াছে; অতএব ইহাতে আর শোক কি? ॥ ১৮৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ' ॥ ১৮৯ ॥

'মহদতিক্রমঃ' মহতাং সাধূনাং অতিক্রমঃ অপরাধঃ 'পুংসঃ' জীবস্য 'সর্ব্বাণি' 'শ্রেয়াংসি' মঙ্গলানি 'হন্তি' যথা শ্রেয়াংসি 'আয়ুঃ' জীবনং 'শ্রিয়ং' শোভা সৌন্দর্য্যাদিকং 'যশঃ' সৎকীর্ত্তিকলাপং 'ধর্ম্মং' আশ্রমধর্ম্মাদিকং 'লোকান্' ইহ পর লোকান্ 'আশিষঃ' সতাং অনুগ্রহং 'এবচ' ইত্যাদীন্ সর্ব্বান্। সতাং বিদ্বেষো ন মৃত্যু মাত্র হেতুঃ কিন্তু বহ্বনর্থ কারীত্যর্থ ॥১৮৯॥

সাধুদিগের অতিক্রমে পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, ইহ-পরলোক এবং আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৮৯ ॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে;
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে।
আচার্য্য কহে 'উপবাস কৈল দুই জনে;
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবনে'।
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া;
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া:—
'সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়;
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়।
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইলে?
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়;
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়।

'উঠহ অমোঘ! তুমি লও কৃষ্ণ নাম;
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্'।
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা;
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা।
কম্পাশ্রু, পুলক, স্তম্ভ স্বেদ, স্বরভঙ্গ;
প্রভু হাঁসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ।
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়;
'অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়!
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে'।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে।
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল;
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল।
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র;
'সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহ পাত্র।
সার্ব্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুকুর;
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর।
অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণনাম'।
এতবলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম স্থান।
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে;
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে।
প্রভু কহে 'অমোঘ শিশু! কিবা তার দোষ?
কেন উপবাস কর? কেন তারে রোষ?
উঠ স্নান কর, দেখ জগন্নাথ মুখ;
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ।
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া;
যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া'।
প্রভু পদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা;
'মরিত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা'?
প্রভু কহে 'অমোঘ হয় তোমার বালক;
বালক দোষ না লয় পিতা; তাহাতে পালক।

'এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ ;
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ'।
ভট্ট কহে 'চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে ;
স্নান করি মুঞি তাঁহা আসিছোঁ এক্ষণে'।
প্রভু কহে 'গোপীনাথ ! ইহাঞি রহিবা ;
ইহ প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা'।
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বর দর্শনে ;
ভট্ট স্নান স্মরণ করি করিলা ভোজনে।
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত ;
প্রেমে নিত্য কৃষ্ণ নাম লয় মহাশান্ত।
ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন ;
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন।
ঐছে ভট্ট গৃহে করেন ভোজন বিলাস ;
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ।
সার্ব্বভৌম ঘরে এই ভোজন চরিত ;
সার্ব্বভৌম প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ;
ষাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ ;
ভক্ত সম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিল অপরাধ ;
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন ;
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌম গৃহে ভোজন বিলাসো নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নি দগ্ধ জনতা বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১৯০ ॥

'গৌর মেঘঃ' গৌর এব মেঘঃ 'স্বালোকনামৃতৈঃ' নিজদর্শন রূপামৃত-জলৈঃ করণৈঃ 'গৌড়োদ্যানং' গৌড়দেশ মিব পুষ্পবনং 'সিঞ্চন্' সন্ 'ভবাগ্নি-দগ্ধ জনতা বীরুধঃ' ভবাগ্নিনা সংসারাগ্নিনা জন্মজরাচিন্তারূপাগ্নিনা ইত্যর্থ দগ্ধাঃ সন্তাপিতাঃ জনতাঃ জন সমূহা এব বীরুধঃ লতা স্তাঃ 'সমজীব-য়ৎ' জীবয়ামাস ॥ ১৯০ ॥

গৌরজলদ নিজ দর্শনামৃতে গৌড়োদ্যান সিক্ত করতঃ সংসারাগ্নিসন্তাপিত লোকলতাদিগের জীবনদান করিলেন ॥ ১৯০ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন;
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন;
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচনঃ—
'নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে;
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়;
গোঁসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়'।
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুই জন সনে;
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে।
দুঁহে কহে 'রথযাত্রা কর দরশন;
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন'।
কার্ত্তিক আইলে কহে 'এবে মহা শীত;
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত'।
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়;
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ;
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন।

তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ ;
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন।
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে ;
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা পরম উল্লাসে।
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে
নিত্যানন্দ প্রভুকে, প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ;
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে, দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ?
আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই ;
বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ তিন ভাই ;
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া ;
কুলীন গ্রাম বাসী চলে পট্টডুরী লঞা।
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ;
সর্ব্ব ভক্ত চলে ; তার কে করে গণন ?
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান ;
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান।
সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাঁসা স্থান ;
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান।
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী ;
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত জননী।
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী ;
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্য দাস ;
তিঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস।
আচার্য্য রত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ;
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি।
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ;
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে।
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান ;
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান।

ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে ;
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে।
রেমুণা আসি কৈল গোপীনাথ দরশন ;
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন।
নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে ;
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে।
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাঁহাঞি রহিলা ;
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা।
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ ;
ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল স্থাপন ;
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ;
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ;
মহাপ্রভুর মুখে আগে যে কথা শুনিল ;
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ;
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ।
এই মত চলি চলি কটক আইলা ;
সাক্ষী গোপাল দেখি সে দিন রহিলা।
সাক্ষী গোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ;
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে ;
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে।
আঠার নালায় আইলা গোঁসাঞি শুনিয়া ;
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাত দিয়া।
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল ;
অদ্বৈত, অবধূত গোঁসাঞি—বড় সুখ পাইল।
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ;
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন।
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ
আগু বাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন।

নরেন্দ্র আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা ;
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা।
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায় ;
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়।
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন ;
সবা লঞা আইলা প্রভু আপন ভবন।
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল ;
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল।
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসা স্থান ;
তাঁহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম।
এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস ;
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন বিলাস।
পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা কাল যবে আইল ;
সবা লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল।
কুলীন গ্রামীর পট্টডুরী জগন্নাথে দিল ;
পূর্ব্ববৎ রথ আগে নর্ত্তন করিল।
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল উদ্যানে ;
বাপী তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে।
রাঢ়ী এক বিপ্র তিঁহো নিত্যানন্দ দাস ;
মহাভাগ্যবান্ তিঁহো নাম কৃষ্ণদাস ;
ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল ;
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল।
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল ;
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল।
পূর্ব্ববৎ রথ যাত্রা কৈল দরশন ;
হোরা পঞ্চমী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ।
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ;
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।

প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী ;
ভক্ত্যে দাসী অভিমান, স্নেহেতে জননী।
আচার্য্য রত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ;
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ।
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা ;
কিবা যুক্তি করে প্রভু নিভৃতে বসিয়া।
আচার্য্য গোঁসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে ;
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে।
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন ;
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কেহ না বুঝিল ;
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
নিত্যানন্দে কহে প্রভু 'শুনহ শ্রীপাদ !
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ;
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা ;
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা।
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে ;
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে'।
নিত্যানন্দ কহে 'আমি দেহ, তুমি প্রাণ ;
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ।
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন ;
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম'।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন ;
এই মত বিদায় দিল সব ভক্তগণ।
কুলীন গ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন ;
'প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন'।
প্রভু কহে 'বৈষ্ণব সেবা, নাম সংকীর্ত্তন
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ'।
তিঁহো কহে 'কে বৈষ্ণব ? কি তার লক্ষণ' ?
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মনঃ—

'কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে ;
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে'।
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল :
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল।
'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ;
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান'।
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ ;
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম।
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা ;
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা।
স্বরূপ সহিত তাঁর হয় সখ্য প্রীতি ;
দুই জনায় কৃষ্ণ কথায় একত্রই স্থিতি।
গদাধর পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল ;
ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল।
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন ;
দেখিয়া সম্বণ হৈল বিদ্যানিধির মন।
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া
দুই ভাই চড়ান্ তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া।
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। (১)
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ ;
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন।
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ ;
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ।
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল ;
দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে ;
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে। (২)

১ বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস—চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৮ম অধ্যায় দেখ।

২ আর দুই বৎসর—সন্ন্যাস গ্রহণের পর দাক্ষিণাত্যে গমন প্রত্যাগমনে দুই বৎসর ও

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা ;
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা।
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে ;
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে।
'বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন ;
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন।
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি ;
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি।
গৌড় দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয় ;
জননী, জাহ্নবী, এই দুই দয়াময়।
গৌড় দেশ দিয়া যাব তাঁ' সবা দেখিয়া ;
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া'।
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয় ;
'প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়'।
দুঁহে কহে 'এবে বর্ষা চলিতে নারিবা ;
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা'।
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান ;
বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান।
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা ;
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা।
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা ;
উড়িয়া ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা।
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা ;
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা।
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া ;
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া।
প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা ;
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।

নীলাচলে দুই বৎসর এই চারি বৎসর অতীত হইলে পঞ্চম বর্ষে চৈতন্যপ্রভু ব
দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন।

কটক আসিয়া কৈল গোপাল দরশন ;
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল ;
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাঁসা কৈল।
ভিক্ষা করি বকুল তলে করিলা বিশ্রাম ;
প্রতাপরুদ্র ঠাঁঞি রায় করিল পয়ান।
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা ;
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল ;
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রু জল।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ;
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম ;
প্রভুর কৃপা অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান।
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল ;
কায় মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌর ধাম ;
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা জগতে হৈল নাম।
রাজ পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন ;
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল ;
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল।
'গ্রামে গ্রামেতে নূতন আবাস করিবা ;
পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা।
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা ;
রাত্রি দিন বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা'।
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন, মঙ্গরাজ ;
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা 'কর সব কাজ।
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে ;
মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদী পারে।

'তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি;
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস;
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ'।
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল;
হস্তী উপরে তাম্বু গৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল।
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা;
সন্ধ্যায় চলিল প্রভু নিজগণ লঞা।
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান;
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম।
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়।
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে;
কৃষ্ণ প্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে।
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈলা নদীপার;
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইল চতুর্দ্বার।
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নান কৃত্য কৈল;
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল।
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে;
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে।
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি;
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি।
রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরি চন্দন;
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন।
প্রভু সঙ্গে পুরী গোঁসাঞি, স্বরূপ দামোদর;
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর;
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর;
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর;
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ;
প্রধান কহিল সবার কে করে গণন?

গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা ;
'ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িও' প্রভু নিষেধিলা।
পণ্ডিত কহে 'যাঁহা তুমি সেই নীলাচল ;
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল'।
প্রভু কহে 'ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন' ;
পণ্ডিত কহে 'কোটি সেবা ত্বৎপদ দর্শন'।
প্রভু কহে 'সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ ;
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ'।
পণ্ডিত 'কহে সব দোষ আমার উপর ;
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর।
আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি ;
প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ, তার আমি ভাগী'।
এত বলি পণ্ডিত গোঁসাঞি পৃথক্ চলিলা ;
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা।
পণ্ডিতের চৈতন্য প্রেম বুঝন না যায় ;
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ সেবা ছাড়িল তৃণ প্রায়।
তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ :
তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয় রোষ।
'প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ ;
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূর দেশ।
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজ সুখ ;
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ।
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল ;
আমার শপথ যদি আর কিছু বল'।
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ;
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা।
পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা;
ভট্টাচার্য্য কহে 'উঠ ঐছে প্রভুর লীলা।
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ;
ভক্ত কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যং

'স্বনিগম মপহায় মৎ প্রতিজ্ঞা
মৃত মধিকর্ত্তু মবপ্লুতো রথস্থঃ
ধৃতরথ চরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ' ॥ ১৯১ ॥

'স্বনিগমং' অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীত্যেবং ভূতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং 'অপহায়' হিত্বা 'মৎপ্রতিজ্ঞাং' শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি এবং রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং 'ঋতং' সত্যং যথা ভবতি তথা 'অধিকর্ত্তুং' অধিকাং কর্ত্তুং 'রথস্থঃ' সন্ 'অবপ্লুতঃ' সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ যঃ 'অভ্যয়াৎ' অভিমুখমধাবৎ। 'ইভং' হস্তিনং 'হন্তুং' 'হরিঃ' সিংহঃ ইব। কিম্ভূতঃ 'ধৃতরথচরণঃ' ধৃতো রথচরণ শ্চক্রং যেন সঃ তদাচ সংরম্ভেণ মনুষ্য নাট্য বিস্মৃতে রুদরস্থ সর্ব্বভূত ভুবন ভারেণ প্রতিপদং 'চলদ্গুঃ' চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাৎ সঃ পুনঃ 'গতোত্তরীয়ঃ' গতং পতিতং উত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য সঃ কৃষ্ণো মে গতি র্ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ১৯১ ॥

ইনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ অর্জ্জুনের রথ হইতে অতরণ পূর্ব্বক রথচক্র ধারণ করতঃ সিংহ যেমন হস্তী মারিবার জন্য ধাবিত হয় তদ্রূপ আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন; তৎকালে ইঁহার প্রতিপদ বিক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল এবং পরিধেয় উত্তরীয় স্খলিত হইতেছিল ॥ ১৯১ ॥

'এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া;
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া'।
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা;
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা।
প্রভু লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ;
ভক্ত ধর্ম্ম হানি প্রভুর না হয় সহন।

প্রেমের বৃত্তান্ত ইহা শুনে যেই জন ;
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ।
দুই রাজ পাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায় ;
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়।
প্রভু বিদায় দিল, রায় যান তাঁর সনে ;
কৃষ্ণ কথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে।
প্রতি গ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ
নব্য গৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন।
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা ;
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা। (১)
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন ;
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন।
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন ;
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন।
তবে ওড্র (২) দেশ সীমা প্রভু চলি আইলা ;
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা।
দিন দুই চারি তিঁহো করিল সেবন ;
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ।
'মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার ;
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার।
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার ;
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার। (৩)

---

১ রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা—রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত গিয়া বিদায় হওয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (মধ্যঃ ১৭ পৃঃ ৪ পংক্তি দেখ); কিন্তু এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে যে তিনি রেমুণা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা-গ্রাম ও প্রায় ২৮।২৯ মাইল দক্ষিণে ভদ্রক নগর।

২ ওড্র দেশ—উৎকল রাজ্যের প্রাচীন নাম। আর্য্য দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বে আদিম অধিবাসীরা এই নামে আপনাদের দেশকে অভিহিত করিয়াছিল।

৩ পিছলদা—নদী কেহ ইত্যাদি—নদী—বোধ হয় সুবর্ণ রেখা নদী।

'দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে ;
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে'।
সেই কালে সে যবনের এক অনুচর
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর।
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া ;
হিন্দু চর কহে সেই যবন পাশ গিয়া।
'এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে ;
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে।
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ;
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে ;
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে।
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায় ;
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়।
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি ;
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি'।
এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায় ;
হাঁসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়।
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল ;
আপন বিশ্বাস, উড়িয়া স্থানে পাঠাইল। (১)
বিশ্বাস আসিয়া প্রভু চরণ বন্দিল ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল।
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি ;
'তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী।
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া ;
যবন অধিকারী যান প্রভুকে মিলিয়া।

১ আপন বিশ্বাস ইত্যাদি—ঐ যবন রাজের বিশ্বাস অর্থাৎ হিন্দু, কর্ম্মচারী (Private Secretary) উড়িয়া রাজ কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরিত হইল। এই যবন রাজ বোধ হয় একজন পরাক্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী বা বঙ্গেশ্বরের সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইবেন। 'প্রভু স্থানে' পাঠাইল পাঠও আছে।

'বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, করিয়াছে বিনয়;
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়'।
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়; (১)
'যদ্যপি যবনের চিত্ত; ঐছে কে করয়?
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল;
দর্শন স্মরণে যাঁর জগত তরিল'।
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন;
'ভাগ্য তার আসি করুক প্রভু দরশন।
প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া'।
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল;
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল।
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া।
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান;
যোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণ নাম।
'অধম যবন কুলে কেন জন্ম হৈল?
বিধি মোরে হিন্দু কুলে কেন না জন্মাইল?
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ সন্নিধান;
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ'।
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া।
'চণ্ডাল পবিত্র যার শ্রীনাম শ্রবণে;
হেন তোমায় এই জীব পাইল দর্শনে।
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়?
তোমার দর্শন প্রভাব এই মত হয়'।

---

১ মহাপাত্র—উৎকল রাজের সীমান্ত প্রদেশের শাসন কর্ত্তা; যাঁহাকে পূর্ব্বে উড়িয়া বলা হইয়াছে। মহাপাত্র—পারিবারিক উপাধি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং

'যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ
প্রহ্বনাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুন স্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ' ॥ ১৯২ ॥

হে 'ভগবন্' 'ক্বচিৎ' 'অপি' কদাচিদপি 'যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ' যৎ যস্য তব নামধেয়স্য নামনমূহস্য শ্রবণং অনু কীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ 'যৎ-প্রহ্বনাৎ' যস্য তব নমস্কারাৎ 'যৎ স্মরণাৎ' যস্য তব স্মরণাৎ 'শ্বাদঃ' শ্বান-মত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি 'সদ্যঃ' তৎক্ষণাদেব 'সবনায়' সোমযাগায় 'কল্পতে' যোগ্যো ভবতি সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতি ইত্যর্থঃ 'নু' ভোঃ 'পুনঃ' 'তে' তব 'দর্শনাৎ' 'কুতঃ' তব দর্শনাৎ কিং ভবতি তদহং ন জানামীত্যর্থঃ। ১৯২।

হে ভগবন্! যখন তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন অথবা তোমাকে স্মরণ বা নমস্কার করিলে শ্বপচও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমযাগকারী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয় হয়; তখন তোমার দর্শনলাভে যে কি ফল লাভ হয়, তাহা বলা যায় না ॥ ১৯২ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা দৃষ্টি করি;
আশ্বাসিয়া কহে 'তুমি কহ কৃষ্ণ হরি'।
সেই কহে 'মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার;
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার।
গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা করেছি অপার;
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার'।
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে 'শুন মহাশয়!
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়।

'তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার ;
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার'।
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ;
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হঞা।
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি ;
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি।
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া
প্রভুকে আনিল নিজ বিশ্বাস পাঠাইয়া।
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর সনে ;
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে।
এক নবীন নৌকা মধ্যে এক ঘর ;
স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর।
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায় ;
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায়।
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল ;
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল।
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল ;
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে ;
সে কালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে।
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ;
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য।
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী ; (১)
নাবিকে পরাইল প্রভু নিজ কৃপাসাটী।

---

১ পানিহাটী—সুবর্ণ রেখায় নৌকারোহণ করিয়া মন্ত্রেশ্বর নদী পার হইয়া গৌরচন্দ্র পিছলদা পৌঁছিলেন ; সেখানে যবন রাজকে বিদায় দিয়া নৌকাযোগে পানিহাটী (পেনেটী) আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বোধ হয় সুবর্ণ রেখার মুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন তিনি উড়িষ্যায় প্রথম আসিয়াছিলেন তখনকার পথ ও এই পথ বোধ হয় একই পথ। মধ্যঃ ৭০ পৃঃ ১টীকা দেখ।

প্রভু আইলা বলি লোক হৈল কোলাহল ;
মনুষ্য ভরিল সব জল আর স্থল।
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা ; (১)
পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্ট সৃষ্টে আইলা।
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ;
প্রাতেঃ কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস। (২)
তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর ;
বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর। (৩)
বাচস্পতি গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা ; (৪)
লোক ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ;

---

১ রাঘব পণ্ডিত—আদিঃ ২৭৩ পৃঃ ২টীকা ও মূল দেখ। রাঘব গৃহে গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘবের শিষ্য মকরধ্বজ করের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আদি ২৭৭ পৃঃ ১ টীকা দেখ।

২ যাঁহা শ্রীনিবাস—গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও উৎকল যাত্রার পরেই শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে (হালি সহরে) আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন। চারি সহোদরের মধ্যে তখন কেবল শ্রীবাস ও শ্রীরাম জীবিত ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে ধন উপার্জ্জনের জন্য ভিক্ষা বা অন্য উপায় অবলম্বনের উপদেশ করিলে বিশ্বাসী শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া বলিয়াছিলেন যে যদি তিন উপবাসের পরও ভক্ষ্য দ্রব্য আপনা হইতে না আইসে তাহা হইলে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিবেন ; তথাচ ধন উপার্জ্জনের চিন্তা করিবেন না।

বাসুদেব গৃহে—বাসু দেব ঘোষ একজন সুগায়ক ছিলেন। ইনি ও ইঁহার আর দুই সহোদর গোবিন্দ ও মাধব, চৈতন্য প্রভুর আজ্ঞায় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাস কুমারহট্টে ছিল। আদিঃ ২৮৪ ১টীকা ও ২৯২ পৃঃ ১টীকা দেখ। চৈতন্য ভাগবতের মতে শ্রীবাস গৃহেই বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন ও আচার্য্য পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাসুদেবকে গৌরচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে আমার শরীর পর্য্যন্ত বাসুদেব দত্তের ; দত্ত আমাকে যেখানে বেচেন আমি সেই খানে বিকাই। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫ অধ্যায়। আদিঃ ২৭৬ পৃঃ ১নং ৪ পংক্তি, ২৭৪ পৃঃ ২।৩ পংক্তি ও মধ্যঃ ৩৩৮ পৃঃ দেখ।

বাচস্পতি গৃহে—প্রকারে তারিলা—মধ্যঃ ১৭ পৃঃ ৩ ও ৪ টীকা দেখ। বিদ্যাবাচস্পতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা ও নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বোধ হয় চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি নবদ্বীপের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টের নিকট বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্য প্রভু উৎকল হইতে আসিয়া কিছু দিন গঙ্গাস্নান

মাধব দাস গৃহে তথা শচীর নন্দন ;
(লক্ষ কোটী লোক তথা পাইল দর্শন) ।
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা ;
সব অপরাধীগণ প্রকারে তারিলা ।
শান্তিপুরাচার্য্য গৃহে ঐছে আইলা ;
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ।
তাঁহা হৈতে যৈছে রামকেলি গ্রামে গেলা ; (১)
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা ;

করিবেন বলিয়া ইঁহার গৃহে বাস করিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট হইয়া পড়ায় নবদ্বীপ অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক আসিতে লাগিল ; তাহাতে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি বাচস্পতিকে কিছু না বলিয়া একদিন রজনী যোগে নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়জন আত্মীয় সঙ্গে নবদ্বীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে মাধবদাস নামক ব্রাহ্মণের গৃহে পলাইয়া আসিয়া ছিলেন। এদিকে গৌর-চন্দ্রকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোক সকল বাচস্পতিকে, নানা রূপ তিরস্কার করিতে লাগিল। প্রভুর কুলিয়া গমনের কথা বাচস্পতি যখন শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি আত্মদোষ ক্ষালনার্থ সেই সকল লোক সঙ্গে লইয়া কুলিয়াতে আসিলেন ও চৈতন্য প্রভুকে অনুরোধ করিয়া সকলের সমক্ষে আনিয়া অযথা কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কথিত আছে যে, যে সকল লোক গৃহাশ্রমে থাকার সময়ে চৈতন্য প্রভু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নিন্দা গ্লানি করিত, তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিয়া বিদায় করিলেন। কুলিয়াতে তিনি যে সকল লোককে উদ্ধার করিয়া ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে দেবানন্দ পণ্ডিত ও চাঁপাল গোপাল প্রধান। তাঁহাদের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (মধ্যঃ ১৭ পৃষ্ঠা ৫টীকা, ১৮ পৃষ্ঠা ১টীকা ও আদিঃ ২৮০ পৃঃ ৭ ও ৮ পংক্তি দেখ)। সাধু নিন্দা ও পর নিন্দা হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে পুনর্ব্বার নিন্দা না করা ও নিন্দিতের স্তুতি করা ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা ইহার একমাত্র উপায়। এই সময়ে এত লোক সমবেত হইয়াছিল যে গঙ্গাপার হইবার জন্য বহু সংখ্যক নৌকা রাখিতে হইয়াছিল এবং কুলিয়া গ্রামে এক মহামেলা বসিয়া গিয়াছিল। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩ অধ্যায়।

১ তাঁহা হৈতে—চৈতন্য ভাগবতের ভ্রমণ বৃত্তান্তের ক্রম বর্ণনার সহিত চরিতামৃতের বর্ণনা কিছু বিভিন্ন দেখা যায় ; চৈতন্য ভাগবতে প্রথমে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে তাহার পর কুলিয়া হইতে রামকেলি ; তৎপরে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে; সেখান হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাস গৃহে ; তৎপরে পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে ; ও অবশেষে

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস ;
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। (১)
অতএব ইহা তার না কৈল বিস্তার ;
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার।
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন ;
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ; (২)
সূত্র মধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিলা ;
অতএব পুনঃ তাহা ইহা না লিখিলা।
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা ;
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা।
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর ;
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ;

বরাহনগরে ভাগবত পরায়ণ এক ব্রাহ্মণকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দিয়া উড়িষ্যায় প্রত্যাগমন করা বর্ণিত হইয়াছে ; এবং চাঁপাল গোপালের উদ্ধার কুলিয়া গ্রামে না হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে হওয়া কথিত হইয়াছে। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩, ৪, ৫ অধ্যায় দেখ।

১ বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৪ অধ্যায়। শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে একটী সন্ন্যাসী অতিথি আসিয়া আচার্য্যকে 'কেশব ভারতী, চৈতন্যের কে' ? এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; 'ভারতী চৈতন্যের গুরু' অদ্বৈত এই উত্তর দিলে তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র অচ্যুতানন্দ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও 'চৈতন্য জগদ্গুরু তাঁহার আবার গুরু কে ?' ইহা বলিয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন। পুত্রের ঈদৃশ চৈতন্যনিষ্ঠা দেখিয়া অদ্বৈত প্রেমে বিহ্বল হইয়া পুত্র কোলে আঙ্গিনায় নৃত্য করিতে লাগিলেন ; এমন সময় স্বগণ লইয়া মহাপ্রভু তাঁহার আলয়ে উপনীত হইলেন ; অদ্বৈতের আনন্দের সীমা থাকিল না। তখন তিনি দোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণকে আনাইলেন। মাতা পুত্রের পুনর্মিলনে উভয়ের সুখসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। ১০ দিন পর্য্যন্ত মাতা স্বহস্তে পাক করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইলেন। এই সময়ে অদ্বৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর তিথি আরাধনা (death anniversary) উপলক্ষে অদ্বৈত গৃহে এক মহোৎসব হইল। এই খানে চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তের রচিত রামাষ্টক শুনিয়া গুপ্তের রামদাস নাম দৃঢ় করিয়া দিলেন ; বালক রঘুনাথ দাস আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লইয়া গেল ; ও মাতাকে স্তব স্তুতি করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া মহাপ্রভু পুনর্নীলাচল প্রত্যাগমন করিলেন।

২ যৈছে রূপ সনাতন...নৃসিংহানন্দ—মধ্যঃ ১৮ পৃঃ ২ টীকা ও ১৮ হইতে ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

মহৈশ্বর্য্য যুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য ;
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য।
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায় ;
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দুঁহার ;
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় ভ্রাতৃ ব্যবহার।
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে ;
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জনে।
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস ;
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস।
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা ;
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা।
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ;
প্রভু পাদ স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া।
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন ;
অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন।
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত্র।
প্রভুর চরণ দেখি দিন পাঁচ সাত
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ;
তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল।
বারবার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে ;
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখেন আনি পথ হৈতে।
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে ;
চারি সেবক দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে।
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর ;
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর।
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুরে আইলা ;
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা।
'আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ ;
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন'।

শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া;
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া।
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে;
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে :—
'রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব?
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব?'
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন;
শিক্ষা রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন :—
'স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল;
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া;
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার;
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে;
তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে।
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে;
কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে?'
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল;
ঘরে আসি তিঁহ প্রভুর শিক্ষা আচরিল।
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা।
দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় তুষ্ট হৈল;
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল।
ইহা প্রভু এক এক করি সব ভক্তগণ;
অদ্বৈত নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন;
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি;
'সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই।
'সবার সহিত ইহা হইল মিলন;
এবর্ষে নীলাদ্রি কেহ না কর গমন।

'ইহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব ;
সবে আজ্ঞা দেহ, তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব'।
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল ;
বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর আজ্ঞা নিল।
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া ;
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা।
সেই সব লোক পথে করেন সেবন ;
সুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন।
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল ;
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল।
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ;
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা।
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম ;
বাণীনাথ, শিখি আদি যত ভক্তগণ ;
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা ;
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা :—
'বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া ;
নিজ মাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া ;
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন ;
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে ;
লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে।
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ ;
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ।
কষ্ট সৃষ্ট করি গেলাম রামকেলি গ্রাম ;
আমার ঠাঞি আইলা রূপ সনাতন নাম।
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপাপাত্র ;
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র।
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ ;
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন।

'তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে ;
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে :—
"উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে ;
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে"।
এত কহি আমি যবে দোঁহে বিদায় দিল ;
গমন কালে সনাতন প্রহেলী কহিল :—
"যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ;
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী"।
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান ;
প্রাতেঃ চলি আইলাম কানাইর নাটশাল গ্রাম।
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল ;
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল :—
"যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ;
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী"।
ভালত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে ;
লোক দেখি কহিবে মোরে "এই এক চঙ্গে"।
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন ;
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন।
মাধবেন্দ্র পুরী তথা গেল একেশ্বরে ;
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে।
বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তথারে ;
বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে।
একা যাইব কিংবা সঙ্গে ভৃত্য একজন ;
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন।
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া ;
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া।
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির ;
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর।
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে ;
আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে।

'নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবন ?
সবে মিলি যুক্তি দেহ লঞা পরসন্ন।
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহ দুঃখ পাইল ;
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল'।
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
প্রভু পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া :—
'তুমি যাঁহা যাঁহা রহ, তাঁহা বৃন্দাবন ;
তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থগণ।
প্রভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে ;
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে।
এই যে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ;
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস।
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন ;
আপন ইচ্ছায়, চল, রহ, কে করে বারণ' ?
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে ;
'সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে'।
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা ;
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা।
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ ;
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন ;
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন।
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার ;
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার।
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত ;
তবু এক লীলার তিঁহ নাহি পায় অন্ত।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড় গমন বিলাসো নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণ খগান্ বনে
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্মৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণ জল্পিনঃ ॥১৯৩॥

'গৌরঃ' 'বৃন্দাবনং' গচ্ছন্' সন্ 'বনে' বনপথি 'ব্যাঘ্রে ভৈণ খগান্' ব্যাঘ্রাঃ ইভাঃ হস্তিনঃ এণাঃ মৃগাঃ খগাঃ পক্ষিণ স্তান্ সর্ব্বান্ 'প্রেমোন্মত্তান্' প্রেমাবিষ্টান্ তথা 'কৃষ্ণ জল্পিনঃ' কৃষ্ণনাম জাপকান্ 'বিদধে' কৃতবান্ কিম্ভূতান্ 'সহ' প্রভুনা সহ 'নৃত্যান্' নৃত্যন্তি যে তান্॥ ১৯৩॥

বৃন্দাবন যাইতে যাইতে গৌরচন্দ্র বনপথে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষীদিগকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া প্রেমাবিষ্ট করিলেন; তাহারা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। ১৯৩।

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈত চন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি;
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি:—
'মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন;
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন।
ব্যাঘ্রে উঠি বন পথে পলাইয়া যাব;
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব।
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি যায়;
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়।
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুখ;
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ'।

দুই জন কহে 'তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
যে ইচ্ছা সে করিবা নহ পরতন্ত্র।
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন ;
"তোমার সুখে আমার সুখ" কহিলে এখন।
আমা দুঁহার মনে তবে বড় সুখ হয় ;
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয়।
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি ;
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি।
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ;
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন'।
প্রভু কহে 'নিজ সঙ্গী কাহো না লইব ;
একজন নিলে আনের মনে দুঃখ হব।
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন ;
ঐছে যদি পাই তবে লই এক জন'।
স্বরূপ কহে 'এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ;
তোমাতে সুস্নিগ্ধ দড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য।
প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে ; (১)
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে।
ইহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য ;
ইহো পথে করিবেন সেবার ভিক্ষা কৃত্য।
ইহা সঙ্গে লও যদি হয় সবার সুখ ;
বনপথে যাইতে তোমার নাই কোন দুখ।
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু ভাজন ;
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন'।
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল।

---

১ প্রথমে তোমার সঙ্গে ইত্যাদি—শান্তি পুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন সময়ে কেবল মাত্র বলভদ্র ও দামোদর পণ্ডিত সঙ্গে আসিয়া ছিলেন। মধ্যঃ ২৬ পৃঃ ১/৮ পংক্তি দেখ।

পূর্ব্ব রাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা ;
শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া।
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া ;
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া।
স্বরূপ গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ ;
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন।
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা ;
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা ;
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া।
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকর গণ ;
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহা ভয় ;
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়।
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ;
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ।
প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান ;
মত্ত হস্তী যূথ আইল করিতে জলপান।
প্রভু জল কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা ;
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি ধাইলা।
সেই জলবিন্দু কণা লাগে যার গায় ;
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে ধায়।
কেহ ভূমি পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার ;
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার !
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন ;
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগগণ।
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভু সঙ্গে ;
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে এক বিংশাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং

'ধন্যাঃস্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দন মুপাত্ত বিচিত্র বেশং
আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধূর্ব্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ' ॥ ১৯৪ ॥

হে সখি! 'মূঢ় গতয়োঽপি' মূঢ়া বিবেকহীনা গতির্জ্ঞানং যাসাং মতয় ইতি পাঠে তথৈবার্থঃ তথাভূতা অপি তির্য্যগ্ জাতয়োঽপি 'এতাঃ' দৃশ্যমানাঃ 'হরিণ্যঃ' বনোচারিণ্যোঽপি 'ধন্যাঃ' কৃতার্থাঃ 'স্ম' বিস্ময়ে। 'যাঃ' হরিণ্যঃ 'বেণুরিফিতং' বেণুনাদং 'আকর্ণ্য' শ্রুত্বা 'সহ কৃষ্ণসারাঃ' স্বপতিভিঃ কৃষ্ণ সারৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ 'উপাত্ত বিচিত্র বেশং' উপাত্তাঃ স্বীকৃতাঃ গৃহীতা ইত্যর্থঃ বিচিত্রাঃ বেশাঃ যেন তং 'নন্দনন্দনং' শ্রীকৃষ্ণং প্রতি 'প্রণয়াবলোকৈঃ' প্রণয়সহিতৈ রবলোকনৈঃ 'বিরচিতাং' 'পূজাং' সম্মানং 'দধূঃ' কৃতবত্যঃ ॥ ১৯৪ ॥

হে সখি। এই সকল হরিণী অজ্ঞান তির্য্যগ্ জাতী হইলেও ধন্য; কারণ বেণুগান শ্রবণ করিয়া ইহারা নিজ পতি কৃষ্ণসারদিগের সহিত বিচিত্র বেশধারী নন্দনের প্রতি প্রণয়াবলোকন দ্বারা পূজা প্রদান করিতেছে। ১৯৪।

হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত;
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাত।
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল;
বৃন্দাবন গুণ বর্ণন শ্লোক পড়িল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'যত্র নৈসর্গ দুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতা বাস দ্রুতরুট্ তর্ষণাদিকে' ॥ ১৯৫ ॥

'যত্র' বৃন্দাবনে 'নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ' নৈসর্গেণ স্বভাবেন দুর্ব্বৈরাঃ পরস্পরং প্রতিকার্য্যবৈরবন্তোঽপি 'নৃমৃগাদয়ঃ' নরঃ নরাঃ মৃগাঃ মৃগসিংহাদয় ইত্যর্থঃ আদির্যেষাং তে 'মিত্রাণি ইব' 'সহ' একত্র 'আসন্' প্রতি বসন্তিস্ম কথম্ভূতে বৃন্দাবনে 'অজিত বাসদ্রুতরুট্ তর্ষণাদিকে' অজিতস্য যোগাদিনা হ্যদ্যাপি বশীকর্ত্তুমশক্যস্য ভগবতঃ আবাসঃ সদাবস্থিতি স্তেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্ ক্রোধঃ তর্ষণাদয়ো লোভাদয়ো যস্মাৎ তস্মিন্। ১৯৫।

ভগবান্ অচ্যুতের নিত্য নিবাসভূমি বলিয়া বৃন্দাবন হইতে লোভ ক্রোধাদি পলায়ন করিয়াছিল এবং মনুষ্য সিংহাদি জীবসকল পরস্পরের স্বাভাবিক বৈরভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন্ধুভাবে কালযাপন করিতেছিল। ॥ ১৯৫ ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ বলি প্রভু যবে বৈল ;
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল।
নাচে কুঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে।
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন ;
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন।
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ;
তা 'সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা।
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে, নাচে মত্ত হঞা।
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি ;
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি।
ঝারি খণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত ; (১)
কৃষ্ণ নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি ;
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি।

---

১ ঝারিখণ্ড—সেই বনের নাম ; বোধ হয় ছোট নাগপুর প্রদেশের জঙ্গল বিশেষ।

কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ;
তার মুখে আন শুনে, তার মুখে আন।
সবে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে ;
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে।
যদ্যপি প্রভু লোক সঙ্ঘট্টের ত্রাসে
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ;
তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে।
গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশ গিয়া ;
লোকের নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া।
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারি খণ্ড ;
(ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড।)
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ;
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে শক্তি কার ?
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন ;
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন।
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী ;
তাঁহা তাঁহা নাচে প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি।
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল ;
যাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল।
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ—
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ।
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে ;
কেহ দুগ্ধ দধি, কেহ ঘৃত খণ্ড আনে।
যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূদ্র মহাজন
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য পাক করে বহু ব্যঞ্জন ;
বহু ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন।
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি

তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক ;
ফল মূলের ব্যঞ্জন করেন বন্য নানা শাক।
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে ;
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে।
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস :
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস।
নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার ;
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে ; কাষ্ঠ অপার।
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জন গমন ;
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন :—
'শুন ভট্টাচার্য্য ! আমি গেলেম বহুদেশ ;
বন পথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ।
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল ;
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল।
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার ;
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণ, দেখিব একবার।
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ;
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন।
এত ভাবি গৌড়দেশে করিলাম গমন ;
মাতা, গঙ্গা, ভক্ত, দেখি সুখী হৈল মন।
ভক্তগণ লয়ে তবে চলিলাম রঙ্গে ;
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে।
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা ;
তাঁহা বিঘ্ন করি বন পথে লঞা আইলা।
কৃপার সমুদ্র ! দীনহীনে দয়াময় !
কৃষ্ণ কৃপা বিনে কোন সুখ নাহি হয়'।
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল ;
'তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল'।
তিঁহো কহেন 'তুমি কৃষ্ণ ! তুমি দয়াময় !
অধমজীব মুঞি, মোরে হইলা সদয়'।

'মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা;
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষাও করিলা।
অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান;
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্'।

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীমদ্ভাগবতস্য প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিবাক্যং

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমনান্দ মাধবং' ॥ ১৯৬ ॥

'যৎকৃপা' যস্য ভগবতঃ কৃপা 'মূকং' বাক্‌শক্তিরহিতং জনং 'বাচালং' সুবক্তারং 'করোতি' তথা 'পঙ্গুং' গমন শক্তি রহিতং জনং 'গিরিং' পর্ব্বতং 'লঙ্ঘয়তে' উত্তীর্ণং করোতি 'তং' 'পরমানন্দ মাধবং' অহং 'বন্দে'॥ ১৯৬ ॥

যাঁহার কৃপায় মূক বাক্‌শক্তি লাভ করে এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়; সেই সচ্চিদানন্দ মাধবের আমি বন্দনা করি ॥ ১৯৬ ॥

এই মত বলভদ্র করেন স্তবন;
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন।
এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী;
মধ্যাহ্ন স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি।
সেইকালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান; (১)
প্রভু দেখি হইল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান।
'পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস';
নিশ্চয় করিলে হৈল হৃদয়ে উল্লাস।
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন;
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর দরশনে;
তবে আসি দেখে বিন্দু মাধব চরণে।

---

১ তপন মিশ্র—আদি ৩।১ পৃঃ ৬ পংক্তি ও ১টীকা দ্রষ্টব্য।

ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ;
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া।
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ;
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন :
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন।
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা ;
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা।
মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর নিজ দাস ;
বৈদ্য জাতি লিখন বৃত্তি বারাণসী বাস।
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন ;
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন।
চন্দ্রশেখর কহে 'প্রভু বড় কৃপা কৈলা ;
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা।
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে ;
'মায়া' 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে।
ষড়্ দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ;
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ কথা।
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ;
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন।
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন ;
দিন কত রহি তার ভৃত্য দুইজন'।
মিশ্র কহে 'প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবে ;
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্যত্র না মানিবে।
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ;
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে।
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে ;
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে।

বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে, প্রভু নাহি মানে ;
প্রভু কহে 'আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে'।
এই মত প্রতিদিন করেন বঞ্চন ;
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ।
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা।
সেই বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার ;
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার :—
'এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ;
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে।
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ ;
আজানু লম্বিত ভুজ, কমল নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ;
সকল দেখিয়ে তাঁতে, অদ্ভুত কথন !
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ ;
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে ;
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে।
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহ্বা তাঁর গায় ;
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়।
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন ;
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন।
জগত মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণ চৈতন্য নাম ;
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম।
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি ;
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি' ?
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা ;
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা :—
'শুনিয়াছি গৌড় দেশে সন্ন্যাসী ভাবক ;
কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক ;

'চৈতন্য নাম তার, ভাবকগণ লঞা
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া।
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে;
ঐছে মোহন বিদ্যা; যে দেখে সে মোহে।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল;
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।
সন্ন্যাসী নাম মাত্র, মহা ইন্দ্রজালী;
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালি।
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইও তার পাশ;
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ'।
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল।
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন;
প্রভু আগে দুঃখী হঞা করে বিবরণ।
শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা;
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা:—
'তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল;
সেহ তোমার নাম জানে আপনে কহিল।
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার;
'চৈতন্য! চৈতন্য!' করি কহে তিন বার।
তিন বারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে;
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে।
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি;
তোমা দেখি মুখ মোর বলে কৃষ্ণ হরি'।
প্রভু কহে 'মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী;
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি।
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম;
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ স্বরূপ, দুইত সমান।
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন এক রূপ;
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ।

'দেহ, দেহী, নাম, নামী, কৃষ্ণে নাহি ভেদ;
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ, বিভেদ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাস স্যৈকাদশ বিলাসে ঊনসপ্তত্যধিক দ্বিশতাঙ্কধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ'॥১৯৭॥

'কৃষ্ণঃ' 'নাম চিন্তামণিঃ' নাম্ন শ্চিন্তায়া মণিঃরত্নমেব স্যাৎ সএব 'চৈতন্যঃ' জ্ঞানরূপঃ পুনঃ 'রস বিগ্রহঃ' রস এব বিগ্রহঃ স্বরূপঃ যস্য সঃ। পুনঃ 'পূর্ণঃ' পরিপূর্ণঃ 'শুদ্ধঃ' পবিত্র স্বরূপঃ তথা 'নিত্যং' সর্ব্বদৈব 'নামনামিনোঃ' দ্বয়োঃ 'অভিন্নাত্মা' 'উক্তঃ' কথিতঃ ॥ ১৯৭ ॥

নাম চিন্তামণিই শ্রীকৃষ্ণ; তিনি চৈতন্য স্বরূপ, রসবিগ্রহ এবং পূর্ণ পবিত্র, তিনি নাম ও নামধারী এই উভয়ের অভিন্নাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৯৭ ॥

'অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস;
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ;
কৃষ্ণের স্বরূপ সম হয় চিদানন্দ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধন ভক্তিলহর্য্যা ষড়শীতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদগ্রাহ্য মিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখেহ্হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' ॥ ১৯৮ ॥

'অতঃ' অতএব 'শ্রীকৃষ্ণনামাদি' 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' প্রাকৃতেন্দ্রিয়ৈঃ 'গ্রাহ্যং' গ্রহণীয়ং 'ন' 'ভবেৎ'। 'সেবোন্মুখে' 'জিহ্বাদৌ' 'অদঃ' নামাদি 'স্বয়মেব' 'হি' নিশ্চিতং 'স্ফুরতি' উচ্চারিতং ভবতি ॥ ১৯৮ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; ভক্তোন্মুখ ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে ইহা আপনা হইতেই স্ফুরিত হইতে থাকে ॥ ১৯৮ ॥

'ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস;
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং

'স্বসুখ নিভৃতচেতা স্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো
প্যজিত রুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং
ব্যতনুত কৃপয়া য স্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিল বৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি' ॥ ১৯৯ ॥

'স্বসুখনিভৃত চেতাঃ' স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ 'তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ' তৎ তেনৈব চেতসা ব্যুদস্তঃ ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ বিষয়ে ভাবো যস্য সঃ 'অপি' তথাভূতোঽপি 'অজিতরুচির লীলাকৃষ্ট সারঃ' অজিতস্য ভগবতঃ রুচিরাভিঃ লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখং ধৈর্য্যং যস্য সঃ 'তদীয়ং' ভগবল্লীলাগুণ সম্বন্ধীয়ং 'তত্ত্বদীপং' পরমার্থ প্রকাশকং 'পুরাণং' শ্রীভাগবতং 'যঃ' শুকদেবঃ 'ব্যতনুত' প্রকাশিতবান্ 'তং' 'অখিল বৃজিনঘ্নং' সকল পাপনাশকং 'ব্যাস সূনুং' ব্যাসপুত্রং 'নতোঽস্মি' ॥ ১৯৯ ॥

যিনি স্বীয় সুখে পূর্ণ চিত্ত হেতু অন্যভাব বিরহিত হইয়াও ভগবান্ অজিতের মনোহর লীলায় আকৃষ্ট হইয়া এই তত্ত্বপ্রদীপ পুরাণসংহিতা (শ্রীভাগবত) প্রকাশ করিয়াছেন; সেই অখিল পাপনাশক ব্যাসতনয়কে প্রণাম করি ॥ ১৯৯ ॥

'ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণ গুণ;
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম-শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ' ॥২০০॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১২১ পৃঃ ৪৮ শ্লোকে দেখ ॥ ২০০ ॥

'ইহ সব রহু কৃষ্ণ চরণ সম্বন্ধে;
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়োশ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভ মক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ' ॥ ২০১ ॥

'তস্য' 'অরবিন্দনয়নস্য' ভগবতঃ 'পদারবিন্দ কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী-মকরন্দ বায়ুঃ' পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ 'স্ববিবরেণ' নাসাছিদ্রেণ 'অন্তর্গতঃ' অন্তরি প্রবিষ্টঃ সন্ 'অক্ষর যুষামপি' ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি 'তেষাং' মুনীনাং 'চিত্ততন্বোঃ' মনঃ শরীরয়োঃ 'সংক্ষোভং' চিত্তেঽতি হর্ষং তনৌ রোমাঞ্চং চ 'চকার' ॥ ২০১ ॥

তাঁহারা (মুনিগণ) ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিলেও অরবিন্দ-নয়ন ভগবানের পদারবিন্দের কেশর মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র যোগে অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে রোমাঞ্চ হইল। ২০১।

'অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে;
মায়াবাদীগণ যাতে মহাবহির্মুখে।

'ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে;
গ্রাহক নাই, না বিকায় লঞা যাব ঘরে।
ভারি বোঝা লঞা আইলাম, কেমনে লঞা যাব?
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব'।
এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাত করি;
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি।
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিলা;
দূরে হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইলা।
প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া
প্রভু গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা।
প্রয়াগ আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান; (১)
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য গান।
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া;
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া।
এই মত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা;
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়;
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়।
পূর্ব্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা;
পশ্চিম দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা।
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন;
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন।
মথুরা নিকটে আইলা; মথুরা দেখিয়া
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রাম তীর্থে স্নান;
জন্ম স্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম।
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘনে হুঙ্কার;
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোক চমৎকার।

১ বেণীস্নান—ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করিলেন। প্রয়াগে যমুনা ও সরস্বতী একত্র মিলিতা হইয়াছে; সে জন্য ঐ স্থানকে ত্রিবেণী বলে।

এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ;
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলী ;
হরি কৃষ্ণ কহে দুঁহে দুই বাহু তুলি।
লোক হরি হরি বলে, কোলাহল হৈল ;
কেশব সেবক প্রভুকে মালা পরাইল।
লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময় ;
'এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়।
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হঞা
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লঞা ;
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইহো কৃষ্ণ অবতার ;
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার'।
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া ;
তাহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া।
'আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ;
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন' ?'
বিপ্র কহে 'শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ;
কৃপা করি তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা ;
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা।
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয় ;
অদ্যাপিও তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়'।
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন ;
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ।
প্রভু কহে 'তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায় ;
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়'।
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র, কহে ভয় পাঞা ;
'ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া ?'
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি ;
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি।

'কৃষ্ণ প্রেমা তাঁহা ; যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ ;
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ'।
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল ;
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল।
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে ;
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে।
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন ;
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন :—
'পুরী গোঁসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছেন ভিক্ষা ;
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ ; এই মোর শিক্ষা'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে' ॥ ২০২ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৭৪ পৃঃ ৭০ শ্লোকে দেখ ॥ ২০২ ॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেইত ব্রাহ্মণ ;
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন।
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার ;
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার।
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল ;
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল :—
'তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার ;
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার।
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন ;
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন'।
প্রভু কহে 'শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ ;
সব এক মত, নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম।
ধর্ম্ম স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার ;
পুরী গোঁসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার'।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী প্রকরণে ধৃত হিমাদ্রি নিবন্ধীয় ব্যাসবচনং

'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষি র্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' ॥ ২০৩ ॥

'তর্কঃ' যুক্তিমূলকবিচারঃ 'অপ্রতিষ্ঠঃ' কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়ে অসমর্থঃ কেবলং বাদানুবাদরূপ ইত্যর্থঃ 'শ্রুতয়ঃ' বেদাদয়ঃ 'বিভিন্নাঃ' বিপরীত মতযুক্তাঃ 'অসৌ' ঋষিঃ ন স্যাৎ যস্য 'ঋষেঃ 'মতং' 'ভিন্নং' 'ন' ভবেৎ! 'ধর্ম্মস্য' কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মূলক ধর্ম্মজ্ঞানস্য 'তত্ত্বং' যাথার্থ্যং 'গুহায়াং' পর্ব্বত কন্দরে 'নিহিতং' নিঃক্ষিপ্তং স্যাৎ তৎপ্রাপণোপায়ো নাস্তীত্যর্থঃ অতএব 'যেন' পথা 'মহাজনঃ' সাধুজনঃ 'গতঃ' তেষং ব্যবহারাদিকং অনুসৃতবান্ 'সঃ' এব 'পন্থাঃ' আশ্রয়ণীয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

তর্ক যুক্তিতে কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না; শ্রুতি সকলও ভিন্ন ভিন্ন; এমন ঋষি দেখা যায় না, যাঁহার মত বিভিন্ন নহে; ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব পর্ব্বত গুহায় নিহিত হইয়াছে; অতএব সাধুজন অবলম্বিত পথই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২০৩ ॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল;
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল।
লক্ষ সংখ্যা লোক আইসে নাহিক গণন;
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন।
বাহু তুলি বলে প্রভু 'বোল হরি হরি';
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি।
যমুনা চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান;
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্থান।
স্বায়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘ, বিষ্ণু, ভূতেশ্বর;
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখেন সকল।

বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ;
সেই ব্রাহ্মণে প্রভু নিজ সঙ্গে লৈল।
মধুবন, তালবন, কুমুদ, বহুলা ;
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
পথে গাভীঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া।
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ;
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে।
সুস্থ হয়ে প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন ;
প্রভু সঙ্গ নাহি ছাড়ে চলে ধেনুগণ।
কষ্টে সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল ;
প্রভু কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল।
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে ;
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে বাটে। (১)
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায় ;
শিখীগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায়।
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ ;
অঙ্কুর—পুলক, মধু—অশ্রু বরিষণ।
ফুল ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায় ;
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়।
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম
আনন্দিত ; বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ।
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে।
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন ;
পুষ্প আদি ধ্যানে করেন্ কৃষ্ণে সমর্পণ।
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে ;
'কৃষ্ণবোল' 'কৃষ্ণবোল' বলে উচ্চৈস্বরে।

---

১ ভয় নাহি ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'তাহা সবা দেখি প্রভুর কত প্রেম উঠে'।

স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি;
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি।
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন;
মৃগের পুলক অঙ্গ, অশ্রু নয়ন।
বৃক্ষ ডালে শুক শারি দিল দরশন;
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন।
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে;
প্রভুকে শুনাঞা বৃক্ষের গুণ শ্লোক পড়ে।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে ঊনত্রিংশ-শ্লোকে শারিকাং প্রতি শুকবাক্যং

'সৌন্দর্য্যং ললনাদিধৈর্য্যদলং লীলারমা স্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রি বর্য্য মমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ
শীলং সর্ব্ব জনানুরঞ্জন মহো যস্যায় মস্মৎ প্রভু
র্বিশ্বং বিশ্বজনীন কীর্ত্তিরবতাং কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ'॥২০৪॥

'অস্মৎপ্রভুঃ' হে শারিকে অস্মাকং প্রভুঃ 'অয়ং' দৃশ্যমানঃ 'জগন্মোহনঃ' ভুবনমোহনঃ 'কৃষ্ণঃ' 'অহো' আশ্চর্য্যং 'বিশ্বং' জগৎ 'অবতাং' অবতু রক্ষতু সঃ কীদৃশঃ 'বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ' বিশ্বজনীনা বিশ্বব্যাপিনী কীর্ত্তির্যস্য সঃ। 'যস্য' কৃষ্ণস্য 'সৌন্দর্য্যং' অঙ্গমাধুর্য্যং 'ললনাদি ধৈর্য্য দলং' ললনাদীনাং লক্ষ্ম্যাদীনাং ধৈর্য্যং দলনায় পীড়নায় শীলং যস্য তৎ; 'লীলা' যস্য বিহারাদি 'রমাস্তম্ভিনী' রমাং লক্ষ্মীং স্তম্ভিতুং স্তব্ধীকর্ত্তুং শীলং যস্যাঃ সা; 'বীর্য্যং' যস্য বিক্রমাদিকং 'কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং' কন্দুকিতং গেড়ুকৃতং ক্রীড়াসাধনীকৃতমিতিযাবৎ অদ্রিবর্য্যং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং গোবর্দ্ধনমিত্যর্থঃ যেন তৎ; 'গুণাঃ' যস্য গুণাদয়ঃ 'পরার্দ্ধং পারে' গণনায়াঃ শেষসংখ্যায়াঃ পরপারে 'অমলাঃ' নিরতিশয়ং নির্ম্মলা ইত্যর্থঃ 'শীলং' যস্য চরিত্রং 'সর্ব্বজনানুরঞ্জনং' ॥২০৪॥

আমাদের প্রভু এই জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্ব সংসার রক্ষা করুন্! অহো! ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ বিশ্বজনীন; ইঁহার সৌন্দর্য্যে ললনাদির ধৈর্য্যচ্যুতি হয়; ইঁহার লীলাদিতে

লক্ষ্মীকেও স্তম্ভিত করে; ইঁহার বীর্য্য প্রভাবে গিরিবর গোবর্দ্ধনও ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় হইয়াছিল; এবং ইঁহার গুণাদি নিরতিশয় নির্ম্মল ও চরিত্র সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জনকারী ॥ ২০৪ ॥

শুক বাক্য শুনি শারি করে রাধিকা বর্ণন;

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে শুকং প্রতি শারিকাবাক্যং

'শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তন গান চাতুরী
গুণানি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন চিত্তমোহিনী' ॥ ২০৫ ॥

হে শুক! শৃণু 'শ্রীরাধিকায়াঃ' 'প্রিয়তা' প্রেম 'স্বরূপতা' স্বরূপসৌন্দর্য্যং 'সুশীলতা' সৎচরিত্রতা 'নর্ত্তনগান চাতুরী' নৃত্যগীত বিষয়ে নিপুণতা 'সম্পৎ' ঐশ্বর্য্যাদিকং 'গুণানি' গুণসমূহাঃ তথা 'কবিতাচ' কাব্য শাস্ত্রজ্ঞতাচ 'রাজতে' দেদীপ্যতে যতঃ সা রাধিকা 'জগন্মনোমোহন চিত্ত মোহিনী' জগন্মনোমোহনস্য কৃষ্ণস্য চিত্ত মোহিনী স্যাদিশেষঃ ॥ ২০৫ ॥

হে শুক! শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্যগীতে নিপুণতা, ঐশ্বর্য্য গুণাদি এবং কাব্য পটুতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল কেমন শোভা পাইতেছে দেখ! তিনি তোমার জগন্মনোমোহনেরও চিত্তমোহিনী ॥ ২০৫ ॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদন মোহন।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ং

'বংশীধারী জগন্নারী চিত্তহারী স শারিকে
বিহারী গোপনারীভি র্জীয়ান্মদন মোহনঃ' ॥ ২০৬ ॥

হে 'শারিকে' 'সঃ' 'বংশীধারী' 'জগন্নারী চিত্তহারী' 'গোপনারীভিঃ' 'বিহারী' 'মদনমোহনঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'জীয়াৎ' ॥ ২০৬ ॥

হে শারিকে! অখিলনারীগণের চিত্তহারী, বংশীধারী ও গোপাঙ্গনাবিহারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন! ॥২০৬॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস;
'রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ
অন্যথা বিশ্ব মোহোঽপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ' ॥২০৭॥

হে শুক! 'যদা' যস্মিন্‌কালে সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'রাধাসঙ্গে' 'ভাতি' বিরাজতে যদা স আনন্দরূপঃ হ্লাদিনীশক্তিযুক্তঃ সন্ প্রকাশতে ইত্যর্থঃ 'তদা' তস্মিন্নেবকালে নতু অন্যস্মিন্ সময়ে 'মদন মোহনঃ' কামনাদি মোহয়িতুং সমর্থঃ স্যাৎ 'অন্যথা' রাধা সঙ্গবিহীনে সতি 'বিশ্বমোহোঽপি' বিশ্বং মোহয়িতুং শীলোঽপি 'স্বয়ং' সঃ 'প্রভুঃ' 'মদনমোহিতঃ' মূর্চ্ছিতো বিবশশ্চ ভবেৎ আনন্দশক্তেরস্ফুটত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥

হে শুক! রাধা সঙ্গেই কৃষ্ণ মদনমোহন; অন্যথা তিনি বিশ্বমোহন হইলেও স্বয়ং মোহযুক্ত ॥ ২০৭ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস।
শুক শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষ ডালে;
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে।
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা;
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা।
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ;
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ।
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস;
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস।
প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম করে উচ্চ করি;
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি।
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল;

ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল।
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন;
'বোল বোল' করি উঠে করেন নর্ত্তন।
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়;
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত;
প্রভু রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত।
নীলাচলে ছিল যৈছে প্রেমাবেশ মন;
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ।
সহস্র গুণ বাড়ে মথুরা দর্শনে;
লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে।
অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে;
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে।
প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে;
স্নান ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে।
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন;
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন।
বৃন্দাবনে হৈলা প্রভুর যতেক বিকার;
কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার;
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ;
উদ্দেশ করিতে করি দিক্ দরশন।
জগৎ ভাসিল চৈতন্য লীলার পাথারে;
যার যত শক্তি তত পাঁথারে সাঁতারে।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং
নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বৃন্দাবনে স্থিরচরা ন্মন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ
আত্মানঞ্চ তদালোকা গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ২০৮ ॥

'গৌরাঙ্গঃ' 'স্বাবলোকনৈঃ' নিজদর্শনদানৈঃ 'স্থির চরান্' স্থাবর-জঙ্গমান্ 'তদালোকাৎ' তৎসর্ব্ব দর্শনাদ্ধেতোঃ 'আত্মানঞ্চ' স্বকীয়ং মনশ্চ 'নন্দয়ন্' হর্ষয়ন্ সন্ 'বৃন্দাবনে' 'পরিতঃ' চতুর্দিক্ষু 'অভ্রমৎ' ভ্রমণং চকার ॥ ২০৮ ॥

গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমদিগকে দর্শন দিয়া আনন্দিত করতঃ এবং তাহাদের দর্শনলাভে স্বয়ং আনন্দানুভব করিতে করিতে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥২০৮॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে;
আরিঠ গ্রামে আসি বাহা হৈল আচম্বিতে।
রাধাকুণ্ড বার্ত্তা প্রভু পুছে লোক স্থানে;
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান;
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান।
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন;
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন:—
'সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী;
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে এক চত্বারিংশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং

'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা' ॥ ২০৯ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫০ পৃঃ ১১৬ শ্লোকে দেখ ॥ ২০৯ ॥

'যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ;
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে।
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ;
তারে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান।
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা মধুরিমা ;
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা'।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সপ্তম সর্গে একাধিক শত-শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'শ্রীরাধেব হরে স্তদীয় সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈ র্গুণৈ
র্যস্যাং শ্রীযুত মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ' ॥২১০॥

'তদীয় সরসী' শ্রীরাধিকায়াঃ সরসী রাধাকুণ্ডমিত্যর্থঃ 'স্বৈঃ' স্বকীয়ৈঃ 'অদ্ভুতৈঃ' আশ্চর্য্যৈঃ 'গুণৈঃ' শ্রীরাধিকাগুণসমানৈঃ হেতুভিঃ 'শ্রীরাধেব' শ্রীরাধাতুল্যা 'হরেঃ' কৃষ্ণস্য 'প্রেষ্ঠা' প্রিয়তমা স্যাদিতি শেষঃ। 'যস্যাং' সরস্যাং 'শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ' শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্রঃ 'প্রীত্যা' প্রেম্না 'তয়া' রাধয়া সহ 'অনিশং' সর্ব্বদৈব 'ক্রীড়তি' বিহরতি ; 'যস্যাং' সরস্যাং 'সকৃৎ' একবারং 'স্নানকৃৎ' জনঃ 'বত' আশ্চর্য্যং 'অস্মিন্' কৃষ্ণে 'রাধিকেব' রাধিকা ইব 'প্রেম' 'লভতে' প্রাপ্নোতি। 'তস্যাঃ' সরস্যাঃ 'মহিমা' 'তথা' 'মধুরিমা' মাধুর্য্যং 'বৈ' নিশ্চিতং 'ক্ষিতৌ' পৃথিব্যাং 'কেন' জনেন 'বর্ণ্যঃ' বর্ণনীয়ঃ 'অস্তু' ভবতু ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥ ২১০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড সরসীর গুণ অতি আশ্চর্য্য! এই জন্য ইহা শ্রীরাধার ন্যায় হরির অত্যন্ত প্রিয়। এই সরসীতে

শ্রীমান্ মাধব প্রীতমনে রাধাসহ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া-থাকেন; ইহাতে একবার মাত্র স্নান করিলে রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেমস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে; পৃথিবীতলে এমন কে আছে যে সে এই সরসীর মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ২১০ ॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা;
তীরে নৃত্য করে কুণ্ড লীলা স্মউরিয়া।
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল;
ভট্টাচার্য্য সেই মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল।
তবে চলি আইলা প্রভু স্মমন সরোবরে;
গোবর্দ্ধন দেখি তাঁহা হইলা বিহ্বলে।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত;
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত।
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম;
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম।
মথুরা পদ্মের (১) পশ্চিম দলে যার বাস;
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ।
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা;
সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া।
প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোক চমৎকার!
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার। (২)
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল;
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল।
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে;
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে।

---

১ মথুরা পদ্মের—মথুরা রাজ্যের ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭৩ পৃঃ ২ টীকা দেখ। উহার দেবতা ভেদ মধ্য ২০ শঃ পরিচ্ছেদে কথিত হইবে।

২ হরি দেবের ভৃত্য ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'ইহত মনুষ্য নন বলে বার বার'।

'গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব;
গোপাল রায়ের দরশন কেমনে পাইব'?
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা;
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকারস্য

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সমদর্শয়ৎ ॥ ২১১ ॥

'কৃষ্ণঃ' গোপালরূপঃ 'গিরেঃ' গোবর্দ্ধনাৎ 'অবরুহ্য' অবতীর্য্য 'শৈলং' গোবর্দ্ধনং 'অনারুরুক্ষবে' আরোহণং কর্ত্তুমনিচ্ছবে 'গৌরায়' কৃষ্ণ চৈতন্যায় 'সমদর্শয়ৎ' আত্মানং দর্শিতবান্ কথম্ভূতায় 'স্বস্মৈ' স্বকীয়ায় গোপালায় ইত্যর্থঃ 'ভক্তাভিমানিনে' অহং তস্য ভক্তোঽস্মি ইতি অভিমানোঽস্যাস্তীতি তস্মৈ ॥ ২১১ ॥

স্বীয় ভক্ত গৌরচন্দ্র গোবর্দ্ধন শৈল আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক জানিয়া গোপালরূপী কৃষ্ণ গিরি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ২১১ ॥

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি;
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি।
এক জন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল;
'তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক (১) সাজিল।
আজি রাত্রে পলাও, গ্রামে না রহ একজন;
ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন'।
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল;
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল।
বিপ্র গৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন;
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন।
ঐছে ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে;
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে।

১ তুড়ুক—তুড়কী বা তুরুষ্ক দেশীয় অর্থাৎ মুসলমান সৈন্য।

প্রাতঃকালে প্রভু মানস গঙ্গায় করি স্নান;
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া;
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং

'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রাম কৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ
মানং তনোতি সহ গোগণয়ো স্তয়ো র্যৎ
পানীয় সূযবস কন্দর কন্দমূলৈঃ' ॥ ২১২ ॥

'হন্ত' হর্ষে হে 'অবলাঃ' সখ্যঃ 'অয়ং' দৃশ্যমানঃ 'অদ্রিঃ' গোবর্দ্ধনঃ ধ্রুবং 'হরিদাসবর্য্যঃ' হরিদাসেষু ভক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ 'যৎ' যস্মাৎ সঃ 'রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদঃ' রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শেন প্রমোদঃ যস্য সঃ। তৃণাদ্যুদ্গমার্দ্রতাজল-বিন্দুস্রাবাদিভিঃ রোমাঞ্চাদি দর্শনাদিতিভাবঃ। কিঞ্চ 'যৎ' যস্মাৎ সঃ 'সহ গোগণয়োঃ' সহ গোভির্গণেন সখি সমূহেনচ বর্ত্তমানয়োঃ 'তয়োঃ' রামকৃষ্ণয়োঃ 'পানীয় সূযবস কন্দর কন্দমূলৈঃ' পানীয়ৈঃ পানীয় জলৈঃ সুযবসৈঃ, শোভন তৃণৈঃ কন্দরৈঃ শীতলচ্ছায়াবিশিষ্ট গহ্বরৈঃ কন্দমূলৈঃ মূলকাদিভিঃ 'মানং' সম্মানঃ পূজামিতিযাবৎ 'তনোতি' বিস্তারেণ করোতি ॥২১২॥

হে সখি। এই গিরি হরিদাসদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ ইনি রামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয়, কোমলতৃণ, শীতল ছায়া এবং বিবিধ কন্দ দ্বারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের গবাদি বয়স্যদিগের পূজা করিতেছেন ॥ ২১২ ॥

গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান;
তাঁহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম।
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন;
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ;
এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-লহর্য্যাং ষড়্‌বিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

'বাম স্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ' ॥২১৩॥

'তামরসাক্ষস্য' পদ্মলোচনস্য কৃষ্ণস্য 'সঃ' 'বামঃ' 'ভুজদণ্ডঃ' 'বঃ' যুষ্মান্ 'পাতু' রক্ষতু 'যেন' ভুজদণ্ডেন 'গোবর্দ্ধনঃ' নাম 'গিরিঃ' 'কন্দুকতাং' গেড়ুকতাং ক্রীড়াদ্রব্যতাং 'নীতঃ' প্রাপ্তঃ ॥ ২১৩ ॥

যাঁহার বামভুজদণ্ড ক্রীড়া সামগ্রীর ন্যায় গোবর্দ্ধন গিরিকে উত্তোলন করিয়াছিল; পদ্মলোচন কৃষ্ণের সেই ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ২১৩ ॥

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা;
চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে আইলা।
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্য গীত করি;
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি।
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে;
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে।
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব;
যেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় ভাব;
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে;
কোন ছলে গোপাল আসি উত্তরে আপনে।
কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে;
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে।
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন;
এই রূপে তাঁ সবারে দিয়াছেন দর্শন।
বৃদ্ধকালে রূপ গোঁসাঞি না পারে যাইতে;
বাঞ্ছা হইল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
ম্লেচ্ছ ভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে;
এক মাস রহিল মিঠলেশ্বর ঘরে।

তবে রূপ গোঁসাঞি সব নিজগণ লঞা;
এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা।
সঙ্গে গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ;
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, গোঁসাঞি লোকনাথ।
ভূগর্ভ গোঁসাঞি আর শ্রীজীব গোঁসাঞি;
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোঁসাঞি।
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব—দুই জন;
শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ।
গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস;
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস।
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে;
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে।
এক মাস রহি গোপাল গেল নিজ স্থানে;
শ্রীরূপ গোঁসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে।
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে।
প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল;
সেই মত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল।
তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর;
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল।
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া;
'কিছু দেব মূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে?'
লোক কহে 'মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে।
দুই দিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর;
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর'।
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া।
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন;
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন।

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা ;
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির বন আইলা।
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী ;
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোঁসাঞি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'যত্তে সুজাত চরণাম্বু রুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্প্যাদিভি র্ভ্রমতি ধী র্ভবদায়ুষাং নঃ' ॥ ২১৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৬ পৃঃ ১০২ শ্লোকে দেখ ॥ ২১৪ ॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা ;
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা।
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লৌহবন ;
মহাবন গিয়া জন্ম স্থান দরশন।
যমলার্জ্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল ;
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল।
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে ;
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র ঘরে।
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া
একান্তে অক্রূর তীর্থে রহিল আসিয়া।
আর দিনে আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন ;
কালিয় হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন।
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কালী তীর্থে আইলা ;
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায় ;
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়।

এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা ;
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা।
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান ;
তেঁতুলী তলাতে আসি করিল বিশ্রাম।
কৃষ্ণলীলা কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন ;
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ।
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর ;
বৃন্দাবন শোভা দেখে যমুনার নীর।
তেঁতুলী তলে বসি করে নাম সংকীর্ত্তন ;
মধ্যাহ্ন করিয়া করে অক্রূরে ভোজন।
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ;
লোক ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে।
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে ;
নাম সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে।
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন ;
সবাকে উপদেশ করে নাম সংকীর্ত্তন।
হেন কালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম ;
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনা পারে গ্রাম।
কেশীস্নান করি তিঁহ কালিদহ যাইতে ;
আমলী তলায় গোঁসাঞি দেখে আচম্বিতে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার ;
প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার।
প্রভু কহে 'কে তুমি! কাঁহা তোমার ঘর ?'
কৃষ্ণদাস কহে 'মুঞি গৃহস্থ পামর।
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর ;
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণব কিঙ্কর।
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু ;
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু'।
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি ;
প্রেমে মত্ত নাচে সেই বলে হরি হরি।

প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থে আইলা ;
প্রভু অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা।
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা ;
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া।
'বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল' ;
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল।
এক দিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে।
প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন ;
প্রভু কহে 'কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন ?'
লোক কহে 'কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে ;
কালিয় শিরে নৃত্য করে, ফণিরত্ন জলে।
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়'।
শুনি হাসি কহে প্রভু 'সব সত্য হয়'।
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন ;
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইলুঁ দর্শন'।
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা ;
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইলা।
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন ;
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য ভ্রম।
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে ;
'আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ দরশনে'।
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ;
'মূর্খ বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া।
কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে ?
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে।
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ;
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা'।
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা ;
'কৃষ্ণ দেখি আইলা ?' প্রভু তাঁহারে পুছিলা।

লোক কহে 'রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া।
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম—
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন।
নৌকাতে কালিয় জ্ঞান, দীপে রত্নজ্ঞানে;
জ্বালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়;
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়।
কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে? কাঁহা ভ্রমে মনে?
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে'।
প্রভু কহে 'কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন?'
লোক কহে 'সন্ন্যাসী তুমি—জঙ্গম নারায়ণ।
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার;
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার'।
প্রভু কহে 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! ইহা না কহিও;
জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিও।
সন্ন্যাসী চিৎকণ, জীব কিরণ কণ সম;
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।
জীব ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম;
জ্বলদগ্নি রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।

তথাহি ভগবৎ সন্দর্ভে ধৃত সর্ব্বজ্ঞ সূত্রং
'হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ' ॥ ২১৫ ॥

'ঈশ্বরঃ' 'হ্লাদিন্যা' আনন্দশক্ত্যা তথা 'সম্বিদা' জ্ঞানশক্ত্যা 'আশ্লিষ্টঃ' যুক্তঃ সন্ 'সচ্চিদানন্দঃ' অখণ্ডজ্ঞানানন্দ পরিপূর্ণ এব স্যাৎ। 'জীবঃ' 'স্বাবিদ্যা-সংবৃতঃ' স্বকীয়য়া অবিদ্যয়া মায়য়া সংবৃতঃ বেষ্টিতঃ সন্ 'সংক্লেশ নিকরাকরঃ' সংক্লেশানাং জন্মমৃত্যুজরাদ্যাশেষদুঃখানাং নিকরাঃ সমূহা স্তেষাং আকরঃ নিবাসো যস্মিন্ সঃ ॥ ২১৫ ॥

ঈশ্বর, আনন্দশক্তি ও চিচ্ছক্তি যুক্ত হেতু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ; কিন্তু জীব স্বীয় মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া অশেষ ক্লেশ নিকরের আকর স্থান হইয়াছে। ২১৫।

'যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম;
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম'।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথম বিলাসে এক সপ্তত্যঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং

'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং' ॥ ২১৬ ॥

'যঃ' যো জনঃ 'নারায়ণং' 'দেবং' ঈশ্বরমিত্যর্থঃ 'ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ' সহ 'সমত্বেনৈব' সমানরূপেণৈব 'বীক্ষেত' মন্যেত 'সঃ' জনঃ 'ধ্রুবং' নিশ্চিতং 'পাষণ্ডী' 'ভবেৎ' ॥ ২১৬ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণ দেব ও ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতা দিগকে সমান চক্ষে দেখে; সে নিশ্চয় পাষণ্ডীর মধ্যে পরিগণিত। ২১৬।

লোক কহে 'তোমাতে কভু নহে জীব মতি;
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি।
আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন;
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন।
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়;
ঈশ্বর স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়।
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার, বুদ্ধি অগোচর;
তোমা দেখি কৃষ্ণ প্রেমে জগত পাগল।
স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন;
যেই তোমার একবার পায় দরশন;

'কৃষ্ণ নাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত ;
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত।
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার নাম শুনে ;
সেও কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে।
তোমার নাম শুনি হয় স্বপচ পাবন ;
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি বাক্যং

'যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বনাৎ যৎ স্মরণাদপি কচিৎ
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুন স্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ' ॥ ২১৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৭০ পৃঃ ১৯২ শ্লোকে দেখ ॥ ২১৭ ॥

'এই মত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ ;
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন'।
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ;
প্রেমে মত্ত হঞা লোক নিজ ঘরে গেল।
এই মত কত দিন অক্রূরে রহিলা ;
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
মাধব পুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ ;
মথুরার ঘরে ঘরে করান্ নিমন্ত্রণ।
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন ;
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ।
এক দিনে দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ ;
ভট্টাচার্য্য এক মাত্র করেন গ্রহণ।
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ;
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে।

কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ;
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া ;
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শাল গ্রামে সমর্পিয়া।
এক দিন অক্রূর ঘাটের উপর
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারেঃ—
'এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল ;
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল'।
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে ;
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে।
দেখি কৃষ্ণদাস কাঁন্দি ফুকার করিল ;
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল।
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া।
'আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে ;
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে ?
লোকের সঙ্ঘট আর নিমন্ত্রণ জঞ্জাল ;
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল।
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে ;
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে'।
বিপ্র কহে 'প্রয়াগে প্রভু লয়ে যাই ;
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই।
সোরো ক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান ;
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান।
মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে ;
মকরে প্রয়াগ স্নান কত দিন পাইয়ে।
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন ;
মকরে পৌঁছাহ প্রয়াগে করহ সূচন।
গঙ্গাতীর পথে সুখ জানাইও তাঁরে'।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে।

'সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ;
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি।
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায় ;
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়।
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই :
এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্নান পাই।
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি ;
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি'।
যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন :
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন :—
'তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন ;
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন।
যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব ;
যাঁহা লঞা যাও তুমি তাঁহাই যাইব'।
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ;
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল।
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন ;
ভট্টাচার্য্য কহে 'চল যাই মহাবন'।
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া।
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ ;
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন।
যাইতে এক বৃক্ষ তলে প্রভু সবা লঞা
বসিলা সবার পথ শ্রান্তি দেখিয়া।
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাবীগণ ;
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত মন।
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল ;
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল।
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
মুখে ফেণা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা।

হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা ;
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোঁড়া হৈতে উত্তরিলা।
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার ;
'এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার।
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা'।
তবে সেই পাঠান পঞ্চ জনেরে বান্ধিল ;
কাটিতে চাহে ; গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল।
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড় ;
সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়।
বিপ্র কহে 'পাঠান তোমার পাতসার দোহাই !
চল তুমি আমি সিকদার পাশ যাই।
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ ;
পাতসাহার আগে আমার আছে শতজন।
এই যতি ব্যাধে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত ;
অবহি চেতন পাব, হইব সম্বিত।
ক্ষণেক ইহা বৈস, বান্ধি রাখহ সবারে ;
ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে'।
পাঠান কহে 'তুমি পশ্চিমা দুই জন ;
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন'।
কৃষ্ণদাস কহে 'আমার ঘর এই গ্রামে ;
শতেক তুড়কী আছে দুই শত কামানে।
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি ;
ঘোড়া পিড়া লুটী লবে তোমা সবে মারি।
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড় ;
তীর্থ বাসী লুট ? আর চাহ মারিবার ?'
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল ;
হেনকালে মহাপ্রভু চৈতন্য পাইল।
হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে হরি হরি ;
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধ বাহু করি।

প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার ;
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল ধার।
ভয় পাইয়া ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন ;
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন।
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল ;
ম্লেচ্ছগণ দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ ;
প্রভু আগে কহে 'এই ঠগ পাঁচজন !
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া'।
প্রভু কহেন 'ঠগ নহে মোর সঙ্গী জন ;
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন।
মৃগী ব্যাধিতে মুই কভু হই অচেতন ;
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন'।
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর ;
কাল বস্ত্র পরে সেই ; লোক কহে পীর।
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া ;
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া।
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন ;
তারই শাস্ত্র যুক্তে প্রভু করিল খণ্ডন।
যেই যেই কহে প্রভু সকলই খণ্ডিল ;
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল।
প্রভু কহে 'তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্ব্বিশেষ ;
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ।
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিঁহ শ্যাম কলেবর।
সচ্চিদানন্দ দেহ, পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ ;
সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, সর্ব্বাদি স্বরূপ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয় ;
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয়।

'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ ;
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ।
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার ;
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার।
মোক্ষাদি আনন্দ হয় যার এক কণ ;
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন।
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আগে করিয়া স্থাপন ;
সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর সেবন।
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান ;
পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে পর বলবান্।
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া ;
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া'।
ম্লেচ্ছ কহে 'যেই কহ সেই সত্য হয় ;
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়।
নির্ব্বিশেষ গোঁসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান ;
সাকার গোঁসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান।
সেইত গোঁসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ;
মোরে কৃপা কর, মুই অযোগ্য পামর।
অনেক দেখিনু মুঞি ; ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে
সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম ;
"আমি বড় জ্ঞানী" এই গেল অভিমান।
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে'।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে।
প্রভু কহে 'উঠ! কৃষ্ণ নাম তুমি লৈলে ;
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে'।
'কৃষ্ণ কহ! কৃষ্ণ কহ'! কৈল উপদেশ ;
সবে কৃষ্ণ কহে সবার কৈল প্রেমাবেশ।
'রাম দাস' বলি প্রভু কৈল তার নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান ;

অল্প বয়স তার রাজার কুমার ;
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার।
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেও মহাপ্রভুর পায় ;
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়।
তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা ;
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি ;
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত ;
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম মহত্ত্ব।
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ;
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য।
সোরো ক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান ;
গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগ পয়ান।
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা ;
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা।
'প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব ;
তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ?
ম্লেচ্ছ দেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত ;
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত'।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা ;
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা।
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দর্শন,
সেই প্রেমে মত্ত, করে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
তার সঙ্গে অন্য অন্য, তার সঙ্গে আন ;
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম।
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল ;
সেই মত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল।
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা ;
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা।

বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত ;
সহস্র বদন যার নাহি পায় অন্ত।
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ?
দিগ দরশন কৈল সূত্র করিয়া।
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি ;
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি।
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান ;
শ্রদ্ধা করি শুন ! ইহা সত্য করি মান।
যেই তর্ক করে ইহায়, সেই মূর্খ রাজ ;
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ।
চৈতন্য চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু ;
জগত আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন বিলাসো নাম অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকারস্য

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি বার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তি মুৎকঃ
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভু র্বিধৌ প্রাগিব লোক সৃষ্টিং ॥ ২১৮ ॥

'প্রাগিব' যথা প্রাক্ পূর্ব্বস্মিন্ কালে সৃষ্টি সময়ে ইত্যর্থঃ 'প্রভুঃ' পরমেশ্বরঃ 'বিধৌ' ব্রহ্মণি নিজ শক্তিং সঞ্চার্য্য। 'লোকসৃষ্টিং' ব্যতনোৎ বিস্তারিতবান্ তদ্বৎ 'সঃ' চৈতন্যঃ 'উৎকঃ' উৎকণ্ঠিতঃ সন্ 'রূপে' রূপগোস্বামিনি 'নিজশক্তিং' 'সঞ্চার্য্য' সংক্রম্য 'কালেন' কাল বশাৎ 'লুপ্তাং' বিনষ্টাং 'বৃন্দাবনীয়াং' বৃন্দাবনসম্বন্ধীয়াং 'রসকেলিবার্ত্তাং' রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাং 'পুনঃ' পুনর্ব্বারং 'ব্যতনোৎ' প্রকটীচকার ॥ ২১৮ ॥

পূর্ব্বকালে প্রভু পরমেশ্বর যেমন ব্রহ্মাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন; সেইরূপ চৈতন্য প্রভু রূপ গোস্বামীকে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়া কালে লুপ্ত রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পুনর্ব্বার প্রকট করিলেন ॥২১৮॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!
শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে
প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে। (১)
দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল;
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল।
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চারণ;
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ গোঁসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে;
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে।
দণ্ড বন্ধ (২)লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল;
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল।
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে;
সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি ঘরে।
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন,
বন পথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
রূপ গোঁসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুই জন;
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করিবেন গমন;
শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার;
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার।
এথা সনাতন গোঁসাঞি ভাবে মনে মন;
'রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন।

১ শ্রীরূপ...আপন—মধ্যঃ ২০—২৫ পৃষ্ঠা দেখ।
২ দণ্ডবন্ধ—রাজকীয় অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য।

'কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ;
তবে অব্যাহতি হয়' ; করিল নিশ্চয়।
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে ;
রাজ কার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে।
লোভী কায়স্থগণ রাজ কার্য্য করে ;
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন
আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন।
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ;
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা।
রাজা কহে 'তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল ;
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল।
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা ;
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া।
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ ;
কি তোমার হৃদয়ে আছে ? কহ মোর পাশ'
সনাতন কহে 'নহে আমা হৈতে কাম ;
আর এক জন দিয়া কর সমাধান'।
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার ;
'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ ;
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ'।
সনাতন কহে 'তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর !
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল'।
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা ;
পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা।
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ;
সনাতনে কহে 'তুমি চল মোর সাতে'।

তিঁহো কহেন 'যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে ;
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে'।
তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন।
তবে সেই দুই চর রূপ ঠাঞি আইলা ;
বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা।
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি ;
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোঁসাঞি।
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে :
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে।
দশ সহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে ;
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম বিমোচনে।
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন' ;
এতলিখি দুই ভাই করিলা গমন।
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ ;
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব।
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা ;
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা।
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দু মাধব দর্শনে ;
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে।
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায় ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়।
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ;
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে।
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে ;
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে।
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি ;
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি।
প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার !
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার।

দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয় ;
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়।
বিপ্র গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা ;
শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা।
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার ;
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার।
শ্রীরূপে দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ;
'উঠ ! উঠ ! রূপ আইস' বলিলা বচন।
'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন ;
বিষয় কূপ হইতে তোমা কাড়িল দুইজন'।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশম বিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতং ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং

'নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং'॥২১৯॥

'চতুর্ব্বেদী' চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী জনঃ 'মে' মম 'ভক্তঃ' 'ন' কেবলং বেদাধ্যয়নং কৃত্বা ভক্তো ন ভবতি 'মদ্ভক্তঃ' ময়ি ভক্তিং কুর্ব্বন্ 'শ্বপচঃ' চণ্ডালোঽপি 'প্রিয়ঃ' মম প্রিয়ঃ স্যাৎ। 'তস্মৈ' ভক্তায় ময়া 'দেয়ং' প্রেম ইত্যর্থঃ 'ততোঃ' তস্মাৎ ভক্তাৎ 'গ্রাহ্যং' তস্য প্রেম ময়া গ্রহণীয়ং 'যথা' 'অহং' তথা 'সচ' 'পূজ্য' পূজনীয়ো ভবেৎ॥ ২১৯॥

চারি বেদ অধ্যয়ন করিলেই আমার ভক্ত হওয়া যায়না ; নীচ জাতীয় শ্বপচও ভক্তিতে আমার প্রিয় হয়। আমি এরূপ ভক্তকে প্রেমদান করি এবং তাহার প্রেম গ্রহণ করি ; সে আমার ন্যায় পূজা পাইবার যোগ্য ॥ ২১৯ ॥

এই শ্লোক পড়ি দুঁহারে কৈল আলিঙ্গন ;
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিল চরণ ;

প্রভু কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ' ॥২২০॥

'মহাবদান্যায়' ধর্ম্মমত সম্বন্ধে মহোদার স্বভাবায় 'কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে' 'কৃষ্ণ চৈতন্যনাম্নে' 'গৌরত্বিষে' গৌরং গৌরবর্ণং ত্বিট্ কান্তির্যস্য তস্মৈ 'কৃষ্ণায়' কৃষ্ণস্বরূপায় 'নমঃ' নমস্করোমি ॥ ২২০ ॥

উদার স্বভাব, কৃষ্ণপ্রেম দাতা, কৃষ্ণ চৈতন্যনামা গৌর-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ স্বরূপকে নমস্কার করি ॥ ২২০ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

'যোঽজ্ঞান মত্তং ভুবনং দয়ালু
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং
স্বপ্রেমসম্পৎ সুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মমুং প্রপদ্যে' ॥ ২২১ ॥

'যঃ' 'দয়ালুঃ' সন্ 'অজ্ঞানমত্তং' 'ভুবনং' অখিল জনগণং 'উল্লাঘয়ন্' অজ্ঞান ব্যাধিভ্যঃ মোচয়িত্বা 'অপি' 'স্বপ্রেম সম্পৎ সুধয়া' নিজ প্রেমরত্নামৃতেন করণয়া 'প্রমত্তং' 'অকরোৎ' কৃতবান্ 'অমুং' 'অদ্ভুতেহং' আশ্চর্য্য চেষ্টিতং 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যং' প্রভুং 'প্রপদ্যে' শরণং ব্রজামি ॥ ২২১ ॥

যিনি কৃপা করিয়া অজ্ঞান মত্ত লোকদিগকে মুক্ত করতঃ নিজপ্রেম সম্পৎসুধায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন; আমি সেই অদ্ভুত কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শরণাপন্ন হই ॥ ২২১ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা;
'সনাতনের বার্ত্তা কহ' তাঁহারে পুছিলা।

শ্রীরূপ কহেন 'তিঁহো বন্দী রাজ ঘরে ;
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবেন উদ্ধারে'।
প্রভু কহেন 'সনাতনের হইয়াছে মোচন ;
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন'।
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা ;
রূপ গোঁসাঞি সেই দিবস তথাই রহিলা।
ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল ;
প্রভুর শেষ প্রসাদ পাত্র দুই ভাই পাইল।
ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাঁসা ঘর স্থান ;
দুই ভাই বাঁসা কৈল প্রভু সন্নিধান।
সে কালে বল্লভ ভট্ট রহে আম্বুলী গ্রামে ;
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে।
দণ্ডবৎ কৈল তিঁহো, প্রভু আলিঙ্গিল ;
দুইজনে কৃষ্ণ কথা কতক্ষণ হৈল।
কৃষ্ণ কথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ;
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল।
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ ;
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন।
তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল ;
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল।
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া ;
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা।
ভট্ট মিলিবারে যায় দুঁহে পলায় দূরে ;
'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে'।
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন ;
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ।
'ইহা না স্পর্শিও, ইহো জাতি অতি হীন ;
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ'।
সোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি ;
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গি জানি।

'দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন ;
এ দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম-শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি বাক্যং

'অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং
তেপু স্তপ স্তে জুহুবুঃ সস্নুঃ রার্য্যা
ব্রহ্মানূ চু র্নাম গৃণন্তি যে তে' ॥ ২২২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৫৫ শ্লোকে ২৬১ পৃঃ দেখ ॥ ২২২ ॥

শুনি মহা প্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি হরিভক্তি সুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকঃ

'শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ' ॥২২৩॥

'বুধৈঃ' পণ্ডিতৈঃ 'শ্বপাকোঽপি' চণ্ডাল জাত্যন্ত রোঽপি শ্লাঘ্যঃ সম্মানীয়ো ভবেৎ 'নাস্তিকঃ' হরিভক্তি রহিতঃ 'বেদজ্ঞোঽপি' 'ন' শ্লাঘ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। শ্বপাকঃ কীদৃশঃ 'সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জ্জাতিকল্মষঃ' সদ্ভক্তিঃ শুদ্ধভক্তিরেব দীপ্তাগ্নিঃ প্রজ্বলিতানল স্তেন দগ্ধং ভস্মীকৃতং দুর্জ্জাতীয়ং কল্মষং যস্য স অতএব 'শুচিঃ' অন্তর্বহির্নির্ম্মলঃ ॥ ২২৩ ॥

সদ্ভক্তি রূপ প্রদীপ্তাগ্নি দ্বারা যাহার নীচ জাতীয় পাপ সকল ভস্মীভূত হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছে ; পণ্ডিতেরা এরূপ চণ্ডালের সম্মান্ করেন ; কিন্তু নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সম্মানিত হয় না ॥ ২২৩ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকঃ

'ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপ স্তপঃ
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোক রঞ্জনং' ॥২২৪॥

'ভগবদ্ভক্তিহীনস্য' জনস্য 'জাতিঃ' সৎকুলে জন্মাদি 'শাস্ত্রং' পাণ্ডিত্যং 'জপঃ' নামজপঃ 'তপঃ' চান্দ্রায়নাদি এতৎ সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি তদ্দৃষ্টান্তমাহ 'অপ্রাণস্য' প্রাণ রহিতস্য 'দেহস্য' কাষ্ঠপুত্তলিকাদে র্দেহস্য 'মণ্ডনং' ভূষণং 'লোকরঞ্জনমিব' লোকমোহনং যথা। যথা পুত্তলিকায়াঃ মণ্ডনং তথা ভক্তিহীনস্য গুণাদি কেবলং লোক মোহনার্থং ভবতি ॥ ২২৪ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সৎকুলে জন্ম, পাণ্ডিত্য, জপ পুরশ্চরণ সকলই বৃথা! যেমন প্রাণবিহীন পুত্তলিকাকে কেবল লোক রঞ্জনের জন্য সজ্জিত করা হয়; অভক্তের গুণ সকলও সেইরূপ ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার;
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার!
স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া।
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল;
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল।
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ;
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ।
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইলা;
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা।
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টল মল;
ডুবিতে লাগিলা নৌকা ঝলকে ভরে জল।
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন;
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।
দেশ পাত্র দেখি প্রভু যবে ধৈর্য্য হৈলা;
আঘুলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা।
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া;
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া।
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন;

আপনি করিল প্রভুর পাদ প্রক্ষালন।
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল;
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈলা;
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইলা।
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে;
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে।
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেয়াইল অবশেষ;
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ।
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন;
আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে;
ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে।
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়;
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়। (১)
আসি তিঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন;
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলে প্রভুর বচন।
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন;
প্রভু তাঁরে কৈল 'কহ কৃষ্ণের বর্ণন'।
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল;
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল।

তথাহি পদ্যাবল্ল্যাং শ্রীনন্দপ্রয়াগে প্রথমাঙ্কধৃত রঘুপত্যুপাধ্যায় শ্লোকে তস্যৈব বাক্যং

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম' ॥ ২২৫ ॥

'ভবভীতাঃ' সংসার পাপ শঙ্কিতাঃ 'অপরে' মুনয়ঃ 'শ্রুতিং' বেদাদি সম্মতং নিরাকারং ব্রহ্ম 'অপরে' সাধবঃ 'স্মৃতিং' স্মৃতি শাস্ত্র সম্মতং ঈশ্বরং

১ তিরোহিতা—ত্রিহুত দেশ নিবাসী।

'অন্যে' সাধকাঃ 'ভারতং' মহাভারতাদ্যুক্তং মতং সাকারং ইত্যর্থঃ 'ভজন্তু' উপাসনাং কুর্ব্বন্তু 'অহং' তু 'ইহ' বৃন্দাবনে 'নন্দং' গোপরাজং সৌভাগ্যশালিনমিত্যর্থঃ 'বন্দে' শরণং গচ্ছামি 'যস্য' নন্দস্য 'অলিন্দে' প্রাঙ্গণে 'পরং' 'ব্রহ্ম' বিহরতীতিশেষঃ ॥ ২২৫ ॥

সংসার পাপে শঙ্কিত হইয়া কেহ বেদাদি সম্মত নিরাকার ব্রহ্মের, কেহ স্মৃতি সম্মত ঈশ্বরের, কেহ বা ভারতাদি-পূরাণসম্মত সাকারের উপাসনা করিতেছেন; আমি কিন্তু বৃন্দাবনের সৌভাগ্যশালী নন্দের শরণাপন্ন হই; কারণ তাঁহার প্রাঙ্গণে পর ব্রহ্ম বিহার করিতেছেন ॥ ২২৫ ॥

'আগে কহ' প্রভু বাক্যে উপাধ্যায় কহিল

তথাহি পদ্যাবল্যাং একনবত্যঙ্কধৃত রঘুপত্যুপাধ্যায়োক্ত শ্লোকে তস্যৈব বাক্যং

'কংপ্রতি কথয়িতুমীশে সংপ্রতি কোঽবা প্রতীতি মায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম' ॥ ২২৬ ॥

'গোপতিতনয়াকুঞ্জে' গোপতিঃ সূর্য্যস্তস্য তনয়া যমুনা তস্যাঃ তীরস্থিত-কুঞ্জে 'গোপবধূটী বিটং গোপবধূটী নববধূস্তস্যাঃ বিটং মনশ্চৌরঃ নন্দনন্দন ইত্যর্থঃ 'ব্রহ্ম' বিরাজতে ইতিশেষঃ এতৎ বাক্যং 'কং' জনং 'প্রতি' 'কথয়িতুং' বক্তুং 'ঈশে' ইচ্ছামি ন কমপি ইত্যর্থঃ 'সংপ্রতি' অধুনা 'কোঽবা' জনঃ 'প্রতীতিং' প্রত্যয়ং 'আয়াতু' করোতু মমেদং বাক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২৬ ॥

যমুনাতীরকুঞ্জে নবগোপবধূদিগের মনশ্চোর রূপে পূর্ণ-ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন; ইহা কাহাকেই বা বলি? আর কেই বা সে কথা প্রত্যয় করে? ॥ ২২৬ ॥

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
প্রভু কহে 'কহ'; তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা;
প্রেমাবেশে প্রভু দেহ মন আলুইলা।

প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার!
'মনুষ্য নহে ইহো কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার।
প্রভু কহে 'উপাধ্যায়! শ্রেষ্ঠ মান কায়'?
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়।
'শ্যাম রূপের বাস স্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়'?
'পুরী মাধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়।
'বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান কায়'?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়।
'রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়'?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়।
প্রভু কহে 'ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে';
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্গদ স্বরে।

তথাহি পদ্যাবল্ল্যাং ত্রিসপ্ততিতমাঙ্কধৃত মাধবেন্দ্র-পুরীকৃত শ্লোকঃ

'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয় মাদ্য এব পরো রসঃ॥ ২২৭॥

'রূপাণাং' স্বরূপানুভূতীনাং মধ্যে 'শ্যামং' নবীননীল মেঘবর্ণং 'রূপং' 'পরং' শ্রেষ্ঠং; পুরীণাং ঈশ্বরাবস্থিতিস্থানানাং মধ্যে 'মাধুপুরী' মধুপুরী মাধুর্য্যধাম 'বরা' শ্রেষ্ঠা; বয়সাং বাল্য পৌগণ্ডাদীনাং মধ্যে 'কৈশোরকং' আদ্যষোড়শবর্ষপর্য্যন্তং নিত্যনূতনসৌন্দর্য্যমিত্যর্থঃ 'ধ্যেয়ং'; শান্তদাস্যাদি রসানাং মধ্যে 'আদ্য এব' মধুররস এব 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ॥ ২২৭॥

ঈশ্বর স্বরূপের শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ; ঐ রূপের অবস্থান-ভূমি মাধুর্য্যময় মধুপুরীই উৎকৃষ্ট; নিত্য নবীন সৌন্দর্য্য-পূর্ণ কৈশোরাবস্থাই ধ্যান করা উচিত; এবং শান্ত দাস্যাদি রসের মধ্যে মধুর রসই পরমোৎকৃষ্ট॥ ২২৭॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন;
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন।

দেখি বল্লভ ভট্ট চমৎকার হৈল ;
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল ;
প্রভু দর্শনে সব লোক কৃষ্ণ ভক্ত হৈল।
ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
বল্লভ ভট্ট তাহা সব করেন নিবারণ।
'প্রেমোন্মাদে পড়ে গোঁসাঞি মধ্য যমুনাতে ;
প্রয়াগে চালাব ইহা না দিব রহিতে।
যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ' ;
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন।
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁসাঞি লইয়া।
লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া
রূপ গোঁসাঞিকে শিক্ষা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া।
কৃষ্ণ তত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত ;
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত।
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল ;
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল।
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল ;
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল।
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর
রূপের মিলন, গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর। (১)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নবমাঙ্কে চতুরধিক-শত শ্লোকে দ্বয়োর্মিলনে সার্ব্বভৌমং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং

'কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য

---

১ রূপের মিলন গ্রন্থে—কবিকর্ণপুর প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে।

কৃপামৃতে নাভিষিষেচ দেব
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ' ॥ ২২৮ ॥

'কালেন' বহুকালেন 'বৃন্দাবন কেলিবার্ত্তা' রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বৃন্দাবন সংবাদঃ 'লুপ্তা' আসীৎ 'ইতি' 'তাং' বার্ত্তাং 'খ্যাপয়িতুং' প্রকাশয়িতুং 'বিশিষ্য' বিচিন্ত্য 'দেবঃ' শ্রীচৈতন্যঃ 'কৃপামৃতেন' করণেন 'তত্রৈব' তল্লীলা-প্রকাশবিষয়ে প্রয়োগে কাশীপুর্য্যাং 'চ' 'রূপং' 'সনাতনঞ্চ' অভিষিষেচ অভিষক্তিং কৃতবান্ ॥ ২২৮ ॥

রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বার্ত্তা কালে লুপ্ত হইয়াছিল; তাহা প্রকাশ করিবার জন্য চিন্তা করতঃ চৈতন্য দেব কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে প্রয়াগে ও কাশীধামে তদ্বিষয়ে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২২৮ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে সপ্ততিশ্লোকে রূপানুগ্রহে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারি বাক্যং

' যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈ র্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ
প্রেমালাপৈ র্দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গ রঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সম মনুপমেনা নুজগ্রাহ দেবঃ' ॥ ২২৯ ॥

'যঃ' শ্রীরূপঃ 'প্রাগেব' পূর্ব্বস্মিন্ এব গৃহাবস্থিতিকালে এব 'প্রিয়গুণগণৈঃ' প্রিয়স্য চৈতন্যস্য গুণসমূহৈঃ 'গাঢ়বদ্ধোঽপি' গাঢ়ং যথা স্যাৎ তথা আকৃষ্টোঽপি প্রিয়স্য 'প্রেমালাপৈঃ' তথা 'দৃঢ়তর পরিষ্বঙ্গ রঙ্গৈঃ' প্রগাঢ়ালিঙ্গন রঙ্গৈঃ করণৈঃ রামকেল্যামিত্যভিপ্রায়ঃ 'গৃহাধ্যাসাৎ' সংসার মোহাৎ 'মুক্তঃ' সন্ 'অমূর্ত্তঃ' 'অপ্যেব' মূর্ত্তিহীনোঽপি 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ 'রসঃ' মধুররস ইত্যর্থঃ 'মূর্ত্তঃ' 'ইব' মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস ইব শোভমানাস ইতিশেষঃ 'দেবঃ' চৈতন্যঃ 'অনুপমেন' 'সমং' স্বত্রাত্মা সহ 'তং' 'শ্রীরূপং' সংপ্রতি 'প্রয়াগে' 'অনুজগ্রাহ' স্বীকৃতবান্ ॥ ২২৯ ॥

যিনি প্রিয়তমের গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া রামকেলি গ্রামে

প্রেমালাপ ও প্রগাঢ় আলিঙ্গনকৃপা লাভ করিয়া সংসার-মায়া হইতে মুক্তি লাভ করতঃ মূর্ত্তিমান্ মধুর রসের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ; চৈতন্যদেব সংপ্রতি প্রয়াগে ভ্রাতা অনুপমের সহিত সেই শ্রীরূপকে অনুগ্রহ করিলেন ॥ ২২৯ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে পঞ্চসপ্ততি শ্লোকে শক্তিসঞ্চারে প্রতাপরুদ্রং প্রতি সার্ব্বভৌমবাক্যং

'প্রিয়স্বরূপে দয়িত স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে' ॥২৩০॥

'প্রভুঃ' চৈতন্যঃ 'রূপে' রূপ গোস্বামিনি 'ততান' বিস্তারয়ামাস স্বশক্তি-মিত্যর্থঃ কীদৃশে রূপে ? 'প্রিয়স্বরূপে' লোভাদিমহাভাবপর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ 'দয়িত স্বরূপে' শ্রীরাধামহৌদার্য্যমহিমাদেঃ সীমা যস্মিন্ তস্মিন্ ; 'প্রেমস্বরূপে' শ্রীরাধায়াঃ প্রেমা এব স্বরূপং যস্য তস্মিন্ ; 'সহজাতিরূপে' শ্রীকৃষ্ণগুণলীলা চরিত্র লাবণ্যাদেঃ সীমা যস্মিন্ তস্মিন্ ; পুনঃ 'নিজানুরূপে' নিজস্য চৈতন্যস্য অনুরূপে দ্বিতীয়স্বরূপে ভজন মুদ্রাদেঃ পর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। 'একরূপে' অভিন্নরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়স্য পর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ ; পুনঃ 'স্ববিলাসরূপে' স্বস্য বিলাসস্য রূপং যস্য তস্মিন্ রাধাকৃষ্ণয়োঃ বিলাসপর্য্যাপ্তি র্যস্মিন্ তস্মিন্ ইত্যর্থ ॥২৩০॥

যাঁহাতে লোভ হইতে মহাভাবের পর্য্যাপ্তি হইয়াছে ; যিনি শ্রীরাধার মহৌদার্য্যাদি গুণের ও প্রেমস্বরূপের আদর্শ, যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলার পর্য্যাপ্তি হইয়াছে ; যিনি ভজনাদি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের অনুরূপ পাত্র ও ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে অভিন্নরূপ ; চৈতন্য প্রভু সেইরূপ গোস্বামীকে নিজশক্তি অর্পণ করিলেন ॥ ২৩০ ॥

শ্রীযুত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে ;
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে ।

মহাপ্রভুর ছিল যত বড় ভক্ত মাত্র ;
রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র।
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন ;
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ :—
'কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন ?
কৈছে রহে ? কৈছে বৈরাগ্য ? কৈছে ভোজন ?
কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন' ?
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ :—
'অনিকেতন দুঁহে রহে ; যত বৃক্ষগণ,
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন।
বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ;
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি।
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস ;
কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন, উল্লাস।
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ ভজন, চারিদণ্ড শয়নে ;
নাম কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে।
রূপ ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন ;
চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন'।
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয় ;
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা, তাঁহা কি বিস্ময় ?
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে ;
রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য' ॥ ২৩১ ॥

'হৃদি' মমান্তঃকরণে 'যস্য' চৈতন্যস্য প্রেরণয়া আজ্ঞয়া ইঙ্গিতেন ইতি-যাবৎ 'বরাকরূপোঽপি' অতিক্ষুদ্ররূপোঽপি 'অহং' রসবর্ণনে 'প্রবর্ত্তিতঃ' ;

'তস্য' 'হরেঃ' 'চৈতন্য দেবস্য' 'পদকমলং' 'বন্দে' ॥ ২৩১ ॥

আমি অতি ক্ষুদ্ররূপী হইলেও হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় রসবর্ণনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি; সেই চৈতন্যদেবের বন্দনা করি ॥ ২৩১ ॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রভু কহে 'শুন রূপ! ভক্তি রসের লক্ষণ;
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন।
পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরস সিন্ধু;
তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু।
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ;
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি;
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি।

তথাহি শ্রুতিব্যাখ্যাধৃত শ্লোকঃ

'কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ
জীবঃ সূক্ষ্ম স্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ' ॥২৩২॥

'অয়ং' 'জীবঃ' জীবাত্মা 'কেশাগ্রশতভাগস্য' 'শতাংশসদৃশাত্মকঃ' কেশাগ্রস্য শতাংশস্য সদৃশঃ সমানঃ আত্মা স্বরূপং যস্য; 'সূক্ষ্মস্বরূপঃ' অতি ক্ষুদ্ররূপঃ 'হি' নিশ্চিতং 'সংখ্যাতীতঃ' গণনায়াঃ অতীতঃ অনন্তভাগস্য একভাগ ইত্যর্থঃ 'চিৎকণঃ' চিচ্ছক্তিরূপস্য ভগবতঃ কণঃ অংশঃ ॥ ২৩২ ॥

জীবাত্মার স্বরূপ কেশাগ্রের শতাংশের একাংশ সমান অতি সূক্ষ্ম; ইহা ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপের অসংখ্য কণার কণামাত্র ॥ ২৩২ ॥

তথাহি পঞ্চদশ্যাং ত্র্যশীতি শ্লোকঃ

'বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ' ॥ ২৩৩ ॥

'সঃ' 'জীবঃ' 'শতধা' 'কল্পিতস্য' 'বালাগ্রশতভাগস্য' 'ভাগঃ' 'বিজ্ঞেয়ঃ' 'ইতি' 'পরা' শ্রেষ্ঠা 'শ্রুতিঃ' বেদবাক্যং 'আহ' কথয়তি ॥ ২৩৩ ॥

সেই জীবকে কেশাগ্র শত ভাগের কল্পিত একভাগ বলিয়া জানিবে; এই কথা পরাশ্রুতি প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২৩৩ ॥

তথাহি শ্রুত্যধ্যায়স্য পরিমিতেত্যস্য তোষণ্যাং ধৃতা শ্রুতিঃ।

'সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ' ॥ ২৩৪ ॥

'অয়ং' 'জীবঃ' 'সূক্ষ্মাণাং' 'অপি' সূক্ষ্ম ইতিশেষঃ ॥ ২৩৪ ॥

এই জীব সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ॥ ২৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীত্যধ্যায়ে ষড়্-বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ

'অপরিমিতা ধ্রুবা স্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সম মনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া' ॥ ২৩৫ ॥

হে 'ধ্রুব' সত্যরূপ ভগবন্ 'তনুভৃতঃ' শরীরধারিণঃ জীবাঃ 'যদি' 'অপরিমিতাঃ' বস্তুতএব অনন্তাঃ 'ধ্রুবাঃ' নিত্যাঃ 'সর্ব্বগতাঃ' সর্ব্বব্যাপিনঃ ভবন্তি 'তর্হি' তদা জীবানাং 'শাস্যতা' ত্বচ্ছাসনীয়তা তে জীবাঃ ত্বয়া শাসনীয়া ভবন্তি 'ইতি' যঃ 'নিয়মঃ' শাস্ত্রে নির্ণয়োঽস্তি সঃ 'ন' স্যাদিত্যর্থঃ তেষাং সর্ব্বত্রাং ব্যাপত্বাভাবাচ্চ 'ইতরথা' অন্যথা তেষাং বিভুত্বাভাবেন তন্নিয়মো ন স্যাদিতি 'ন'; কিন্তু স্যাদেবেত্যর্থঃ ব্যাপ্যত্বাৎ। 'চ' বিশেষতঃ 'যন্ময়ং' উপাধিতো যদ্বিকারপ্রায়ং যজ্জীবাখ্যং 'অজনি' জন্মো জাতং 'তৎ' স্বকার্য্যং স্বভাবং বা 'অবিমুচ্য' অপরিত্যজ্য স্বরূপেণৈব সর্ব্বাংশং ব্যাপ্য 'নিয়ন্তৃ' নিয়ামকং প্রবর্ত্তকমিতিযাবৎ 'ভবেৎ'। কিঞ্চ 'সমং' জীবেশ্বরতুল্যং 'অনুজানতাং' যদমতমিতি জানীম ইতি বদতাং জনানাং 'যৎ' অন্তর্যাম্যাখ্যং তদ্রূপং পরমকারণং বস্তু 'অমতং' অজ্ঞাতং অবিষয়ত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ 'যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং'। তত্র হেতুঃ 'মত-

দুষ্টতয়া' মতস্য জাতস্য তস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাৎ তথাচ শ্রুতিঃ 'যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং' ॥ ২৩৫ ॥

হে ধ্রুব! জীব সকল অপরিমিত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ইহা যদি স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে 'তাহারা তোমার শাসনাধীন,' এই যে নিয়ম তাহা থাকে না; কিন্তু ঐরূপ স্বীকার না করিলে সে নিয়ম বজায় থাকে। বিশেষতঃ ঐ রূপ স্বীকার স্থলে জীব সকল জনন ধর্ম্মশীল হইয়া স্বকীয় স্বভাব পরিহার না করিয়াই আপনি আপনার নিয়ামকরূপে গণ্য হয়; ইহাও অসম্ভব। অতএব 'জীব ও ঈশ্বর সমান' এই কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন; তাঁহারা তোমার স্বরূপ কিছুই জানেন না এবং তাঁহাদের মতও শাস্ত্র দূষণীয় ॥ ২৩৫ ॥

'তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ;
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ।
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর;
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর।
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে;
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে।
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম নিষ্ঠ;
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত;
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত।
কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত;
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলি অশান্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরিক্ষিতো বাক্যং

'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে' ॥ ২৩৬ ॥

হে 'মহামুনে' শুকদেব! 'মুক্তানাং' মুক্তি প্রাপ্তানাং অতএব 'সিদ্ধানাং' 'কোটিষু' 'অপি' মধ্যে 'প্রশান্তাত্মা' 'নারায়ণপরায়ণঃ' বিষ্ণুভক্তিপরায়ণো জনঃ 'সুদুর্লভঃ' মহতা দুঃখেন প্রাপণীয়ো ভবেৎ ॥ ২৩৬ ॥

হে মহামুনি! যে সকল ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহাদের কোটির মধ্যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ প্রশান্তাত্মা অতি দুর্লভ ॥ ২৩৬ ॥

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব;
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ;
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়;
বিরজা ব্রহ্ম লোক ভেদি পরব্যোম পায়।
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন;
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল;
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল।
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাতা;
উপাড়ে বা ছিণ্ডে; তার শুকি যায় পাতা।
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ;
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম।
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা—
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা—যত অসংখ্য তার লেখা;
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটী জীব হিংসন;
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখা গণ;
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়;
শুষ্ক হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়;
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন;
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।

'প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয় ;
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়।
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ;
সুখে প্রেম ফলরস করে আস্বাদন।
এইত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ ;
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ।

তথাহি ললিতমাধবে পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকে পৌর্ণমাসী বাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থ বাক্যং

'ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি' ॥ ২৩৭ ॥

'ঋদ্ধা' সমৃদ্ধিসম্পন্না 'সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা' অনিমাদিসিদ্ধি স্তস্যাঃ ব্রজঃ সমূহ স্তস্য বিজয়িতা উৎকর্ষতা 'সত্যধর্ম্মা' সত্যধর্ম্মোৎপন্নঃ 'সমাধিঃ' যোগঃ 'ব্রহ্মানন্দঃ' 'গুরুরপি' মহানপি 'তাবৎ' পর্য্যন্তং 'চমৎকারয়তি' চিত্তমিতিশেষঃ 'যাবৎ' পর্য্যন্তং 'মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং' মধুরিপোঃ কৃষ্ণস্য বশীকার্য্যাঃ বশীকরণশীলা সিদ্ধা ওষধয় এব যে প্রেমাণ স্তেষাং 'প্রেম্নাং' 'গন্ধোঽপি' লেশোঽপি 'অন্তঃকরণসরণী পান্থতাং' অন্তঃকরণমেব সরণী পন্থাঃ তস্যাঃ পান্থতা পথিকতা তাং 'ন' 'প্রয়াতি' প্রাপ্নোতি যাবৎ পর্য্যন্তং অন্তঃকরণং কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনং ন কুরুতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥

সমৃদ্ধি সম্পন্ন সিদ্ধি সকল, সত্যধর্ম্মজ সমাধি আদি এবং মহান্ ব্রহ্মানন্দও সেই পর্য্যন্ত হৃদয়াকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় ; যাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণশীল সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমের আস্বাদ হৃদয় না জানিতে পারে ॥ ২৩৭ ॥

'শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপত্তি ;
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ :—

'অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম ;
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধ ভক্তি ; ইহা হৈতে প্রেম হয় ;
পঞ্চ রাত্রে (১) ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-লহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত নারদ পঞ্চরাত্রং

'সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎ পরত্বেন নির্ম্মলং
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে' ॥ ২৩৮ ॥

'হৃষীকেন' ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারেণ হেতুনা যৎ 'হৃষীকেশ সেবনং' কৃষ্ণানুশীলনং সা 'ভক্তিঃ' 'উচ্যতে' কথ্যতে। কথম্ভূতং সেবনং 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং' অন্য বাঞ্ছারহিতং পুনঃ 'তৎপরত্বেন' তদেকাগ্রতয়া 'নির্ম্মলং' পবিত্রং জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতং ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৮ ॥

অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ও পবিত্রভাবে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য লইয়া যে ভগবদনুশীলন করা যায় ; তাহার নাম ভক্তি ॥ ২৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দশম-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে' ॥ ২৩৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৫ পৃঃ ১১০ শ্লোকে দেখ। ২৩৯ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিল-দেব বাক্যং

---

১ পঞ্চ রাত্রে—নারদ পঞ্চ রাত্র গ্রন্থে।

'সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ' ॥২৪০॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৬ পৃঃ ১১১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৪০ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব-বাক্যং

'স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতি ব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে' ॥ ২৪১ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৭ পৃঃ ১১২ শ্লোকে দেখ ॥ ২৪১ ॥

'ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়;
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ব বিভাগে দ্বিতীয় লহর্য্যাং ষোড়শ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ' ॥ ২৪২ ॥

'যাবৎ' কালপর্য্যন্তং 'ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা' ভুক্তিঃ ভোগেচ্ছা মুক্তিঃ সালোক্যাদি তয়োঃ স্পৃহা আকাংক্ষা সা, কথম্ভূতা 'পিশাচী' পিশাচীতুল্যা দুর্ম্মতি-কারিণীত্যর্থঃ 'হৃদি' অন্তঃকরণে 'বর্ত্ততে' বিরাজতে 'তাবৎ' পর্য্যন্তং 'অত্র' হৃদয়ে 'ভক্তিসুখস্য' 'অভ্যুদয়ঃ' 'কথং' কেন প্রকারেণ 'ভবেৎ' ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ২৪২ ॥

যে হৃদয়ে পিশাচীতুল্যা ভোগবাসনা ও মুক্তিস্পৃহা অবস্থিতি করে; সে হৃদয়ে ভক্তি সুখের উদয় কি রূপে হইবে? ॥ ২৪২ ॥

'সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়;
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়।

'প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয় ;
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
যৈছে বীজ ইক্ষুরস, গুড়খণ্ড সার ;
শর্করাসিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর।
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব ;
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব। (১)
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে ;
কৃষ্ণ ভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে।
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর-
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর।
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার ;
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ;
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ ;
রতি ভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, রস নাম ;
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়ীভাব-লহর্য্যাং ত্রিষষ্টিশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'হাস্যোঽদ্ভুত স্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা' ॥ ২৪৩ ॥

'হাস্যঃ' রসঃ 'অদ্ভুতঃ' 'তথা' 'বীরঃ' 'করুণঃ' 'রৌদ্রঃ' প্রচণ্ডঃ 'ইত্যপি' 'ভয়ানকঃ'ভীষণঃ এবং 'সঃ' 'বীভৎসঃ' জুগুপ্সিতঃ 'ইতি' 'সপ্তধা'সপ্তপ্রকারঃ 'গৌণঃ' রসঃ অস্তীতিশেষঃ ॥ ২৪৩ ॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস, এই সাতটী গৌণরস ॥ ২৪৩ ॥

---

১ স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব। বিভাব—উদ্দীপনা ; অনুভাব—আসক্তি বা মনের একাগ্রতা ; একটী বাহিরের অপরটী মনের ক্রিয়া।

'হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়;
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়।
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে;
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে। (১)
শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র (২) সনকাদি আর;
দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার।
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন;
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরু জন।
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ;
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন।
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার;
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা,ভেদ আর।
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন;
পুরীদ্বয়ে (৩) বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি;
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি।
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন;
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন।
বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল;
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল।

---

১ সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে—শান্ত দাস্যাদি রসের ভক্তের মনে সেই সেই রস স্থায়ী হয়; কিন্তু ভজন করিতে করিতে আগন্তুক কারণ যোগে গৌণরূপে সপ্তরসের উদ্রেক হয়।

২ নব যোগেন্দ্র—নয় জন ঋষি। ইঁহারা ঋষভের পুত্র এবং মহারাজ ভরতের (যাঁহার নামে এইদেশ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে) সহোদর। ইঁহাদিগের নাম কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রমিড়, চমস, ও করভাজন। ইঁহারা নারায়ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভগবদারাধনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন এবং কথিত আছে যে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ইঁহারা নয় জনে নিমি রাজকে ধর্ম্মবিষয়ে নয়টী অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২ অধ্যায় দেখ।

৩ পুরীদ্বয়ে—মথুরা ও দ্বারিকা লীলায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

'দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সম্বজাতে ন শঙ্কিতৌ' ॥ ২৪৪ ॥

'দেবকী' 'বসুদেবশ্চ' পুত্রভ্রান্তিং বিহায় 'কৃতসংবন্দনৌ' প্রণতৌ 'পুত্রৌ' রামকৃষ্ণৌ 'জগদীশ্বরৌ' 'বিজ্ঞায়' জ্ঞাত্বা 'শঙ্কিতৌ' সন্তৌ 'ন' 'সম্বজাতে' নাশ্লিষ্টবন্তৌ কিন্তু বদ্ধাঞ্জলী তস্থতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৪৪ ॥

দেবকী বসুদেবের পুত্র ভ্রান্তি দূর হওয়াতে পুত্রদ্বয় বন্দনা করিলে তাঁহারা ঈশ্বর বুদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন না; কিন্তু বদ্ধাঞ্জলি হইয়া থাকিলেন ॥ ২৪৪ ॥

'কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য (১) দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়;
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং একাদশাধ্যায়ে একচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অর্জ্জুনবাক্যং

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহ মপ্রমেয়ং'॥২৪৫॥

'ত্বাং' 'সখেতি' প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং 'মত্বা' 'প্রসভং' হঠাৎ তিরস্কারেণ 'তব' 'মহিমানং' 'ইদং' বিশ্বরূপঞ্চ 'অজানতা' 'ময়া' 'হে কৃষ্ণ' 'হে যাদব' 'হে সখেতি' (সন্ধিরার্ষঃ) 'যদুক্তং' 'তৎ' 'ক্ষাময়ে' ক্ষমাং কারয়ে কথম্ভূতং ত্বাং 'অপ্রমেয়ং' অচিন্ত্য প্রভাবং ॥ ২৪৫ ॥

হে অপ্রমেয়! তোমার মহিমা ও বিশ্বরূপ না জানিয়া তোমাকে প্রাকৃত সখা মনে করিয়া কৃষ্ণ, যাদব, সখা ইত্যাদি তিরস্কার সূচক যে সম্বোধন করিয়াছি; সে অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ২৪৫ ॥

---

১ ঐশ্বর্য্য—বিশ্বরূপও পাঠ আছে। ধার্ষ্ট্য ক্ষমায়—নিজ ধৃষ্টতা ক্ষমা করান্।

'কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস ;
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'তস্যাঃ সুদুঃখভয় শোক বিনষ্ট বুদ্ধে
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্' ॥ ২৪৬ ॥

'সুদুঃখ ভয় শোক বিনষ্ট বুদ্ধেঃ' সুদুঃখং অপ্রিয় শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগ-শঙ্কয়া, শোকঃ অনুতাপস্তৈ বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাঃ তস্যাঃ 'তস্যাঃ' রুক্মিণ্যাঃ 'শ্লথ-দ্বলয়তঃ' শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ 'হস্তাৎ' 'ব্যজনং' 'পপাত'। 'বিক্লবধিয়ঃ' বিক্লবা অবশা ধীর্যস্যা স্তস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ 'দেহশ্চ' 'সহসৈব' হঠাৎ 'মুহ্যন্' সন্ 'বাতবিহতা' বায়ুতাড়িতা 'রম্ভেব' কদলীতরুরিব 'কেশান্' 'প্রবিকীর্য্য' পপাত ইতি শেষঃ ॥ ২৪৬ ॥

দুঃখ, ভয়, শোকে হতবুদ্ধি হইয়া রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় স্খলিত হইল এবং ব্যজন পতিত হইল ; আর বুদ্ধি অবশ হওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় সহসা তাঁহার দেহ কেশপাশ বিকীর্ণ করতঃ পতিত হইল ॥ ২৪৬ ॥

'কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে ;
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ
উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সামন্ততাত্মজং' ॥ ২৪৭ ॥

'ত্রয্যা' ঋক্ সাম যজুর্বেদৈঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ, 'উপনিষদ্ভিঃ' ব্রহ্মেতি 'সাংখ্যযোগৈঃ' সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি 'সাত্বতৈঃ' ভক্তিশাস্ত্রাদিভিঃ ভগবানিতি 'উপগীয়মান মাহাত্ম্যং' উপগীয়মানং কীর্ত্ত্যমানং মাহাত্ম্যং যস্য তং 'হরিং' 'সা' যশোদা 'আত্মজং' গর্ভজাতং পুত্রং 'অমন্যত' স্বীকৃতবতী ॥ ২৪৭ ॥

বেদে ইন্দ্রাদি নামে, উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্যে পুরুষনামে, যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়া, এবং ভক্তি শাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়া যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে; সেই হরিকে তিনি আত্মজ জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৭ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা' ॥ ২৪৮ ॥

'গোপিকা' যশোদা 'তং' কৃষ্ণং 'মর্ত্যলিঙ্গং' পশ্যমান মনুষ্যবালকাকারং 'অধোক্ষজং' ইন্দ্রিয়াতীতং 'আত্মজং' 'মত্বা' 'যথা' 'প্রাকৃতং' প্রাকৃত বালকমিব 'উলূখলে' উদূখলে 'দাম্না' রজ্জুনা 'ববন্ধ' ॥ ২৪৮ ॥

মনুষ্যশরীরধারী সেই অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী প্রাকৃতবালকের ন্যায় রজ্জু দিয়া উদূখলে বন্ধন করিলেন ॥ ২৪৮ ॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

'উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণী সুতং' ॥ ২৪৯ ॥

'ভগবান্' 'কৃষ্ণঃ' 'পরাজিতঃ' নর্ম্মপরাজিতঃ সন্ 'শ্রীদামানং' স্ববয়স্যং

প্রতিদ্বন্দ্বিনং 'উবাহ' 'চ' স্কন্ধে কৃতবান্ 'চ' তথা 'ভদ্রসেনঃ' 'বৃষভং' 'প্রলম্বঃ' 'রোহিণীসুতং' বলরামং উবাহেত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে ভদ্রসেন বৃষভকে আর প্রলম্বাসুর রোহিণীনন্দনকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছিল ॥ ২৪৯ ॥

তথাহি তত্রৈব ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিত প্রতি শুক বাক্যং

'হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্রতে মনঃ
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি
ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূ রন্বতপ্যত' ॥ ২৫০ ॥

'কামযানাঃ' কামো যানং আগমন সাধনং যাসাং তাঃ 'গোপীঃ' 'হিত্বা' 'অসৌ' 'প্রিয়ঃ' 'মাং' 'ভজতে' ইতি হেতোরাত্মানং বরিষ্ঠং মেনে 'ততঃ' তদনন্তরং 'বনোদ্দেশং' বিজনং বনং 'গত্বা' 'দৃপ্তা' গর্ব্বিতা সতী 'কেশবং' 'অব্রবীৎ' কিং তদাহ 'অহং' 'চলিতুং' 'ন' 'পারয়ে' শক্নোমি, 'তে' তব 'যত্র' 'মনঃ' 'মাং' 'নয়' 'এবং' পূর্ব্বোক্তরূপেণ 'উক্তঃ' সন্ কৃষ্ণঃ 'প্রিয়াং' গোপীং 'স্কন্ধং' 'আরুহ্যতাং' 'ইতি' 'আহ'। 'ততঃ' ইত্যবসরে 'কৃষ্ণঃ' 'অন্তর্দ্দধে' অন্তর্ধান মকরোৎ ; 'সা' 'বধূঃ' গোপী 'অন্বতপ্যত' অনুতাপং চকার ॥২৫০॥

যে সকল গোপী কাম সাধন জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় আমাকে প্রীতি করিতেছেন; এই ভাবিয়া সেই গোপী বনপ্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্ব্বে কৃষ্ণকে কহিলেন 'আমি আর চলিতে পারিতেছি না; তোমার যেখানে অভিলাষ আমাকে লইয়া চল'। এই কথা শুনিয়া

ভগবান্ কহিলেন 'তবে আমার স্কন্ধে উঠ'। তদনন্তর কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে সেই বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥২৫০॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ মুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

'পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃ বান্ধবা, নতিবিলংঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ
গতিবিদ স্তবোদ্গীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ
কস্ত্যজেন্নিশি' ॥২৫১॥

হে 'অচ্যুত' 'পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃবান্ধবান্' পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৄন্ বান্ধবাংশ্চ 'অতিবিলংঘ্য' অতিক্রম্য তাক্ত্বেতিযাবৎ 'তে' তব 'অন্তি' নিকটং 'আগতাঃ' বয়ং; ভূতস্য 'গতিবিদঃ' অস্মদাগমনং জানতঃ গীতস্য গতিং বা জানতঃ (গতিবিদো বয়মিতি বা) 'তব' 'উদ্গীতমোহিতাঃ' উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ হে 'কিতব' শঠ এবম্ভূতাঃ 'যোষিতঃ' 'নিশি' স্বয়মাগতাঃ ত্বাং ঋতে 'কঃ' 'ত্যজেৎ' ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৫১ ॥

হে অচ্যুত! পতি পুত্র ভ্রাতৃ বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করতঃ আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি; তুমি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জান; তোমারই উচ্চগীতে আমরা মোহিত হইয়াছি; হে কিতব! রাত্রিকালে স্বয়ং আগতা স্ত্রীদিগকে কে পরিত্যাগ করে? ॥ ২৫১ ॥

'শাস্ত্ররস স্বরূপ বুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা;
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে রিতি শ্রীমুখ গাথা। (১)

---

১ শাস্ত্ররস স্বরূপ বুদ্ধে…শ্রীমুখ গাথা—ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া একাগ্রভাবে তাঁহাতে চিত্তের নিষ্ঠা হওয়ার নামই শান্তরস। দৃষ্টান্ত স্থলে ভাগবতের একাদশস্কন্ধে উদ্ধব সংবাদে ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন 'আমাতে বুদ্ধির একান্ত নিষ্ঠাই শম'; এই কথা দ্বিতীয় পাদে উল্লিখিত হইয়াছে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরস-লহর্য্যাং একবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

'শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে রেতাং শান্তিরতিং বিনা' ॥২৫২॥

'বুদ্ধেঃ' জ্ঞানস্য 'মন্নিষ্ঠতা' মদেকান্ততা 'শমঃ' 'ইতি' 'শ্রীভগবদ্বচঃ' ভাগবতস্য একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং কথিতং। 'এতাং' 'শান্তিরতিং' শান্তরসং 'বিনা' 'বুদ্ধেঃ' 'তন্নিষ্ঠা' ভগবত্যেকাগ্রতা 'দুর্ঘটা' দুষ্প্রাপণীয়া ॥ ২৫২ ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন যে 'আমাতে নিষ্ঠা বুদ্ধিই শম'; এই শান্তিরতি ভিন্ন ভগবানে একাগ্রতা লাভ হওয়া দুর্ঘট ॥২৫২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে র্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ' ॥২৫৩॥

'বুদ্ধেঃ' জ্ঞানস্য 'মন্নিষ্ঠতা' ময়ি নিবিষ্ট চিত্ততা 'শমঃ' কথ্যতে ইতিশেষঃ 'ইন্দ্রিয়সংযমঃ' ইন্দ্রিয়বশীকরণং 'দমঃ'; 'দুঃখসংমর্ষঃ' দুঃখসহিষ্ণুতা 'তিতিক্ষা'; 'জিহ্বোপস্থ জয়ঃ' জিহ্বয়াঃ উপস্থস্য চ জয়ঃ বশীকরণং 'ধৃতিঃ' কথ্যত ইতিশেষঃ ॥ ২৫৩ ॥

আমাতে নিবিষ্ট বুদ্ধির নাম শম; ইন্দ্রিয় সংযমের নাম দম; দুঃখ সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা; এবং জিহ্বোপস্থের বশীকরণের নাম ধৃতি ॥ ২৫৩ ॥

'কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি;
অতএব শান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত, এক জানি।
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং

'নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ' ॥ ২৫৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১৮ পৃঃ ১৩৫ শ্লোকে দেখ ॥ ২৫৪ ॥

'কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের দুই গুণে ;
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে ;
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে।
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধ হীন ;
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ।
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে। (১)
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।
ঈশ্বর জ্ঞান, সম্ভ্রম, গৌরব প্রচুর ;
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন ;
অতএব দাস্য রসে হয় দুই গুণ।
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয় ;
দাস্যে সংভ্রম গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া রণ ;
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রম হীন ;

---

১ কৃষ্ণ নিষ্ঠা···শান্তরসে—শান্ত রসের দুইটী গুণ ; প্রথম ঈশ্বরে একাগ্রতা, দ্বিতীয় সংসার বাসনা পরিত্যাগ। আকাশের শব্দগুণ যেমন আর আর সকল ভূতেই থাকে ; সেই রূপ শান্ত রসের গুণ হয় সকল প্রকার ভক্তে থাকা অবশ্যম্ভাবী। শান্তরস ব্যতীত আর কোন রস সম্ভবে না। ইহা ভক্তি রাজ্যের পত্তন ভূমি। কিন্তু কেবল শান্তরসে ঈশ্বরে গাঢ় মমতা হয় না ; শান্ত ভক্তের নির্ম্মল অন্তঃকরণে কেবল মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান প্রতিভাত হয় মাত্র। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সেবা, সম্ভ্রম, বিশ্বাস, মমতা, বাৎসল্য ও আত্ম সমর্পণ প্রভৃতি ভাব সকল পর পর রসে হয় ; ঐ সকল কেবল শান্তভাবে থাকে না।

'অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিন্।
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্ম সম জ্ঞান;
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্।
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন;
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন।
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার;
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার।
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান;
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান।
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে;
কৃষ্ণভক্ত রস গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানীগণে।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে একোনশতাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং

'ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দ কুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্ত মাখ্যাপয়ন্তং
তদীয়েশিতজ্ঞৈঃ স্বভক্তৈ র্জিতস্ত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে' ॥ ২৫৫ ॥

হে ভগবন্ 'প্রেমতঃ' প্রেম্না করণেন 'অহং' 'ত্বাং' 'শতাবৃত্তি' শতং আবৃত্তি যথাস্যাত্তথা 'বন্দে'। কথম্ভূতং ত্বাং 'ইতীদৃক্ স্বলীলাভিঃ' ইতি অনেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ ঈদৃক্ এবম্বিধাভিঃ স্বলীলাভিঃ করণৈঃ তদীয়ে 'আনন্দকুণ্ডে' সুখস্বরূপে 'নিমজ্জন্তং' নিমগ্নমিত্যর্থঃ 'স্বঘোষং' স্বকীয়ং গোপগোপীনন্দাদিকং 'আখ্যাপয়ন্তং' রসেন উন্মাদয়ন্তং।' ত্বং কীদৃশঃ 'তদীয়েশিতজ্ঞৈঃ' তদীয়ং তব ঈশিতং ঐশ্বর্য্যং জানন্তি যে তৈঃ 'স্বভক্তৈঃ' 'পুনঃ' পুনর্ব্বারং 'জিতঃ' পরাভূতোঽসি তেষাং প্রেম্না করণেন ইত্যর্থঃ ॥ ২৫৫ ॥

হে ভগবন্! এইরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া তোমার সুখস্বরূপে নিমগ্নমান গোপগোপীদিগকে রসদানে উন্মাদ করিতেছ; আবার তোমার ঐশ্বর্য্যবেত্তা ঐ সকল ভক্তের প্রেমে

স্বয়ং পরাজিত হইতেছ; আমি তোমাকে শতবার বন্দনা করি ॥ ২৫৫ ॥

'মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়;
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়।
কান্ত ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন;
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে;
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে। (২)
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার;
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।
এই ভক্তি রসের কৈল দিগ্ দরশন;
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে;
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস সিন্ধু পারে'।
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন;
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন।
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন;
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন:—
'আজ্ঞা হয় আইসো মুঞি শ্রীচরণ সঙ্গে;
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ তরঙ্গে।'
প্রভু কহে 'তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন;
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড় দেশ দিয়া;
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া।'
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা;
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাঁহাঞি পড়িলা।
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা;
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা।

২ আকাশাদির—পঞ্চ পৃথিবীতে—মধ্যঃ ১৯০ পৃঃ ১টীকা দেখ।